www.shifakhana.com

www.shifakhana.com

ঘরোয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা





প্রকাশিত হল- ডঃ সমরেশ পাল রচিত



হোমিওপ্যাথিক

SREE GURU PUSTAKALAYA
15 Shyama Charan Dey st.
Vidyasagar Tower, sh-28A ,
(Ground floor), Kol-73.

SREE GURU TRADING
Shop-37,Sec-2
Sealdah, Sisir
Market, Kol-9

www.fb.com/shifakhana

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

www.shifakhana.com

ওঁ শ্রীগুরু জয়

ঘরোয়া হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসা

(অসংখ্য রোগের কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা পদ্ধতি সহ)

ডাঃ অনিমা দাশগুপ্ত

পি. এইচ, পি. ই. টি, এফ. ডব্লু. টি

সম্পাদনায়

ডাঃ সঞ্জীবন বসু

বি. এস. সি (বায়োসাইন্স), বি. এইচ. এম. এস (CU), এক্স হাউস স্টাফ (সিনিয়ার), ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিন ডি. এন. দে. হোমিয়োপ্যাথিক কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল (Govt. of West Bengal)

যে কোনও সমস্যায় যোগাযোগ করুন

ডাঃ সঞ্জীবন বসু

মোবাইল-৯৪৩৩৩০১৪৮৯

প্রকাশক

শ্রীগুরু পাবলিকেশন

শিয়ালদহ শিশির মার্কেট, সেক্টর-২,
স্টল নং- ৩৭ (ফ্লাই ওভারের নীচে)
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

মূল্য: ত্রিশ টাকা মাত্র

www.fb.com/shifakhana

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

www.shifakhana.com

সূচিপত্র

www.fb.com/shifakhana

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

হঠাৎ দুর্ঘটনা হলে তাৎক্ষণিক প্রতিবিধান (Instant Relief)

- গলায় কাঁটা (মাছের) ফুটলে—Silicea 6/Anagallis 6
- হঠাৎ শ্বাসকষ্ট— Spongia Tosta 30
- দাঁতের যন্ত্রণা—দাঁতের গোড়ায় Plantago θ বাহ্যিক ব্যবহার।
- হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক—Arsenic 6, Laurocerasus 6
- হঠাৎ চোট আঘাত—Arnica Mont 30
- নৌকায় বা গাড়িতে চড়লে বমি, মাথা ঘোরা—Cocculus Ind.30
- হঠাৎ বমি ও পায়খানা—Arsenic alb. 30, Verat alb. 30
- হঠাৎ জ্বর—Ferrum phos 6/3
- হঠাৎ অম্বল ও বুকজ্বালা—Robinia θ, Carbo Veg 6
- পারদের কুফল—Hepar Sulph 6
- পাহাড়ের উচ্চচাপজনিত শ্বাসকষ্ট—Coca 30
- অতিরিক্ত বমি—Ipecac 6/30
- Smallpox প্রতিষেধক—Morbillinum 30, Variolinum 30
- অতিরিক্ত রক্তস্রাব—Vinca Minor 30, Thalapsi θ
- প্রসব বেদনা কম/ঘাটতি—Puls 30
- অর্শজনিত অতিরিক্ত রক্তপাত—Hamamelis θ
- মিলনকালে ধ্বজভঙ্গ—(Impotence) Agnus Castus 30
- অতিরিক্ত সাদা স্রাব—Ova Tosta 3x
- মাসিক অনিয়মিত—Puls 30
- পাতলা পায়খানা— MercSol 30
- দাঁতের মাড়ি ফোলা—Bell 30
- হঠাৎ গলায় ব্যথা— Bell 6 বা Phytolacca 30
- স্তনে আঘাত— Conium Mac 30
- শিশুদের হঠাৎ দুধ তোলা—Galium 30
- শিশুদের গায়ে টক গন্ধ—Rheum 30
- শিশুর পেটে ব্যথা—Colocynth 30
- শিশুদের হামের কুফল—Camphor 30
- শিশুদের আক্ষেপ—(Convursion) - Cuprum 30
- শিশুদের কৃমি বৃদ্ধি—Cina 30
- হঠাৎ চোখ ওঠা—Euphrasia 30
- কর্ণশূল—Hepar Sulph 6, Bell 30
- শিশুদের শয্যামূত্র—Causticum 30

বিশেষ দ্রষ্টব্য: চিকিৎসার পূর্বে চিকিৎসকের পরামর্শ বাঞ্ছনীয়।

www.shifakhana.com

ঘরোয়া হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসা

অজীর্ণ রোগ

রোগের কারণ : বহুদিন যাবৎ গুরুপাকদ্রব্য অনিয়মিত ও অতিশয় খাবারের ফলে এর উৎপত্তি ধীরে ধীরে প্রকাশ হয়। ক্রমে ক্রমে যকৃৎ (লিভার) খারাপ হয় এর জটিলতার কারণে অম্ল, বায়ু, তরল ভেদ ইত্যাদি ধীরে ধীরে উৎপত্তি হয়ে যায়। নীচে তরল মল জনিত সবরকম রোগের চিকিৎসা দেওয়া হল।

□ **নতুন রোগে : একোনাইট** ৬, ৩০—কোনও রোগ নেই, কিন্তু হঠাৎ (ঝড়ের বেগে) প্রচুর ভেদ, বমি, জলপিপাসা, অস্থিরতা, মৃত্যুভয়, পেটে যন্ত্রণা প্রভৃতি থাকলে প্রথমাবস্থায়, এমনকী কলেরাতেও এটা প্রয়োগ করে।

পোডোফাইলিয়াম ৬, ৩০—প্রচুর পরিমাণে বমি সাদাটে বা হলুদ রঙের মল পিচকারি দিয়ে সবেগে নির্গত হলে সকালে বৃদ্ধি ও পেটে যন্ত্রণা থাকলে, জলপিপাসা ও অতিশয় দুর্বলতা, চোখমুখ বসে যায় প্রভৃতি হলে এতে উপশম হবে।

সালফার ৩০—সাদাটে বা সাদা মল, আঁশটে অতিশয় দুর্গন্ধি ঘরে টেকা দায়, শেষরাতে বা সকালে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, তৎক্ষণাৎ পায়খানায় যেতে হয়, সকালে বৃদ্ধি, দুপুরের পর কমে, অত্যধিক জলপিপাসা, অস্থিরতা, বমি, ঠান্ডা মেঝেতে শোয়া, প্রভৃতি শীতলতা চায়। হাত ও পায়ের তালু ও মাথা বেশ গরম, কোনও রকম চর্মপীড়াসহ বা বসে গিয়ে এরকম হলেও, এমনকী কলেরা, খাবারে বিষক্রিয়া হলেও এতে উপশম হবে। হাজাকর মল, মলদ্বার লাল হয়ে হেজে যায় পেটে জ্বালা এবং গরম বোধ হয়। ঠান্ডা জলপানে আরাম।

পালসেটিলা ৬, ৩০ —অধিক মাছ, মাংস প্রভৃতি চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়ার পরে উদরাময়, বমি, পেটে যন্ত্রণা হলে এটাই শ্রেষ্ঠ। এতে পেটব্যথা যত বাড়বে, রোগীর শীতবোধ তত বেশি হবে। জলপিপাসা কিঞ্চিৎ বা প্রায়ই থাকে না, মলের রং ও প্রকারভেদে প্রতিবারই পরিবর্তনশীল, প্রতি দু'বারের মল একরূপ নয়।

নাক্স ভমিকা ৬, ৩০—পেট সংক্রান্ত সবরকম ব্যথায় এতে কিছু উপকার হবেই। পেটে ব্যথা ব্যথা ভাব, বার বার মল ত্যাগের ইচ্ছা মলের পরিমাণ অতি অল্প বা অনেক সময় একটুও হয় না, পেটভার ও অস্বস্তি, খিদে থাকে না, খিটখিটে মেজাজ ও শীত শীত ভাব থাকে। রাতে ঘুম হয় না। অতিভোজন বা নিমন্ত্রণ খাবার পরে এর প্রয়োগে শীঘ্র হজম হয়ে যায়। রাত জাগার কারণে বা বেশি ঝাল মশলা দেওয়া খাবার খেলে পেটে গোলযোগ হলে এর প্রয়োজন হয়।

চায়না ৬, ৩০— বেশি পরিমাণে হলুদ মল, ছিবড়ে মেশান, কারণ ভুক্ত দ্রব্য অজীর্ণ, অবস্থায় জলীয় মলে মিশ্রিত থাকে, পেটে ব্যথা থাকে না। খাবার পরই বিশেষত রাতে বৃদ্ধি। খাবার ইচ্ছা বা খিদে আছে, খায় কিন্তু হজম হয় না। বায়ুর প্রকোপ উপর ও নীচ সমস্ত

www.shifakhana.com

পেটে। খাবার পর যেন গলায় গলায় বা গলা পর্যন্ত ভর্তি মনে হয়।

ম্যাগনেশিয়া কার্ব ৬, ৩০—হালকা সবুজ রঙের মল টকগন্ধ, পরিষ্কার জলীয় অংশ মলের সঙ্গে চারিদিকে দাঁড়ায় বা গড়িয়ে ছিবড়ে মতো হয়ে বের হয়ে আসলে এটাই শ্রেষ্ঠ। শিশুদের প্রায়ই এরকম উদরাময় হতে দেখা যায়।

ইপিকাক ৬, ৩০—ঘাসের মতো হালকা সবুজ মলের ফেনাযুক্ত থাকলে বমি অপেক্ষা বমিভাব প্রবল থাকলে এর প্রয়োজন হয়। জলপিপাসা খুব কম এবং জিহ্বা সাধারণত পরিষ্কার থাকে। নাভির কাছে বা চারদিকে ব্যথা থাকলে এটা অনেক রকম রোগে প্রযোজ্য।

এন্টিম ক্রুড ৬, ৩০—সাদাটে জলীয় মলের সঙ্গে শক্তমল মিশ্রিত থাকে। খিদে বা পিপাসা থাকে না, বমিভাবের অপেক্ষা বমিই প্রবল সমস্ত জিহ্বাতে অগ্রভাগ পর্যন্ত দুধের স্বরের মতো সাদা, পুরু প্রলেপ থাকে এবং বমিতে ছানার মতো টকগন্ধযুক্ত পদার্থ থাকে; অত্যধিক গরমে শিশুদের এরূপ অবস্থা অনেক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

ভেরাট্রাম অ্যালবাম ৬, ৩০—অত্যধিক পরিমাণে ভেদ ও বমি হলে এবং পেটে অসহ্য ব্যথা থাকলে বিপজ্জনক উদরাময়, কলেরা বা খাবারে বিষক্রিয়া জনিত কলেরা সদৃশ উদরাময়ে-এর প্রয়োগ অতিশীঘ্র প্রথমে পেটে ব্যথা এবং ধীরে ধীরে ভেদ ও বমি বন্ধ হবে। পেটে ব্যথা না থাকলে এই ওষুধের প্রয়োজন হয় না। এতে অত্যন্ত অস্থিরতায় ও প্রচুর পরিমাণে জলপিপাসা থাকে এবং জলীয় মলে কুমড়ো পচার মতো ছিবড়া থাকে।

কুপ্রাম মেটালিকাম ৬, ৩০—কলেরা বা বিপজ্জনক উদরাময়ে অত্যধিক ভেদ ও বমি হতে হতে যখন হাত ও পায়ে খিল ধরে ও খেঁচুনি আরম্ভ হয়; বিশেষত আঙ্গুলগুলি ভিতর দিকে টেনে ধরে, তখন এই ওষুধের প্রয়োজন সবাধিক কষ্টের ভিতর যখন এরকম খেঁচুনিই প্রবলতম তখন এটাই শ্রেষ্ঠ।

কুপ্রাম আর্স ৬, ৩০—কলেরা যখন কুপ্রাম মেট-এর খেঁচুনি ও আর্সেনিক ওষুধের মতো ভেদ, বমি অস্থিরতা ও জলপিপাসা থাকে, তখন এটাই শ্রেষ্ঠ অথবা কুপ্রাম মেট দেওয়াতে উপকার না বুঝলে এই ওষুধ প্রয়োগে রোগ দূরীভূত হবে।

আর্সেনিক অ্যালবাম ৬, ৩০—অত্যন্ত অস্থিরতা, শরীর জ্বালা, বার বার অল্প পরিমাণে (দু এক ঢোক) অত্যধিক জলপিপাসা এবং ঘনঘন কিন্তু পরিমাণে খুবই অল্প ভেদ ও বমি হলে এর প্রয়োজন। খাবারে বিষক্রিয়ার ফলে কলেরার মতো উদরাময়ে প্রায়ই এর প্রয়োজন হয়, তবে উপরোক্ত লক্ষণ থাকা চাই। জিহ্বা লালচে এবং ঠোঁট কালচে থাকে।

খিকেলি কর ৬, ৩০—কলেরাতে যখন খেঁচুনি কিন্তু আঙ্গুলগুলি বাইরের দিকে টানে, (কুপ্রামের বিপরীত), দুর্গন্ধময় কালচে মল এবং অত্যধিক ঠান্ডা হাত পা কিন্তু শরীরে ঢাকা রাখতে চায় না, তখন এর প্রয়োজন হয়।

নেট্রাম সালফ ৩০, ২০০—এটা কিছুটা জলীয় উদরাময়ে প্রয়োজন হয়। এর জলীয় মল হলুদ বর্ণ কিন্তু বায়ু-নিঃসরণসহ সশব্দে চারিদিকে ছিটকে পড়ে (পোডোফাইলিয়ামের মতো একনালে পিচকারির মতো পড়ে না)। সকালে ঘুম থেকে উঠে কিছুটা চলাফেরার পরে বেগ

www.fb.com/shifakhana

www.shifakhana.com

আসে (সালফারে সকালে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে অথবা উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই পায়খানায় তাড়ায়)।

গ্যাম্বোজিয়া ৬, ৩০—শিশুদের (অন্যদেরও) মল যদি খুবই অল্প পরিমাণে কিন্তু হাঁসের মল ত্যাগের মতো দূরে ছিটকে পড়ে, সবটুকুই একসঙ্গে (ভিতরে কিছুই পড়ে না)। পেটে ব্যথা বা অস্বস্তি থাকে কিন্তু ওরকম মলত্যাগের পরে আরাম বোধ হয়। ওই একবারই খুব অল্প পরিমাণে যা হল, আর হয় না এবং আরও হবে এইভাব থাকে না। এজন্য (মার্কসলের মতো) কোঁথানি বা বসে থাকে না।

ফসফরাস ৬, ৩০—অত্যধিক পরিমাণে ঠান্ডা জলের পিপাসা কিন্তু পান করবার বা কিছু খাবার একটু পরেই সবটুকুই বমি হয়ে যায়, কিছুই পেটে থাকে না এবং এর মল রোগীর আয়ত্তে থাকে না, ছিদ্র পাত্রের জল যে ভাবে গড়িয়ে পড়তে থাকে ওইভাবে মলদ্বার হতে নির্গত হয়। অস্থিরতা থাকে এবং এর মলের সঙ্গে সাবুদানার মতো ডিম ডিম পদার্থ মেশান থাকে।

বেলেডোনা ৬, ৩০—শিশুদের উদরাময় বা আমাশার সঙ্গে জ্বর থাকলে এবং মাথা গায়ের থেকে বেশি অত্যধিক গরম থাকলে এর প্রয়োজন হয়। জিহ্বা ও চোখমুখ লাল, জলপিপাসা থাকে না, জ্বর থাকলেও শরীরে ঢাকা স্থানে ঘাম ঘাম ভাব (ব্রায়োনিয়া) অস্থিরতা কম, চোখ বুজে থাকে কিন্তু ঘুমতে পারে না, ঘুম আসলে হঠাৎ চিৎকার করে উঠে পড়ে।

আমাশয়

এটা অত্যন্ত জটিল রোগ, নিরাময় করা খুব কষ্টকর ও সময় সাপেক্ষ। চাপা বা দমিত অবস্থায় প্রায় সকলেই এতে আক্রান্ত। জল বা খাবারের সঙ্গে অতি সহজেই এটা সংক্রামিত হয়। লুপ্ত বা দমিত হলে এটা শুকিয়ে কঠিন আঠার মতো পদার্থ হয়ে কোষ্ঠকাঠিন্য এবং ক্রমশ অম্ল ও বায়ুরোগ এবং এটা হতে বহুবিধ আন্ত্রিক দুরারোগ্য রোগের উৎপত্তি হতে থাকে।

একোনাইট এবং বেলেডোনা ৬, ৩০—রোগের প্রথমাবস্থায় জ্বর, পিপাসা, অস্থিরতা এবং ঘর্মহীনতা থাকলে একোনাইট এবং জ্বর, মাথা অত্যধিক গরম, চোখ বুজে থাকে কিন্তু ঘুমাতে পারে না, পিপাসা নেই, ঘাম ঘাম থাকলে বেলেডোনা দিতে হয়।

মার্কসল ৬, ৩০, ২০০—প্রায় সবক্ষেত্রেই প্রথমেই এটার দ্বারা এইরোগ ধীরে ধীরে কমে আসে। মাঝে মাঝে পেট ব্যথা করে। ওই রকম ব্যথা বেশি হলে ছুটে পায়খানায় যেতে বাধ্য হয় কিন্তু অল্প মলত্যাগের পরে আর হতে চায় না, খুব কোঁথানি হয়, মনে হয় আরও হবে। ধীরে ধীরে অতিকষ্টে একটু একটু করে শুধুই আম বা আম মিশ্রিত মল নিঃসরণ হতে থাকে। তাতে বা কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। মলত্যাগে পেট ব্যথা কমে না। মাঝে মাঝে পেট ব্যথা হওয়া প্রধানত আমাশয়ের লক্ষ্মণ। এতে উচ্চশক্তি, ২০০ দিতে হয়।

মার্ককর ৬, ৩০—মলের সঙ্গে রক্ত থাকলে বা পড়তে আরম্ভ করলে তৎক্ষণাৎ এই ওষুধ দেবে। এতে ধীরে ধীরে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে পেট ব্যথা ইত্যাদি সেরে যাবে। কোঁথানি বা অন্যান্য লক্ষ্মণ মার্কসল ওষুধের মত।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

নাইট্রিক অ্যাসিড ৩০—মার্কর ওষুধে রক্ত পড়া বন্ধ না হলে এই ওষুধ দেবে। এতে মলদ্বারে ছুঁচফোটার মতো খোঁচানি ব্যথা মাঝে মাঝে অনুভব হয়।

এলোজ ৩০—আমযুক্ত হলদে মল বা শুধুই হলদে আম দিনে ৪০/৫০ বারও হতে পারে কিন্তু খুবই অল্প পরিমাণ এবং মার্কসলের মত কোঁথানি একটু থাকে না, ঘন ঘন পায়খানায় যায় এবং একটু পরেই ফিরে আসে। পেটে অত্যধিক বায়ু থাকে কিন্তু কোনও ব্যথা থাকে না।

কলোসিন্থ ৩০—কিছু খেলেই তৎক্ষণাৎ পেটে অসহ্য ব্যথা শুরু হয়, পেট চেপে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হয় এবং ছুটে পায়খানায় যায়। কোঁথানি থাকে। এতে আশানুরূপ উপকার না হলে স্ট্যাফিসাগ্রিয়াতে অনেক ক্ষেত্রে দারুণ উপকার দর্শে।

ইপিকাক ৬, ৩০—অতীব দুর্গন্ধময় মলযুক্ত আমাশয় রোগে এটার প্রয়োজন হয় আমরা কেবলমাত্র টাটকা পড়লেও এতে উপকার দর্শে, তবে এর ফেনাযুক্ত সবুজাভ মল, নাভির চারিদিকে ব্যথা এবং অত্যধিক বমি ভাব থাকা দরকার। (রোগীর খুব খারাপ অবস্থায় মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকলে কার্বোভেজ লাগতে পারে এবং এর পরে আর্সেনিক দিলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়)।

নাক্স ভোমিকা ৬, ৩০—ঘন ঘন মলত্যাগের ইচ্ছা, পেট ব্যথা যা হয় কিছুটা মলত্যাগ হলেই প্রশমিত হয় (মার্কসলে হয় না)। বমি এবং শীত ভাব থাকে, নিদ্রা হয় না।

অম্ল ও বায়ু রোগ

সাধারণত জটিল অজীর্ণ রোগ অথবা কোষ্ঠবদ্ধতা, এর সঙ্গে বর্তমান থাকে। এরকম অবস্থা বেশিদিন থাকলে ক্রমশ পাকাশয়ক্ষত রোগের উৎপত্তি হয়। অনেক ক্ষেত্রে অম্লরোগ কোনও কারণে চাপা পড়ে বাত রোগে পরিবর্তিত হয়।

আইরিস ভার্স ৩০, ২০০—অম্ল হয়ে গলা বুক জ্বালা করলে এটাই শ্রেষ্ঠ এবং সবপ্রথম প্রদেয়। পেটেও জ্বালাবোধ এবং টকটক জলীয় খাদ্যবস্তু মুখেও উঠে আসতে পারে। বমি হলে মাথাধরা কমে যায়। মলদ্বার জ্বালা এবং ওইরকম অম্ল হলে এমনকী কলেরাতেও এটি প্রযোজ্য। ঠান্ডা জল খেলে ওই জ্বালা উপশম হয়। এর পরে সালফার ৩০ প্রায় সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সালফিউরিক অ্যাসিড ৩০, ২০০—বিষবৎ অম্ল হলে এবং খাদ্য বস্তুর জলীয় পদার্থ কোনও সময় একটুও মুখে আসতে দাঁত টকে যায়। যা খায় এমনকী মিষ্টি খেলেও মুখ টকে যায় (ল্যাকটিক অ্যাসিড, আর্নিকা)। এতে শরীরের ভিতর একটা কাঁপুনি বোধ আছে।

ল্যাকটিক অ্যাসিড ৩০, ২০০ —গর্ভবতী নারীর অম্লে এটাই শ্রেষ্ঠ। যাই খায় তৎক্ষণাৎ মুখ টক হয়ে যায় এবং মুখে টকজল ওঠে, অনবরত গলাবুক জ্বালা করে বমি হয় (আইরিস দেখ)।

কার্বোভেজ ৬, ৩০, ২০০—প্রায় অনবরত উদ্‌গার বা ঢেকুর উঠলে এই ওষুধ শ্রেষ্ঠ। পাকস্থলিতে অত্যধিক বায়ুর উৎপত্তি হয়। এতে অম্লও প্রশমিত হয়। ঢেকুর উঠলে আরাম

www.fb.com/shifakhana

www.shifakhana.com

বোধ হয় রোগী অত্যধিক হাওয়া ভালোবাসে, পাকস্থলিতে অত্যধিক বায়ু হলে চলমান ব্যথা অনুভব হয় বা এতে উপশম হয়। এটা ব্যবহার কালীন ২/১ মাত্রা। লাইকোপডিয়াম দিলে আরও উপকার দর্শে। দুর্গন্ধযুক্ত (চোয়া ঢেকুর) উদ্‌গার উঠলে এতে নিশ্চয়ই উপশম হবে।

নাক্স ভোমিকা ৬,৩০,২০০ —পেটভার ও খিদে নেই, এরকম অবস্থায় এটাই শ্রেষ্ঠ ও প্রথমেই প্রদেয়। এতে ঘুম হয় না। পেটে অস্বস্তি ও ব্যথা বোধ থাকে। কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না এবং অনবরত মলত্যাগের ইচ্ছা ও বমিভাব বর্তমান থাকে। মেজাজ খিটখিটে ও শীতভাবও এর বিশেষত্ব।

নেট্রাম ফস ৩x, ৬x ৩০—বায়োকেমিক মতে এটা (৩x, ৬x, বিচূর্ণ) ও ৩০ শক্তি অম্লরোগের শ্রেষ্ঠ ওষুধ। অন্য যে কোনও পীড়ার কারণে অন্যান্য ওষুধের ব্যবহার কালীন এটাও পর্যায়ক্রমে দেওয়া যায় এতে তাতে রোগীর অম্লদোষও প্রশমিত হয়।

লাইকোপডিয়াম ৩০, ২০০—অম্ল ও বায়ুরোগে এটা একটা উৎকৃষ্ট ওষুধ যদি এই রোগের প্রকোপ, বিকাল ৪টের পরে অনুভব বা বৃদ্ধি হয়। নীচের পেটে বায়ুর চাপ বোধ ও ভারী মনে হয় এবং মাঝে মাঝে মলদ্বার দিয়ে বায়ু নিঃসরণ হয়ে একটু আরাম বোধ হয় (কার্বোভেজে বায়ু উপরের দিকে চাপ দেয় ও ঢেকুর ওঠে) খিদে থাকে না, কোষ্ঠবদ্ধতার কারণে ক্রিমির উৎপাত বিকাল ও সন্ধ্যার দিকে বেশি হয়। খিদে থাকলেও ২/৪ গ্রাস খেলেই পেট যেন ভরে যায়। আর খেতে পারে না।

ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩০, ২০০—স্থূলদেহী ও শিশুদের পক্ষে উপকারী, যদি পেটটি মোটা শরীরে (বিশেষত মাথায়) প্রচুর ঘাম হয়। মলের রং সাদাটে মেঝেতে সাদা দাগ হলে এটাই প্রযোজ্য। মলে টকগন্ধ ও সাদা ডিম ডিম (জমাট দুধ) পদার্থ থাকলে এটাই শ্রেষ্ঠ।

খিদে না থাকা ও অতিখিদে

খিদে না থাকা। পেটে অত্যধিক বায়ু ও অম্লের উৎপত্তি কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অজীর্ণ রোগের কারণে এটা দেখা দেয়। লিভার (যকৃৎ) অসুস্থ হলে এটা ধীরে ধীরে প্রকাশ হয়।

নাক্স ভোমিকা ৬, ৩০, ২০০—পেটে অস্বস্তি ব্যথা ও ভারবোধ কোষ্ঠকাঠিন্য তবে মলত্যাগের ইচ্ছা ও বমিভাব থাকে। পায়খানা বা বমি কখনও হয়, কখনও হয় না এবং হলেও পরিমাণে অল্প (ইপিকাক)। এতে খিদের উদ্রেক হয়। অতিভোজনের আধঘন্টা পরে এর ব্যবহারে সহজে হজম হয়। এতে অনিদ্রাও দূরীভূত হয়। গর্ভাবস্থায় এরকম হলেও এতে উপকার দর্শে (ইপিকাক, ল্যাকটিক অ্যাসিড, এপমর্ফিয়া)।

সালফার ৩০, ২০০—খিদে না থাকা ও অতিখিদেতেও এর প্রয়োজন হয়, যদি পেটে, হাত পায়ের তালুতে মাথায় বা সারাশরীরে, গরম ও জ্বালা বোধ থাকে (নাক্সভোমে শীতভাব), মল সাদাটে ও দুর্গন্ধময় এবং ঠান্ডা জল পানে ও শীতলতায় উপশম বোধ হয়।

ক্যালকেরিয়া আর্স ৬, ৩০—শিশুদের খিদে না থাকার এটা একটি বহু পরীক্ষিত ওষুধ। গুরুপাক (আজে বাজে) দ্রব্য খেতে ভালোবাসে ও খায় কিন্তু সুখাবার (ভাত, রুটি ইত্যাদি) একটু খেতে চায় না। এটা রোজ ২/৩ বার, এক সপ্তাহ প্রয়োগে শিশুদের কিছুটা খিদে হবে।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

আরও ২/৩ সপ্তাহ প্রয়োগে স্বাভাবিক বা বেশি খিদে হবে।

কার্বোভেজ ৬, ৩০, ২০০—উপর পেটে (পাকস্থলিতে) অত্যধিক বায়ুর উৎপত্তি ও প্রকোপের কারণে ওটা ফুলে থাকে, যন্ত্রণা হয় এবং মাঝে মাঝে ঢেকুর (দুর্গন্ধযুক্তও হতে পারে) ওঠে, যাতে গলার সাময়িক উপশম হয়। এরকম হলে এটাই শ্রেষ্ঠ।

লাইকোপডিয়াম ৩০, ২০০—নীচের পেটে অত্যধিক বায়ুর উৎপত্তি ও প্রকোপের কারণে (বিশেষত বিকালে) ওতে ভাররোধ খিদে থাকে কিন্তু একটু খেলেই যেন পেট ভরে যায়; আর খেতে পারে না। এরকম হলে নাক্স ভোমের পরে সুফল পাওয়া যায়।

ইপিকাক ৬, ৩০—এতে বমিভাবই বেশি এবং বমি কম হয়। নাভির চারদিকে ব্যথা পিপাসা কম; বিশেষত গর্ভাবস্থায় এটা প্রযোজ্য।

অতিখিদে

এতে সাধারণত খুব কমই দেখা যায়। যকৃৎ বা ক্রিমিদোষে এটা হতে পারে।

সিনা ৩০, ২০০— এতে অতিখিদেই বেশি দেখা যায়, তবে খিদে না থাকাও কোনও ক্ষেত্রে হতে পারে। মিষ্টি খাবারে দারুণ আগ্রহ; অনবরত খেতে চায়, কড়া মেজাজ, নাক খোঁটে ইত্যাদি ক্রিমি লক্ষণ বর্তমান থাকে।

চায়না ৩০, ২০০—অতি খিদে, খুব খায়, কিন্তু হজম হয় না, খাবার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে অজীর্ণ মলত্যাগ করে, খাবার পরেই (বিশেষত রাতে)। মলে অজীর্ণ খাবারবস্তু দেখা যায়।

সালফার ৩০, ২০০— এতে অতিখিদে অপেক্ষা খিদে না পাওয়া ভাব বেশি দেখা যায়। পাকস্থলিতে, মাথা ও হাতে পায়ের তালুতে গরম বা জ্বালা বোধ থাকলে এটাই কার্যকরী ওষুধ। রোগী খাবারবস্তু অপেক্ষা ঠান্ডা জলই বেশি খায়।

বমি

পাকস্থলিতে কোনও রকম প্রবাহ (আন্ত্রিক বা স্নায়বিক) হলে এটা দেখা দেয়। এর বহুবিধ ওষুধ আছে। অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি দেওয়া হল।

ইপিকাক ৬, ৩০—এতে বমি অপেক্ষা বমিভাব বা বমি করার ইচ্ছা বেশি। জলপিপাসা অতি সামান্য বা নেই (পালস, কিন্তু নাক্স ভোমে পিপাসা থাকে) নাভির চারদিকে ব্যথা এবং জিহ্বা প্রায় পরিষ্কার থাকে। এইরকম অবস্থায় অন্য কোনও ব্যথাতেও এটা প্রযোজ্য।

ফসফরাস ৬, ৩০—ঠান্ডা জলে বা অন্য পানীয়ে অত্যধিক পিপাসা কিন্তু পান করলে একটু পরেই বমি হয়, একটুও পাকস্থলিতে থাকে না। অস্থিরতা ও জিহ্বা অপরিষ্কার, সাদা। এতে বমি বন্ধ হবে এবং যে কোনও ব্যথায় এরকম অবস্থা প্রযোজ্য।

পালসেটিলা ৬, ৩০—অতিরিক্ত বা একটু বেশি মাছ, মাংস, তৈলাক্ত বা চর্বিজাতীয় খাবার খাওয়ার পর বা যাদের ওটা সহ্য হয় না, তারা খেলে যদি বমি উদরাময় পেটে ব্যথা যেকোনও রকম অসুস্থতা হয় তবে এতেই সুস্থ হবে। পেটে যন্ত্রণার সঙ্গে শীতভাব থাকে (নাক্স ভোম)।

www.fb.com/shifakhana

www.shifakhana.com

আইরিস ভার্স ৬, ৩০—গলা বুক জ্বালা করে বমি হলে এটাই প্রযোজ্য। এতে অতিরিক্ত অম্লের কারণে মাথা ধরা, গলা বুক জ্বালা হয়। বমি হলে উপশম বোধ হয়।

এন্ট্রিম ক্রড ৬, ৩০—জিহ্বা সাদা ও খরের মতো লোপাকৃত হলে, যে কোনও ব্যথায় এটাই প্রয়োগ হয়।

পাকস্থলিতে ব্যথা

বহুদিন যাবৎ অতিরিক্ত অম্ল বায়ু, পাকস্থলিতে ব্যথা প্রভৃতিতে ভুগতে ভুগতে এই রোগের উৎপত্তি হয়। অনেকক্ষেত্রে কাল রং এর মল (পচারক্ত) ও বমি হতে পারে। পরে তাজা রক্ত বমি দেখা দেয়। কোনও রকম চর্মপীড়া (দাদ, একজিমা প্রভৃতি) চাপা পড়ে সাধারণত এই রোগে কারণ হয়। ওইরকম চর্মপীড়া কোনও রকম মলমে বা ইনজেকশন দ্বারা চাপা দিলে অতিশীঘ্র উপরোক্ত ভাবে ক্রমশ এই রোগের প্রকাশ হয়। কয়েকটি ওষুধ নীচে দেওয়া হল।

এনাকার্ডিয়াম ৬, ৩০, ২০০—পাকস্থলিতে অস্বস্তি যন্ত্রণা প্রভৃতি কিছু খেলেই কমে যায় (পেট্রোলিয়াম) দু এক ঘন্টা পরে পুনরায় হয় এবং পুনরায় কিছু খেলে কমে যায়, এরকম হলে এর প্রয়োগ বিধেয়। চর্মপীড়া চাপা পড়ে এরকম হলে এর প্রয়োগে ওটা চর্মে প্রকাশ পাবে (সালফার জিঙ্ক, কুপ্রাম মেট) এর স্মৃতিশক্তি হ্রাস, আত্মবিশ্বাস হানি প্রভৃতি মানসিক লক্ষণ ক্রমশ প্রকাশ পায়।

ব্রায়োনিয়া ৬, ৩০, ২০০—কিছু খেলেই পাকস্থলিতে যন্ত্রণা করে (এবিজ নাইগ্রা আর্স, আর্জেন্টাম নাই, কলোসিন্থ)। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, জিহ্বা অপরিষ্কার, সাদা লেপাবৃত (অগ্রভাগ পর্যন্ত)।

আর্জেন্টাম, নাইট্রিকাম ৬, ৩০, ২০০—যারা অত্যধিক পরিমাণে মিষ্টি (গুড়, চিনি প্রভৃতি) খায় অথবা আগে খেয়েছে এবং ওটা খাবার প্রবল আগ্রহ (সিনা, সালফার) তাদের ব্যথা এতে উপশম হবে। এতে পাকস্থলিতে ব্যথাকালীন কিছু খেলে ওই ব্যথা বেশি হয় (ব্রাইও), ভুক্ত দ্রব্য মুখে উঠে আসে (এন্টিম ক্রড, ফস, ফেরাম) এবং কিছু খেলেই যেন ওটা বায়ুতে পরিণত হয়ে ব্যথার বৃদ্ধি হয় (কোলিকার্ব)।

ফসফরাস ৬, ৩০—শীর্ণ, লম্বা, রোগী, যারা শীতলতা ও ঠান্ডা জল পানে ব্যথার উপশম বোধ করে (আর্সেনিক উষ্ণ জলপানে আরাম বোধ) কিন্তু একটু পরেই সমস্তই বমি হয়ে যায়; একটুও পাকস্থলিতে থাকে না। হাতে পায়ের তালুতে নানা স্থানে (পাকস্থলিতেও) জ্বালা করে (সালফার)। কিছুই পাকস্থলিতে থাকে না; যাই খায়, বমি করবেই। অসহ্য বমিরোগে এটাই প্রধানতম ওষুধ।

আর্সেনিক অ্যালবা ৬, ৩০, ২০০—পাকস্থলিতে জ্বালাকর যন্ত্রণা, উষ্ণ পানীয়ে উপশম। বমি ও মলের পরিমাণ অল্প, কিন্তু অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

ক্যাডমিয়াম সালফ ৬, ৩০—বমি ভাব ও বমি অতিরিক্ত হলে কিছুই খেতে মন চায় না। মনে হয় রোগী না খেয়ে নিশ্চয়ই মারা যাবে। এরকম হলে এতেই রক্ষা পাবে। পাকস্থলিতে জ্বালাকর যন্ত্রণা, কিছু খেলে (খেতে পারলে) উপশম, কিন্তু কষ্টকর বমি হবার ভয়ে কিছুই

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

খেতে পারে না। এতে কালচে বমি হতে পারে।

লেপট্যান্ড্রা ৬, ৩০—কালচে বা কালো রঙের মল (যা প্রায়শ পচারক্ত হতে উৎপন্ন হয়) হলে এতে সাধারণত উপশম হয়।

এবিজ নায়গ্রা ৬, ৩০ — যা খায় সবই যেন বুকের গোড়ায় জমা হয়ে (বা এসে) যন্ত্রণা দেয়, এজন্য খেতে ভয় হয় এইরকম হলে পাকস্থলির বহুবিধ ব্যথা। এতে উপশম হবে। (ল্যাকটিক অ্যাসিডে পাকস্থলিতে যেন শক্ত পদার্থের মতো জমাট হয়ে যন্ত্রণা হয়। চায়নাতে বুকের মধ্যস্থল হতে গলা পর্যন্ত কিছু খেলেই যেন গলায় গলায় এরকম হয়)।

আর্নিথোগেলাম ৬, ৩০—কিছু খেলে পাকস্থলিতে (উপরিভাগ) যন্ত্রণা হয় (পাকস্থলি ক্ষতে) অথবা খাবার ২/৩ ঘণ্টা পরে (ডুওডিনাম ক্ষত হলে) পাকস্থলির নীচের অংশে যন্ত্রণা হলে এর প্রয়োগ বিধেয়, এজন্য খেতে ভয় হয়। (পেটে জ্বালা ও ঠোঁটের ডানকোণে ক্ষত হলে কনডুরেঙ্গো উপযোগী)।

বিঃ দ্রঃ —পাকস্থলি হতে রক্ত বমি অথবা রক্ত মল সাধারণত কালচে বা কালো রঙের হয় এবং ফুসফুস হতে রক্তস্রাব লাল রঙের হয়ে থাকে।

কোষ্ঠবদ্ধতা

এটা সাধারণত জটিল বা চাপা আমাশয় রোগ হতে উৎপন্ন হয়। যকৃতের পিত্ত নিঃসরণ কম হলে এবং অন্ত্রের শ্লেষ্মা বা আম শুকিয়ে যে অন্ত্রের ক্রিমি গতির ব্যাঘাতের কারণে মল বের হতে পারে না। এজন্য অন্ত্র মধ্যে খাদ্যবস্তু নিয়মিত চলাচল করতে না পেরে পচতে থাকে ও দূষিত বায়ুর উৎপত্তি হয়ে ক্রমাগত পাকস্থলিতে বুকে, হৃৎপিণ্ডে চাপবোধ ও ব্যথা অনুভূত হয়ে ক্রমশ ব্লাডপ্রেসার, পাকাশয়ের ক্ষত, হৃৎপিণ্ডের ব্যথা, অম্লরোগ প্রভৃতি অনেক রকম ব্যথার উৎপত্তি হয়। নীচে অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটা ওষুধ দেওয়া হল।

নাক্সভোম ৬, ৩০, ২০০—অবিরত মলত্যাগের ইচ্ছা কিন্তু অতি অল্প পরিমাণে মলত্যাগ হলে আরও বেগ ও পেটে অস্বস্তি থাকে না। এই অবস্থা ক্রমাগত হলে এটাই প্রযোজ্য।

ব্রায়োনিয়া ৬, ৩০, ২০০—মলত্যাগের ইচ্ছা বা বেগ অতি সামান্য বা না থাকলে এটা কার্যকরী। এর মল শুষ্ক, শক্ত এবং অতিশয় (লম্বা), অতি কষ্টে কোনও সময় বা ২/১ দিন অন্তর হয়।

ম্যাগমিউর ৩০, ২০০—(রোজ একবার, তিন দিন) ছাগলের মলের মতো বড়ি বড়ি এবং ভাঙা ভাঙা মল হলে এটাই শ্রেষ্ঠ (ওপিয়াম প্লাম্বাম, চেলিডো, থুজা)।

অ্যালুমিনা ৩০, ২০০—নরম মল তবুও অতিকষ্টে খুব অল্প পরিমাণ হয় (চায়না) কোনও বেগ নাই। শিশুদের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। মলদ্বারে পানের বোঁটা ইত্যাদি দিয়ে পায়খানা করাতে হয়। তাতেও হতে চায়না। উচ্ছেপাতার রস (২/৩ ফোঁটা) স্তনদুগ্ধের সঙ্গে রোজ একবার খেলে শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

ওপিয়াম ৬,৩০—এতেও ম্যাগমিউর এর মতো মলত্যাগে অনিচ্ছা ও বড়ি বড়ি মল হয় কিন্তু মলের রং কালচে বা কালো হয়। ৩/৪ দিনের মধ্যে কোনই বেগ হয় না। পেটে অত্যধিক বায়ু জমে, পরে শরীরে খুব ঘাম হয়।

www.fb.com/shifakhana

www.shifakhana.com

প্লামবাম মেট ৬, ৩০—এতেও বড়ি বড়ি মল হতে পারে, তবে পেটে যেন পিছনের শিরদাঁড়ার দিকে টানছে, এরকম পেট ব্যথা থাকলে এটাই প্রকৃত ওষুধ।

সাইলিশিয়া ৩০, ২০০—এতে মলত্যাগের ইচ্ছা থাকে কিন্তু শক্ত মল মলদ্বারে এসে পুনরায় ভিতরে চলে যায়। এরকম হলে এটা বিশেষ ফলপ্রদ (থুজা)।

কেলিবাইক্রম ৬, ৩০, ২০০—অত্যধিক উষ্ণতার জন্য অন্ত্রের আম বা কফ (জটিল আমাশয় কারণে) এবং মল শুকিয়ে ওটা (কফ) ঘন আঠার মতো (কখনও দড়ির মতো) হয়ে অন্ত্রে আটকে সাধারণত কোষ্ঠবদ্ধতা হয়। সুতরাং প্রায় সবক্ষেত্রেই এর দ্বারা উপকার হবে। এর মল হলুদ বর্ণের।

গ্রাফাইটিস ৩০, ২০০—শক্ত মলের উপরের ভাগে আতা ফলের মতো শক্ত বড়ি বড়িও কফ বা আমে আবৃত থাকলে এই ওষুধ প্রযোজ্য। রোগীতে এর ভেজা চর্মপীড়া থাকতে পারে ও স্থলাকৃতির হলে ভালো হয়।

অর্শ, ভগন্দর বা ফিস্টুলা প্রভৃতি রোগ

রাত জাগা, অনিয়মিত ও অতিরিক্ত ঝাল মশলাযুক্ত খাবার ক্রমাগত খেলে প্রভৃতিতে যকৃৎ বা লিভার সঠিক কাজ করতে পারে না এবং ক্রমশ এই যন্ত্রণাদায়ক রোগের উৎপত্তি হয়। প্রচুর পরিমাণে জল, শশা, পেঁপে প্রভৃতি ফল, শাক সবজি ও রাতে রুটি খেলে প্রভৃতি করলে কোষ্ঠকাঠিন্য ক্রমশ কমে যাবে এবং এই রোগের আর বৃদ্ধি হবে না। নিম্নলিখিত ওষুধগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। মলদ্বার ফেটে রক্তস্রাব হয় এবং স্রাবহীন কিন্তু যন্ত্রণাদায়ক এইরকম ও হতে পারে। ক্রমশ মলদ্বারে নালি ঘা উৎপন্ন হয়।

সালফার ৩০, এবং **নাক্স ভোম** ৩০—সকালে সালফার ৩০ সন্ধ্যায় নাক্স ভোম ৩০ ৩/৪ দিন বা এক সপ্তাহ খেলেই এইসব রোগের দারুণ উপকার হবেই। মলদ্বার ফেটে ও হেজে রক্তপড়া, জ্বালা, যন্ত্রণা প্রভৃতি ক্রমশ প্রতিদিন ভালো হয়ে উপশম হবে।

পেট্রোলিয়াম ২০০—কোনও স্থান ফেটে বা চিরে রক্ত বা রস পড়লে (গ্রাফাইটিস) এতে প্রায় সবক্ষেত্রে উপকার হয়। এজন্য অর্শ বা কোনও কারণে মলদ্বার হতে রক্ত পড়লে, ২০০ শক্তি ২/১ মাত্রা (রোজ ১ বার) খেলেই ২/১ দিনের মধ্যে রক্ত রোধ হতে দেখা যায়। পেটে বায়ুর প্রকোপও এটা দ্বারা উপশম হয়। রক্ত রোধের এটা শ্রেষ্ঠ ওষুধ।

নাইট্রিক অ্যাসিড ৩০, ২০০—রক্তস্রাবযুক্ত বা স্রাবহীন যে কোনও অর্শ ও মলদ্বারের যে কোনও রোগে অতিরিক্ত জ্বালা ও মাঝে মাঝে সুচ ফোটান যন্ত্রণা মলত্যাগের পরে অনেকক্ষণ থাকে, এজন্য রোগী ছটফটও করতে পারে এইরকম হলে, এটা খুবই কার্যকরী ওষুধ।

এলোজ ৬, ৩০, ২০০—আমাশয়, অর্শ, কোষ্ঠকাঠিন্যে বহুদিন ভুগে অনেক ক্ষেত্রে মলদ্বারে চতুর্দিক নরম আঙুর ফলের মতো গুটি হলে এবং ওই স্থানের জ্বালা ঠান্ডা উপশম হলে এই ওষুধ প্রযোজ্য।

ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা ১২x (পাউডার) ৩০,২০০—মলদ্বারে শক্ত গুটি হলে রক্তপড়া ও জ্বালার উপশম হবার পরে এর প্রয়োগে, ওই গুটি ক্রমশ নরম হয়ে ধীরে ধীরে উপশম

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

হবে। মলদ্বার ফেটে রক্ত পড়লেও এটা প্রযোজ্য (পেট্রোলিয়াম ২০০, রোজ একবার পরপর দু'দিন সেবনে সবক্ষেত্রেই ওই রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে)।

সাইলিসিয়া ২০০, ১০০০—মলদ্বারে বা ভিতরে সবরকম নালিঘা বা ফিস্টুলা প্রভৃতি হলে এটাই শ্রেষ্ঠ (এর পরে থুজা, উচ্চশক্তি প্রদেয়)। এটা দূষিত পুঁজ রক্ত প্রভৃতি বের করে নতুন মাংস গজিয়ে ওই স্থান উপশম করবে। মলদ্বারে শক্ত মাংসপিণ্ড থাকলেও এটা ক্রমশ দূরীভূত করে (ক্যালকেরিয়া ফ্লু)।

র‍্যাটালিয়া ৬, ৩০—মলদ্বার ফাটা, রক্তপড়া, জ্বালা ও মলদ্বারে গুঁড়ো ক্রিমি—যন্ত্রণা প্রভৃতি থাকলে, এতেও উপকার হয়।

হারিশ বা মলদ্বার বের হওয়া

আমাশয়, কোষ্ঠ্যকাঠিন্য প্রভৃতি রোগে বহুবার মলত্যাগ করতে করতে, যা অত্যধিক কোঁথানিসহ মলত্যাগে মলদ্বার বা হারিশ বের হতে পারে। ওটা উপরদিকে না চাপলে সহজে ভিতরে প্রবেশ করে না।

মার্ককর ৩০, ২০০—যারা প্রায়ই বহুদিন আমাশয় রোগে ভোগে তাদের পক্ষে উপযোগী। আমাশয়ে বহুদিন অসহ্য কোঁথানির জন্য এরকম হতে পারে।

রুটা ৩০, ২০০—উপরোক্ত আমাশয়ের কারণে এইরকম রোগের বহু পুরাণ ক্ষেত্রে এই ওষুধ প্রযোজ্য।

ইগ্নেশিয়া ৩০, ২০০—শিশুদের পক্ষে এই রোগে এটা বিশেষ কার্যকরী (প্রমাণিত)। এজন্য শিশু মলত্যাগ করতে ভয় পায়। মলদ্বারের যে কোনও সূচিবিদ্ধবৎ ঊর্ধ্বমুখী যন্ত্রণা মলত্যাগের পর বহুক্ষণ হলে এই ওষুধ ও নাইট্রিক অ্যাসিড, এবং জরায়ুতে ওইরকম যন্ত্রণায় সিপিয়া প্রযোজ্য।

মিউরিয়েটিক অ্যাসিড ৬, ৩০—এই রোগে এটাও অতি উৎকৃষ্ট ওষুধ। মল তরল হলে, এমনকী প্রস্রাব করতে বসলেও হারিশ বের হয়ে পড়ে এজন্য মলদ্বার হাত দ্বারা চেপে রাখতে হয় (পোডোফাইলাস)।

যকৃৎ (লিভার) পীড়া

বহুদিন যাবৎ অসময়ে অনিয়মিত, অতিরিক্ত, অখাবার গুরুপাক অথবা অতিরিক্ত মদ্যপান প্রভৃতি খাবার কারণে ক্রমশ এর স্বাভাবিক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত হয়ে বেশিক্ষেত্রে এর বৃদ্ধি হয় অথবা এটা শুকিয়ে যায় (সিরোসিস)। এজন্য (১) প্রথমাবস্থায় ওতে যন্ত্রণা হয় অথবা ওই স্থান চাপলে ব্যথা অনুভব হয়। (২) কমলা বা ন্যাবা (জন্ডিস) রোগ হয়। (৩) পিত্তপাথুরি (গলস্টোন) রোগ প্রভৃতি এমনকী ক্যান্সার রোগও হতে পারে। নিয়মিত অত্যধিক জল পান করলে এর অনেক রকম পীড়া হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। যকৃৎ রক্ত তৈরি করে এবং অনেকাংশে পরিষ্কার করে। এটা শরীরের সববৃহৎ গ্রন্থি বা গ্ল্যান্ড, যা দক্ষিণ ও বাম দুই স্তরে বিভক্ত। বাঁ স্তর অগ্রকড়ার নীচু পর্যন্ত বিস্তৃত।

www.fb.com/shifakhana

www.shifakhana.com

(১) যকৃৎ বেদনা — কার্ডুয়াস মেরীয়ানাস Q, ৩০, ২০০ — যকৃৎ স্থান (দক্ষিণ পাঁজরার নীচে বুকের মধ্যস্থল অগ্রকড়ার নিম্নস্থল পর্যন্ত) চাপলে বিশেষত বাস্তবে (অগ্রকড়ার দিকে) যদি ব্যথা অনুভব হয় (যা কমবেশী অনেকেরই তরুণ বা জটিল ভাবে দেখা যায়) এর প্রয়োগে ঐ ব্যথা কমে যায়। যকৃতে যে কোন রকমের যন্ত্রণা রোগে এতে উপকার হবে।

ব্রায়োনিয়া ৬, ৩০, ২০০—শ্বাস নিলে যকৃৎ স্থানে, এমনকী সমস্ত পাঁজরার নীচের অংশে ব্যথা অনুভব হলে এবং ওই স্থানে চেপে ধরে শ্বাস নিলে কম ব্যথা হলে এই ওষুধে উপকার হবে। এর কোষ্ঠবদ্ধতা লক্ষণীয়।

সালফার ৩০, ২০০—যকৃৎ স্থানে ভারী, অসাড় এবং পেটে বিশেষত যকৃৎস্থানে গরম বা জ্বালাবোধ করলে এর প্রয়োজন হয়। এর মাথা ও হাতপায়ের তালুতে গরম বা লক্ষণীয়। এর মল সাদাটে ও দুর্গন্ধযুক্ত।

লাইকোপডিয়াম ৩০, ২০০—সবরকম উপসর্গ, বিশেষত নীচের পেটে বায়ুর প্রকোপ বিকেল ৪টের পরে বেশি হলে এটাই প্রযোজ্য। এর খিদে না পাওয়া বা খিদে আছে কিন্তু অল্প খেলেই যেন পেট ভরে যায় এইরকম লক্ষণীয়।

আইরিস ভার্স ৩০, ২০০—গলা বুক জ্বালাসহ অম্লাধিক্য থাকলে যকৃৎ বা পাকস্থলির যে কোনও রকম রোগে এটাই প্রযোজ্য।

চেলিডোনিয়াম Q, ৩x, ৩, ৬, ৩০—যকৃৎ স্থানে ব্যথাসহ দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নীচে মাঝে মাঝে ব্যথা বোধ হলে এই ওষুধ প্রয়োজনীয়। খুব গরম চা ও খাবার অন্যাপেক্ষা অতিসত্বর খেলে এই ওষুধের একটি বিশেষ লক্ষণ, যেহেতু রোগী খুব গরম খাবার ভালোবাসে।

দ্রষ্টব্য : যকৃৎ ব্যথায় কার্বোভেজ চায়না, হাইড্রাসটিস, প্রভৃতি অনেক ওষুধ অন্যত্র দ্রষ্টব্য, কারণ অতি নির্দেশক লক্ষণ পেলে সেই ওষুধ প্রযোজ্য। শুকিয়ে গেলেও (সিরোসিস) উপরোক্ত ওষুধ লক্ষণানুযায়ী প্রযোজ্য।

কমলা বা ন্যাক (জন্ডিস) রোগ

অত্যাধিক ভাজা খাবার (নিমকি, সিঙ্গাড়া, চানাচুর প্রভৃতি) ডিম, অত্যধিক ঝাল, মশলা যুক্ত খাবার বহুদিন ধরে খেলে, রাত জাগা, কম পরিমাণ জল পান ইত্যাদি করলে প্রস্রাবের পরিমাণ ক্রমশ কমে যকৃতের বিকৃতি ও বিবৃদ্ধি হয়ে পিত্তনালি অবরোধের কারণে ওর পিত্ত ক্ষরণ পরিপাক যন্ত্রে না গিয়ে রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হতে থাকে। পিত্ত হলুদ বর্ণ। এজন্য রক্তের অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত জলীয় অংশ কিডনির ভিতর দিয়ে সূত্রাকারে ক্রমশ হলুদ বর্ণের হতে থাকে এবং মলে পিত্ত না থাকায় ওর রং সাদাটে হয়। তখনই কমলা রোগের সূচনা হতে থাকে। বেশিদিন এই রকম অবস্থা চললে চোখ হলুদ বর্ণ এবং তারপরে হাত পায়ের তালু এমনকী সারা শরীরে হলুদ বর্ণ দেখা দেয়, এতে ক্রমশ পিপাসা নিদ্রাহীনতা শিরোঘূর্ণন, অতিশয় দুর্বলতা, ও শিরঃপীড়া দেখা দেয় এবং সারা শরীর ক্রমশ অলস ও অবশ হয়ে রোগী সংজ্ঞাহীন হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নীচে বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি ওষুধ দেওয়া হল।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

রোগের কারণ : পিত্তপাথুরি পিত্তনালি অবরোধ।

চেলিডোনিয়াম Q, ৩x, ৩, ৩০—এর নীচের শক্তি (৩x, ৩) এই রোগের প্রথমাবস্থায় দীর্ঘদিন প্রয়োগ করলে মূত্রের রং ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে রোগীর উপশম হবে। অত্যধিক গরম পানীয় ও খাবার খাওয়ার লিপ্সা এই ওষুধের প্রধান লক্ষ্মণ। কেবলমাত্র এর দ্বারাই বহু রোগী উপশম হবে, তবে রোজ ২/৩ বার বহুদিন এর প্রয়োগ আবশ্যক (এতে দ্রুত বা সম্পূর্ণ আরোগ্য না হলে চায়না ২০০ প্রদেয়)।

কার্ডুয়াস মেরিয়ানাস Q, ৬, ৩০—চাপলে যকৃৎ স্থানে ব্যথা অনুভব হলে এর বহুদিন প্রয়োগে এইরোগ ক্রমশ উপশম হবে এবং যকৃৎ ব্যথা ক্রমশ দুরীভূত হবে। যকৃৎ ব্যথা এবং অন্যান্য যকৃৎ ব্যথাও এই ওষুধের বহুদিন প্রয়োগে ক্রমশ উপশম হয়।

চিয়োনেনথাস ৩x, ৬, ৩০—মল, মূত্র, চোখ, চর্ম প্রভৃতি সবকিছুই হলুদবর্ণের হলে এটা প্রয়োগ করা উচিত।

মার্কসল ৩০, ২০০—সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে প্রয়োজনীয় যদি সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মাযুক্ত মল ও এর কোঁথানি থাকে এবং জ্বরও থাকতে পারে।

চায়না ৬, ৩০—এই রোগে অনেকদিন ভুগে অত্যন্ত দুর্বল হলে এবং জ্বর না থাকলে রোজ ২/৩ বার করে ৭/৮ দিন প্রযোজ্য। এতে আশানুরূপ উপকার না হলে মার্কসল প্রদেয় (এইভাবে অনেক রোগী দ্রুত উপশম হয়েছে)। রোগের প্রথমাবস্থায় কেবলমাত্র চায়না ২০০ দ্বারা কিছু রোগী সুস্থ হয়েছে।

একোনাইট ৬, ৩০—রোগের প্রথমাবস্থায় জ্বর বেশি থাকলে এটাই প্রদেয়।

দ্রষ্টব্য : এই রোগের পুরাণ বা জটিল অবস্থায় (জ্বরও থাকতে পারে) মার্কসল ৩০, এবং নাক্স ভোম এবং পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করলে অনেক ক্ষেত্রেই উপশম লাভ হতে দেখে গিয়েছে। পেটে জ্বালাবোধ থাকলে আইরিস ভার্স অথবা সালফার প্রয়োজনীয় ওষুধ।

পিত্তপাথুরি (গলস্টোন)

□ **পিত্তকোষের ক্রিয়া** —এটা যকৃৎ হতে নির্গত পিত্ত জমা থাকবার স্থান বা একটি থলি বিশেষ। কখনো অতিরিক্ত খেলে ওটা হজম হতে অতিরিক্ত পিত্তের প্রয়োজন হয় যা উক্ত থলি হতে নির্গত হয়।

□ **পিত্তপাথুরি কী?** —যকৃৎ দোষে এর পিত্ত হতে, পিত্তকোষে তলানি বা থলি জমে এবং ওটা হতে ক্রমশ ছোট ছোট হলদেটে কঠিন বা শক্ত পদার্থের উৎপত্তি হয়ে বৃহত্তর পাথরে পরিণত হয়। খাবারবস্তু হজম হতে পিত্তের প্রয়োজন, কিন্তু খাবারনালিতে পিত্ত আসবার সময় উক্ত পিত্তের পাথুরি সরু পিত্তবাহী নালিতে আটকিয়ে গিয়ে অমানুষিক যন্ত্রণাদায়ক হয়। শরীরের চারিদিকে ওই যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ে।

অসহ্য যন্ত্রণা (কলিক) হলে

(১) **কার্ডুয়াস মেরিয়ানাস** (Q, ৬) ১৫/৩০ মিঃ অন্তর; কমলে ১/৩ ঘণ্টা অন্তর

www.fb.com/shifakhana

www.shifakhana.com

প্রদেয়। এটা কদাচিৎ ব্যর্থ হয়, যদি কিছু খেলে বা পান করলে অথবা যকৃৎ স্থানে চাপলে ব্যথা বৃদ্ধি হয়, ব্যথা পাকস্থলি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে (চেলিডো Q, ২-৪ ফোঁটা জলসহ ১৫ মিঃ অন্তর সেব্য। অসহ্য ব্যথাতে)।

(২) **চেলিডোনিয়াম** (Q, ৩x, ৩, ৬)— এতে যন্ত্রণা দক্ষিণ (ডান) স্কন্ধাস্থি ও পাকস্থলি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে (ট্যাবাকাম), যদি বমনে গরম খাবার বা পানীয় সেবনে ওই ব্যথার কিছু উপশম হয়।

(৩) **বার্বারিস** Q, ৬—এতে ওই ব্যথার উপশম বেশি ক্ষেত্রেই দেখা দেয়। (মূত্র পাথুরিতেও) ব্যথা থেকে থেকে আসে (বেলেডোনা), মূত্রে তলানিতে থাকে। (Q, জলসহ ১৫ মিঃ অন্তর সেব্য)।

(৪) **বেলেডোনা** ৩x, ৬, ৩০—এতে জ্বর, মাথায় যন্ত্রণা এবং যকৃৎ, স্থানে স্পর্শ কাতরতা থাকে, ব্যথা থেকে থেকে আসে এবং দপদপ করে।

(৫) **নাক্স ভোম** ৬, ৩০—ব্যথার সঙ্গে বমি ও মলমূত্রের বেগ ও শীতভাব থাকে। কোমরে কাপড় রাখতে চায় না।

(৬) **চায়না** ৬, ৩০—যকৃৎ স্থানে অত্যধিক স্পর্শ কাতরতা এবং ব্যথা মাঝে মাঝে আসে।

(৭) **ক্যালকেরিয়া কার্ব** ৩০, ২০০—সালফার দেহ, ব্যথার সময় অত্যধিক শীতভাব (পালস), ঘর্ম মোচড়ান ব্যথা সামনে ঝুকে পড়ে (কলোসিন্থ)।

দ্রষ্টব্য : — ব্যথার সময় নাক্সভোম ৩০ এবং বেলেডোনা ৩০ পর্যায়ক্রমে এক ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করলে অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়।

(৮) **কলোসিন্থ** ৬, ৩০—ব্যথার সময় পেট সজোরে চেপে ধরে উপুড় হয়ে থাকলে কিছুটা আরাম বোধ হলে প্রযোজ্য।

পুনরায় আর পাথুরি না জন্মে, এজন্য—চায়না ৬x, ৬ অথবা কার্ডুয়াস মেরি ৩x, ৬। এটা বহুদিন (অন্তত দু'মাস) ব্যবহার করতে হয়। উৎপন্ন পাথুরি গলিয়ে বের করতে বার্বারিস ৩x, ৬ চায়না, ৬x, ৬ অথবা কার্ডুয়াস মেরি ৩x, ৬ বহুদিন প্রয়োগ করতে হয়।

দ্রষ্টব্য : (১) চায়না, ৩০ রোজ দুই অথবা তিন বার পান করলে তৈরি পাথুরি দশ দিনের মধ্যে বের হয়ে যায়।

(২) উপযুক্ত খাবার খেলে চায়না ৬x, রোজ দু'বার পাঁচদিন, তারপর রোজ একবার দশদিন এবং একদিন অন্তর একবার, দশ মাত্রা সেবন করলে এইরোগ সমূলে দূরীভূত হয়।

(৩) অনেক ক্ষেত্রে, ক্যালকেরিয়া ফস, ৩০, ২০০, দু' চার মাত্রা। প্রয়োগে পুনরায় পাথুরি জন্মায় না, এবং তারপরে নেট্রামস সালফ, ৩০, ২০০ নিয়মিত প্রয়োগে আগে উৎপন্ন পাথুরি গলিয়ে বের করে দেয়। এইভাবেও অনেক ক্ষেত্রে উপশম লাভ হয়েছে।

অ্যাপেন্ডিসাইটিস

অ্যাপেন্ডিক্স :—তল পেটের ডানদিকে অবস্থিত মল নাড়িতে সংযুক্ত অতিরিক্ত অংশ

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

(টিকটিকির লেজ-এর মতো)। এর ভিতর মল প্রবেশ করে যখন বের হতে পারে না, তখ ওই স্থানে ব্যথা অনুভব হয়ে এই রোগের উৎপত্তি হয়। প্রথমাবস্থাতেই, যখন মাঝে মা অল্প ব্যথা হয়, তখনই ওষুধ সেবনে ওটা নির্মূল করতে হয়। নতুবা অবরুদ্ধ মল পচে স্থানে নিদারুণ ব্যথা হয়ে ওই ছোটো নালি ফেটে বিষাক্ত মল হতে মারাত্মক বিষক্রিয়া হ রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। ওই ব্যথা উপরিভাগেও ছড়াতে পারে। ওটা শল্য চিকিৎস কেটে দূরীভূত করলে কোনও ক্ষতি হয় না।

(১) বেলেডোনা ৬, ৩০—এই রোগে প্রথমাবস্থায় যখন উক্তস্থানে ব্যথা মাঝে মা হয় এবং চলে যায়, তখন রোজ ২/৩ মাত্রা সেবনে এই রোগ দূরীভূত হয় (পরীক্ষিত)।

(২) **প্লামবাম** মেট ৩০, ২০০—বড়ি বড়ি মলসহ দারুণ কোষ্ঠকাঠিন্য এবং ব্যথার সম ওর শিরদাঁড়ার দিকে টেনে ধরলে (তখন পেট নৌকার মতো দেখালে) এটা প্রযোজ্য।

দ্রষ্টব্য —উপশম বা সত্বর ব্যথা দূরীভূত না হলে অতি সত্বর শল্যদ্বারা ও দূরীকরণ অত্য আবশ্যক।

কোলাইটিস

এটা বৃহদন্ত্রের বা মলনালিতে জ্বালা। জটিল আমাশয় কারণে আয় বা শ্লেষ্মা মলনা শুকিয়ে কোষ্ঠবদ্ধতা সৃষ্টি করে এবং ওর ভিতরকার আবরণ হেজে ও ফুলে গিয়ে প্রথমাবস্থা নীচের পেটে প্রায় সর্বক্ষণ ব্যথা অনুভব হয়। ক্রমশ ওই স্থানে ক্ষত উৎপন্ন হয়ে মলের সঙ্গে রক্তপাত হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীভূত হলে ওটা ক্রমশ উপশম হয়।

এলোজ ৩০, ২০০— নিজে চেষ্টা করলে হয় না, কিন্তু তরল বা কঠিন মলে হঠাৎ নির্গম এবং কখনও পৃথক আম বা শ্লেষ্মা (এক ফোঁটা), দেখা গেলে, নীচের পেটে গরম বায়ু ঘিনঘিনে ব্যথা অনুভব হলে এই ওষুধ প্রযোজ্য।

এলিয়াম স্যাটাইভ ৬, ৩০—কোষ্ঠবদ্ধতাসহ নীচের পেটে (বাঁদিকে নিম্নগামী বৃহদান্ত্রে) প্রায় সর্বক্ষণ ব্যথা বোধ থাকলে এটাই কার্যকরী।

দ্রষ্টব্য :— মার্ক ডাল্সিস, ১x, ২ অথবা ৩ গ্রেণ তিন ঘণ্টা অন্তর দুই বা তিনবার প্রয়োগে কোষ্ঠ পরিষ্কার হবে এবং ওই ব্যথা দূরীভূত হয়।

জ্বর (নানাবিধ)

নানাবিধ কারণে শরীরের সাধারণ উত্তাপ বগলে ৯৭$\frac{১}{২}$° ফাঃ অথবা মুখে ৯৮$\frac{১}{২}$° ফাঃ হতে বেশি হলে জ্বর বলে। (১) সর্দিজ্বর (ইনফ্লুয়েঞ্জা), (২) পেট সংক্রান্ত : গ্যাসট্রিক এবং আন্ত্রিক (টাইফয়েড) জ্বর। (৩) বিষক্রিয়ার কারণে সেপটিক জ্বর। যে জ্বর বিরাম (ছেড়ে) হয়ে পুনরায় আসে তাকে সবিরাম (ইনটারমিটেন্ট) যেমন ম্যালেরিয়া এবং যা বিরাম হয় না কম বেশি হয় (যেমন টাইফয়েড) তাকে স্বল্প বিরাম (রেমিটেন্ট) জ্বর বলে।

(১) **সর্দিজ্বর, (ইনফ্লুয়েঞ্জা), একোনাইট** ৬, ৩০—বিশেষত শীতকালে ঠান্ডা হাওয়া বা শীতলতায় হঠাৎ সর্দি হলে অথবা শরীর ব্যথাসহ জ্বর হলে, প্রথমাবস্থায় এটা প্রয়োগ করলে

www.fb.com/shifakhana

www.shifakhana.com

সূচনাতেই উপশম হবে। এতে পিপাসা, ঘর্মহীনতা থাকে এবং রোগী নড়াচড়া (অস্থিরতা) করে। শীতকালীন হঠাৎ যে কোনও রোগে প্রথমাবস্থায় এটা প্রযোজ্য। কলেরা ভালো হবার মুখে যে জ্বর হয় তাও এতে উপশম হয়।

বেলেডোনা ৬, ৩০—রোগীর মাথা ব্যথায় যদি প্রবলতম হয়, অন্যস্থান অপেক্ষা মাথা খুব বেশি গরম এবং চোখ মুখ লাল হয়, রোগী নড়াচড়া করে না চুপ করে শুয়ে থাকে (অস্থিরতা নেই) আলো সহ্য হয় না, কিন্তু শিশু ঘুমাতে পারে না, একটু ঘুম আসলেই চমকে ওঠে। এতে পিপাসা ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে না এবং শরীরের আকৃত স্থানে ঘাম ভাবে থাকে। মল, তরল এবং শ্লেষ্মাযুক্ত হলেও প্রযোজ্য। জ্বর খুব বেশি (১০২°—১০৪°) হলে এবং এর সঙ্গে তড়কা হলেও এটাই উপশমকারী ওষুধ। এর জ্বর হঠাৎ আসে ও হঠাৎ চলে যায়। শিশুদের জ্বরে প্রায়ই এর প্রয়োজন হয়।

ব্রায়োনিয়া ৬, ৩০, ২০০—সর্দিজ্বরের দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন সর্দি শুকিয়ে গিয়ে শুকনো কাশি, কোষ্ঠবদ্ধতা, মাথা, বুকে ও শরীর ব্যথা একটু নড়লে বা কাশলে বৃদ্ধি হয়, এজন্য কাশিতে ভয় পায় বুকে চেপে ধরে থাকলে, ব্যথা স্থান চেপে ধরলে একটু কম মনে হয়। এজন্য রোগী চুপ করে শুয়ে থাকে এবং অনেকক্ষণ অন্তর বেশি জলের পিপাসা থাকে। প্রধানত গ্রীষ্মকালে এই ওষুধে বেশি উপকার হয়। এতে মুখে তিক্তস্বাদ ও প্রস্রাব লাল ও কম হয়।

রাসটক্স ৬, ৩০, ২০০—বর্ষাকালে অথবা জলে ভিজে সর্দি, কাশি, জ্বর শরীর ব্যথা বা কোনও রকম অসুখ হলে প্রথমত এর প্রয়োজন হয়, হাত, পা, কোমর প্রভৃতি স্থানে ব্যথা, শুলে, বসলে বা চুপ করে থাকলে বৃদ্ধি এবং নড়াচড়া বা চলাফেরা করলে ওই ব্যথার কিছু উপশম হলে এটাই প্রযোজ্য। এতে জলপিপাসা এবং মল তরল হবার প্রবণতা থাকে। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে না। এটা বেশি প্রয়োগ করবে না, তাতে সর্দি বেশি শুকিয়ে বেদনাদায়ক কাশি ও জ্বর বৃদ্ধি হবে। তখন ব্রায়োনিয়া প্রযোজ্য।

ভাস্কামারা ৬, ৩০, ২০০—যে কোনও ঋতু পরিবর্তনের সময় যখন দিনে গরম, রাতে ঠান্ডা গরমের জ্বর অথবা সর্দিজ্বর হয় এবং উপরোক্ত ৪/৫টি ওষুধের কোনটি হবে নির্ণয় করা কঠিন তখন এই ওষুধ দিলে উপশম লাভ হবে। সুতরাং সর্দি, কাশি বা জ্বর হলে প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় বিশেষ চিন্তা না করে এর প্রয়োগ বিধেয়। এতে অনেক ক্ষেত্রেই উপশম লাভ হবে। বেলেডোনার আগে বা পরে ওটা প্রয়োগ করতে নেই।

বেপটেসিয়া ৬, ৩০ —ভাস্কামারায় জ্বর না ছাড়লে অথবা জ্বর একদমে না ছেড়ে ওঠানামা করলে (অন্তত দু'বার) বুঝবে আন্ত্রিক রোগ (টাইফয়েড গ্রুপের) হয়েছে। তখন পেটের নানাবিধ উপসর্গ (তরল মল কোষ্ঠকাঠিন্য, যন্ত্রণা প্রভৃতি) দেখবে। জ্বর সকালে কম, দুপুরে বেশি, এই রকম বুঝলে এর প্রয়োগে কয়েক দিনের মধ্যে ধীরে ধীরে সেরে যাবে। এর সঙ্গে কাশি (টাইফয়েড নিউমোনিয়া) থাকলেও ওটা ক্রমশ উপশম হবে। এটা টাইফয়েড গ্রুপ জ্বরের বিশেষ প্রয়োজনীয় বিশ্বস্ত ওষুধ। এতে পিপাসা খুবই কম বা নেই। (বেলেডোনা)।

কেলিব্রহিক্রম ৬, ৩০, ২০০—এটা গলদেশের আঠার মতো হলদেটে সর্দি দূরীভূত করে।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

গলায় দড়ির মতো ঝুলতে থাকে, ফেলা মুশকিল, এরকম হলে এই ওষুধ প্রয়োজ্য। এ মাথা ব্যথা, গলাব্যথা, নাকবন্ধ, কাশি প্রভৃতি উপশম হয়। শুকনো সর্দিজ্বরে ব্রায়োনিয়ার ম এরও প্রয়োজন হয়।

এন্টিমটার্ট ৬, ৩০—বুকে ও গলদেশে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড় শব্দ থাকলে এটা শিশুর বৃদ্ধ মরণাপন্ন রোগীর উৎকৃষ্ট ওষুধ। এজন্য শিশু স্তন পান করতে পারে না। এর চোখমুখ ফো ভাব ও জিভে ময়লা থাকে। এটা চাপা হাম, বসন্ত এবং গলা ও বুকের সর্দি বের করে জ আরোগ্য করে।

হিপার সালফার ৩০, ২০০—পুরোনো বা পাকা সর্দি কাশিতে-এর প্রয়োজন হয়। এ ধাতুগত সর্দি কাশি নিরাময় করে। এটাও বুকের, গলা ও নাকে সর্দি বের করে দেয় (এন্টিমট না পারলে এটা কার্যকরী)। পুরোনো সর্দি কাশিতে-এর বিশেষ প্রয়োজন হয়। তরল সর্দি কা এবং নতুন জ্বরে এটা ক্ষতিকর।

এমন কার্ব ৬, ৩০, ২০০—নতুন বা পুরোনো সর্দি জ্বরে অথবা জ্বর সেরে গেলে স কাশিতে নাকবন্ধ থাকলে, এজন্য মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হলে এটা বিশেষ কার্যকরী ওষুধ এতে নাকবন্ধ গলাব্যথা প্রভৃতি উপশম হয়।

জেলসিমিয়াম ৩০, ২০০—অল্পজ্বর বা জ্বর হবার আগে অথবা সর্দি জ্বর সেরে গেলে যদি মাথা (বিশেষত পিছনের দিকে) ও সারাশরীর ভার বোধ, নড়াচড়া করতে ইচ্ছা করে না, পিপাসা খুব কম বা নেই, পায়খানা প্রায় ঠিক হয়, তবে এটা প্রযোজ্য।

দ্রষ্টব্য : কোনও রকম ঠান্ডা লেগে গলদেশ নাক টাবরা প্রভৃতি জ্বালা করলে স্যাঙ্গুনেরিয়া ৩০, ২০০—অথবা হাঁচি হতে থাকলে এবং ওর সঙ্গে নাক দিয়ে জল আসলে, নেট্রামমুর ৩০, ২০০ প্রয়োগ করলে ওই ঠান্ডা নষ্ট করে দেয়। যে কোনও প্রকার (বিশেষত রৌদ্রে ব আগুনের তাপে মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হলে, (গ্লানয়েন ৬, ৩০ দ্বারা ওটা এবং ওটার সঙ্গে বিবিধ রোগ উপশম হবে। সমস্ত জিহ্বা দারুণ সাদা ও পুরু (দুধের সরের মত) প্রলেপ থাকলে বিশেষত শিশুদের এন্টিম ক্রুড ৬, ৩০ যে কোনও রোগ উপশম করবে। বমি বেশি নয় কিন্তু বমিভাব বেশি, এইরকম হলে যে কোনও রোগ ইপিকাক ৬, দেবে। প্রতি শীতকালে যারা সর্দি, কাশি জ্বরে ভোগে শীতের আগে আর্সেনিক অ্যালবাম ২০০ দিলে আর ওইরকম ভুগবে না।

জিহ্বা

এবোনাইট—সাদা ময়লাবৃত। বেল, লাল বা কালচে লাল। ব্রাইয়োসাদা, ময়লাবৃত অগ্রভাগ পর্যন্ত তেতোস্বাদ। রাসটক্স সাদা ময়লাবৃত কিন্তু অগ্রভাগ ও কিনারা লাল। জেলস—বের করলে কাঁপে হলদেটে হলে কেলিবাই—শুষ্ক আঠাযুক্ত।

ম্যালেরিয়া জ্বর

রোজ অথবা একদিন অন্তর খুব শীত ও কেঁপে জ্বর হলে এটা হয়েছে বুঝবে।

www.fb.com/shifakhana

www.shifakhana.com

...—রেসোচিন বড়ি (কুইনাইন) সকালে ও সন্ধ্যায়, কিছু খাবার পর, রোজ, দু'বার তিন দিন সেবনে জ্বর ছেড়ে যায়। তারপর সাত দিন অন্তর একটি করে মোট দশটি বড়ি সেবনে ... জ্বর পুনরায় হবে না।

উদর সংক্রান্ত বা গ্যাসট্রিক জ্বর

☐ **গ্যাসট্রিক জ্বর** : গুরুপাক খাবার বা অতিভোজন বশত পাকস্থলিতে অথবা পেটে উপদাহের কারণে জ্বর হলে।

নাক্স ভোমিকা ৬, ৩০—অতিরিক্ত ঝালমশলা যুক্ত খাবার অসময়ে ও অনিয়মে খাবারের কারণে পেটে যন্ত্রণা, নিদ্রাহীনতা শীতভাব, খিদে না থাকা প্রভৃতি হলে এটা প্রযোজ্য। এতে বমি ভাব ও বার বার মলত্যাগের ইচ্ছা ও শীত ভাব থাকে।

পালসেটিলা ৬, ৩০—অতিরিক্ত মাছ, মাংস প্রভৃতি চর্বিযুক্ত, খাবার খেলে, বমি পাকস্থলি ও পেটে যন্ত্রণা হলে প্রযোজ্য। এতে পেটে যত যন্ত্রণা হবে শীতও তত বৃদ্ধি হবে। পিপাসা থাকে না।

ফসফরাস ৬, ৩০—সর্দি কাশি, জ্বর অথবা তরল মল, যাই হোক না কেন, যদি যা খায় বা পান করে একটু পরে সবটুকুই বমি হয়ে যায়, কিছুই পাকস্থলিতে থাকে না, ঠান্ডা জলের পিপাসা, অস্থিরতা এবং জিভে অল্প ময়লা থাকে, তবেই এটা প্রযোজ্য।

আন্ত্রিক জ্বর (টাইফয়েড জাতীয়)

যে জ্বর সাধারণত দু'বার ওঠানামা করে এবং পেটে গোলযোগ থাকে তাকে প্রধানত টাইফয়েড গ্রুপের জ্বর বলে।

বেপটেসিয়া ৬, ৩০—উপরোক্তরূপ জ্বর বুঝলে কালক্ষেপ না করে, মল সাধারণত তরল কিংবা কোষ্ঠবদ্ধতা হলেও জ্বরের প্রথম বা যে কোনও অবস্থায় এটা প্রয়োগ করলে দিনে দিনে ওটা কমে ৪/৫ দিনের মধ্যে নিরাময় হবে। এর মল, বেশিক্ষেত্রে তরলও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। মুখে দুর্গন্ধ, (অন্যান্য বিষয়ে আগে দেখ)। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ব্যথা ও মূত্র অল্প পরিমাণ ও ক্রমশ দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

আর্সেনিক অ্যালবাম ৩০, ২০০—এর জ্বর দিন রাতে বারোটার পর হতে বৃদ্ধি হতে থাকে। সকালে ও বিকালে কম থাকে। ঘন ঘন অল্প জলের পিপাসা, অস্থিরতা ও অতিশয় দুর্বলতা (বেপটেসিয়াতেও) এর প্রধান লক্ষণ। (এর সঙ্গে বিশেষত মাথার ঘাম থাকলে ক্যালকেরিয়া আর্স ২০০ প্রযোজ্য)।

রাসটক্স ৬, ৩০—এতে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে না, মূত্র দুর্গন্ধযুক্ত এবং অল্প পরিমাণ হয় না (বেপটেসিয়ার বিপরীত), অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ব্যথা, চুপ করে থাকলে ভিতরে কামড়ায়, এজন্য এ পাশ ও পাশ করে। এতে জলপিপাসা আছে জিভের চেহারা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

দ্রষ্টব্য :টাইফয়েড জ্বরের খারাপ অবস্থায় দুর্গন্ধ মলের সঙ্গে রক্ত থাকলে বা রক্তমল হলে নাইট্রিক অ্যাসিড ৩০ প্রদেয়। হাইওসায়েমাস ৩০ ২০০ যদি মৃদু বিকার দেখা দেয়।

www.youtube.com/shifakhana

বিড়বিড় করে কি যেন বলে। শূন্যে হাত বাড়িয়ে কি যেন ধরতে যায়। অশ্লীল কথা, গো অঙ্গা বের করতে চায়।

স্টামোনিয়াম ৩০, ২০০—তীব্র বিকার, বিছানায় থাকতে চায় না, দারুণ ছটফট করে কামড়াতে চায়। এরাম ট্রাইফিলিয়াম ৩০, ২০০—অনবরত নাক ঠোঁট এরকম খোঁটে যে বের হয়ে যায়, তবুও খোঁটে এইরকম যে কোনও প্রকার জ্বর সেরে যায়।

রক্ত বিষাক্ত জনিত সেপটিক জ্বর : —আর্সেনিক অ্যালবাম, ৩০, ২০০—পতন কার বা কোনও কারণে কেটে বা ছিঁড়ে গেলে এবং এর সঙ্গে জ্বর থাকলেও, এটা প্রয়োগ কর ওটা শুকিয়ে গিয়ে জ্বরও ভালো হয় (আর্নিকা ৬, ৩০ দেবার পরে ওটা দিতে হয়)।

পাইরোজেন ৩০, ২০০—প্রসবের পরে অনিয়মিত স্রাব (লোকিয়া) হঠাৎ শুকিয়ে গি জ্বর হলে এটাই শ্রেষ্ঠ। এতে জিভ খুব লাল, মুখে পচা দুর্গন্ধি, সারা শরীরে ব্যথা এবং পিপাস থাকে কিন্তু পান করবার কিছু পরেই সবটুকুই বমি হয়ে যায় (ফসফরাসের মতো)। বিষা ফোড়া, কার্বাঙ্কেল, ক্ষত প্রভৃতি হয়ে জ্বর হলেও এটা প্রযোজ্য (এচিনেসিয়া ৩x, ৩, ৬)

আর্নিকা ৩x, ৩০—পতনের কারণে অথবা কেটে বা ছিঁড়ে গেলে জ্বর হলে কেবলমা এতেই উপশম হয়। এরকম বিপদ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এটা দিলে অনেক ক্ষেত্রে রোগ আর বেশি হতে পারে না। অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম (হৈ চৈ, খেলাধুলো, দৌড়াদৌড়ি ইত্যাদি করে জ্বর হলে এতে দ্রুত উপশম হবে।

সিনা ৬, ৩০—অতিরিক্ত ক্রিমি জনিত বিষাক্ততার কারণে অতিরিক্ত জ্বর অনিয়মিত ভাবে হলে এটা দ্বারা ভালো হয়। এতে উগ্র মেজাজ নাক খোঁটা, ঘুমের ঘোরে দাঁত কাটা প্রভৃতি ক্রিমি লক্ষণ থাকে। শিশুদের অত্যধিক যে কোনও জ্বরে এটা প্রায়ই উপশমকারী ওষুধ।

দ্রষ্টব্য : সেপটিক জ্বরে নাড়িস্পন্দন এবং জ্বরের সমতা থাকে না। জ্বর অপেক্ষা ওই স্পন্দন বেশি দ্রুত হয়। সুস্থ অবস্থায় ওই স্পন্দন প্রতি মিনিটে ৭২ বার (শিশুদের ক্ষেত্রে বেশি ৮০/৯০ বার) সাধারণত থাকে। জ্বর হলে প্রতি ডিগ্রিতে ওটা ১০ বার বেশি হয় কিন্তু সেপটিক জ্বর হলে ওটা আরও দ্রুত হয়।

জননেন্দ্রিয়ের রোগ

একশিরা

অণ্ডকোষে জল সঞ্চিত হয়ে রোগটি দেখা দেয়। পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় রোগের বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

চিকিৎসা :**আর্নিকা** ৩ আঘাত লেগে এই রোগ হলে। পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় রোগও যন্ত্রণা বাড়লে **সিলিকা** ৬। রোগের প্রথম অবস্থায় **স্পঞ্জিয়া** ৩। **রডোডেন্ড্রন** ৩ বা **রাসটক্স** ৬ ডানদিকের অণ্ডকোষ আক্রান্ত হলে। **গ্রাফাইটিস** ৬ বা **পালসেটিলা** ৩ বাঁদিকের অণ্ডকোষ আক্রান্ত হলে।

ধ্বজভঙ্গ

এ রোগ হয় অতিরিক্ত শুক্রক্ষরণের জন্য। আঘাত লাগার কারণেও রোগটা হতে পারে। লিঙ্গের কোনও উত্তেজনা থাকে না বলে স্ত্রী সহবাসও সম্ভব হয় না।

চিকিৎসা : **সালফার** ৩০ বা **বিউফো** ৩০ বা **লাইকোপডিয়াম** ২০০ রোগটা অনেকদিনের পুরোনো হলে। **অ্যানাকার্ডিয়াম** ৬-২০০ হস্তমৈথুনের জন্য রোগ হলে। আর্নিকা আঘাত লেগে রোগ হলে। **অ্যাসিড ফস** ১ অতিরিক্ত স্ত্রী সঙ্গমের ফলে যদি রোগ হয়ে থাকে।

উপদংশ

রোগটা সংক্রামক। রোগগ্রস্থ ব্যক্তির সঙ্গে একত্রে বাস করলে রোগটা হয়। আবার বাবা-মা থেকে সন্তানের হয়। উপদংশ-বিষ শরীরে প্রবেশ করার ৭/৮ দিনের মধ্যে একটি ফুসকুড়ি বা লাল দাগ দেখা দেয়, চুলকাতে থাকে, চুলকালে ফুসকুড়ি গলে গিয়ে ঘা ও ঘায়ে পুঁজ দেখা যায়।

চিকিৎসা : **আরাম মেট** বা **নাইট্রিক অ্যাসিড** ৬ পারদের অপব্যবহার জনিত কারণ হলে। **সালফার** ৩০- উপদংশের যে কোনও প্রকার লক্ষণে। **মারকিউরিয়াস-সাল** ৬-উপদংশের উৎকৃষ্ট ওষুধ। **মারকিউরাস কর** ৬ আগের ওষুধটি ব্যর্থ হলে প্রয়োগ করতে হবে। আর্সেনিক ৬ ক্ষত যদি পচে যাবার উপক্রম হয়।

এইডস রোগ

রোগটা অত্যন্ত সংক্রামক। বড়ো বড়ো শহরে এ রোগের প্রকেপ ঘটতে দেখা যায় বেশি। একত্রে বাস ও মেলামেশার ফলে এ রোগের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। এইডস রোগের কুফল সুদূরপ্রসারীও হতে পারে, অর্থাৎ রোগটা বংশানুক্রমিক পর্যায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

চিকিৎসা : এ রোগের সর্বোৎকৃষ্ট ওষুধ—**মার্ক সল** ৬-৩০। অন্য ওষুধও ব্যবহার করা চলে—**থুজা ৬-৩০ অথবা হেমিডেসমাস** ইন্ডিকা θ।

অণ্ডকোষ বৃদ্ধি

গনোরিয়া উপদংশ প্রভৃতি রোগ হলে অণ্ডকোষ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অণ্ডকোষ বৃদ্ধি হলে প্রদাহ থাকে। অণ্ডকোষ বড় ও শক্ত হয়। লিঙ্গমুখ থেকে নির্গত হয় আঠার মতো জলীয় পদার্থ। অণ্ডকোষে পুঁজরক্তও জন্মে থাকে অনেক সময়।

চিকিৎসা : জ্বর বেশি হলে, রোগী খুব অস্থিরতা প্রকাশ করলে—**অ্যাকোন** ৩। রোগের প্রথম অবস্থায় —**পালস** ৩। অণ্ডকোষ লাল হয়ে ফুলে উঠলে, শক্ত হলে দুঃসহ ব্যথা থাকলে— **বেলেডোনা** ৩। উপদংশ জনিত কারণে অণ্ডকোষ বৃদ্ধি পেলে —**মার্ক বিন ৩x**। প্রমেহ জনিত কারণে অণ্ডকোষ বৃদ্ধি পেলে—**ক্লিমেটিস** ৩। অণ্ডকোষ বেশি বৃদ্ধি পেলে—**স্পঞ্জিয়া ২x**। অণ্ডকোষ বৃদ্ধি ও **ব্যথায়—অরাম-মেট** ৩০।

স্বপ্ন দোষ

যৌবনকালে এ রোগটি অনেকেরই হতে থাকে। স্বপ্নদোষ হলে শুক্রক্ষরণ ঘটে থাকে। রোগী স্বপ্ন দেখে ও স্বপ্নের মধ্যেই অর্থাৎ ঘুমোতে ঘুমোতে শুক্রক্ষরণ ঘটে যায়। এভাবে কিছুদিন চললে রোগী দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়ে। তখন কোনো নারীকে স্পর্শ করলেই রেতঃপাত হয়ে যায়।

চিকিৎসা : কোষ্ঠবদ্ধতা, দুর্বলতা, খাবারে অরুচি নারীকে স্পর্শ করলে অথবা নারীর কথা মনে হলেই কাম-ভাব জাগা প্রভৃতি লক্ষণে—**নাক্স ভোমিকা ৬-৩০**। শুক্রক্ষরণ যদি অতিরিক্ত হয় ও প্রচণ্ড দুর্বলতা দেখা দেয় তখন দিতে হবে—**চায়না ৬-৩০**। এক্ষেত্রে আর একটি ওষুধও দেওয়া চলে—**আসিড ফস**। অতিরিক্ত শুক্রক্ষরণের জন্য আরও একটি ওষুধে ভালো ফল পাওয়া যায় থুজা θ।

হস্তমৈথুন

আপন হস্ত দ্বার অনৈসর্গিক উপায়ে কাম চরিতার্থ করার নাম 'হস্তমৈথুন'। এতে কাম চরিতার্থ হয় বটে কিন্তু অতিরিক্ত হস্তমৈথুনের ফলে স্বপ্নদোষের কারণে শুক্রক্ষরণ, ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, ধ্বজভঙ্গ দোষ প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা : হস্তমৈথুনের ইচ্ছা দমনের উৎকৃষ্ট ওষুধ—**বেলিস পেরেনিস ৩**। হস্তমৈথুন ত্যাগের অন্য ওষুধ—**প্ল্যাটিনা ৬ (স্ত্রীলোকেদের জন্য), ক্যান্থারিস ৬ (পুরুষদের জন্য)**। উপরোক্ত যে কোনও একটি ওষুধ সেবনে হস্তমৈথুনের ইচ্ছা দমিত হয়ে থাকে।

স্ত্রীরোগ

ঋতু (স্বল্প, অনিয়মিত, বন্ধ)

পালসেটিলা ৬, ২০০, ১০০০—এটা সর্বজনবিদিত উৎকৃষ্ট ওষুধ। তবে এটার ঋতুস্রাব অনিয়মিত, নির্দিষ্ট ২৮ দিনের আগে বা পরে (বেশিক্ষেত্রে) এবং খুব অল্প পরিমাণ কালচে রং এর পেটে যন্ত্রণাসহ মাত্র ২/১ দিন প্রকাশ থাকে। অনেকক্ষেত্রে ঋতুস্রাব বন্ধকালীন শ্বেতপ্রদর দেখা দিলেও এটা প্রযোজ্য।

ফেরাম মেট ৬, ৩০, ২০০—রক্তশূন্যতার কারণে অনেকক্ষেত্রে ঋতুরোধ হয়। চোখমুখ ও সারা শরীর ফ্যাকাসে ও শীর্ণ হয়ে পড়ে। তখন, এর ৬ শক্তি এবং পালস ৬ শক্তি পর্যায়ক্রমে রোজ ৩/৪ বার করে ৫/৭ দিন প্রয়োগে লুপ্ত ঋতু প্রকাশ হবে।

দ্রষ্টব্য : যৌন সংযোগ কারণে সন্তানসম্ভবা হলে উপরোক্ত ওষুধে ঋতু প্রকাশ না হলে বিলম্ব না করে গসিপিয়াম Q (মূল অরিষ্ট) ২ ড্রাম, ৪ আঃ জলসহ ১২ মাত্রায় ভাগ করে রোজ ৪ বার প্রয়োগ করলে যে কোনও কারণে এক দেড় মাসের বন্ধ ঋতু অনেকক্ষেত্রে প্রকাশ হয়। এর ২/৩ শিশিতে কাজ না হলে অস্ত্র চিকিৎসা বাঞ্ছনীয়।

ইউফ্রেসিয়া ৩০, ২০০—ঋতুস্রাব অতিশয় অল্প মাত্র একদিন (ব্যারাইটা কার্ব ২০০) এমনকী একঘণ্টা প্রকাশ হয়ে বন্ধ হলে এবং পালস ১০০০ দিয়েও উপকার না হলে এটা প্রযোজ্য।

ঋতু (প্রচুর, অগ্রে, যন্ত্রণাদায়ক)

স্যাবাইনা ৬, ৩০, ২০০—স্বল্প পরিমাণ ও যন্ত্রণাসহ ঋতুতে যেমন পালস, প্রযোজ্য, তেমনি অত্যধিক ও যন্ত্রণাময় ঋতুতে স্যাবা, ৬ (যন্ত্রণাকালীন) এবং ২০০ শক্তি (৪/৭ দিন অন্তর প্রযোজ্য। এর স্রাব, লাল ও ছোট বড় ঢেলাযুক্ত হয়। গর্ভপাতের আশঙ্কা অথবা যে কোনও কারণে উত্তরাপ যন্ত্রণাময় অত্যধিক স্রাবে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ ওষুধ। (ওই সময় উদরাময় হলে ভেরেট্রাম অ্যালবাম, কিন্তু বমি ও বমিভাব বেশি হলে, ইপিকাক দিতে হয়। অগ্রে যন্ত্রণাময় পরে স্রাব)।

মিলিফলিয়াম ৬, ৩০, ২০০—যন্ত্রণাহীন লালবর্ণের অতিরিক্ত স্রাবে এটাই সর্বাগ্রে প্রযোজ্য।

ভেরেট্রাম অ্যালবাম ৩০, ২০০ : অগ্রে প্রচুর স্রাব, ব্যথাসহ ওই সময় উদারময় দেখা দেয় এবং অতিশয়ে দুর্বলতা, ঘর্ম, একটু নড়লেই যেন মূর্ছা।

ফেরামফস ৬, ৩০—দুর্বল, রক্তাল্প রোগীর ফ্যাকাসে লালা, বা লালবর্ণের প্রচুর পরিমাণে যন্ত্রণাহীন যে কোনও স্রাবে এটাও উৎকৃষ্ট (মিলিফ, অপরাগ হলে)।

সিকেলি কর ৬, ৩০—প্রায় সারা মাস ঘরে মাঝে মাঝে স্বল্প স্রাব হলে, এটা উৎকৃষ্ট ওষুধ।

হেলোনিয়াম ৩০, ২০০—বহু আগে এমনকী প্রতিমাসে দু'বার, অতিরিক্ত ঋতুস্রাব হলে এটাই শ্রেষ্ঠ ওষুধ। গর্ভাবস্থায় প্রস্রাব ঘোলাটে (অ্যাম্বুমেনযুক্ত) হলে এতে উপশম হয়। এতে ঋতুকালীন স্তন ব্যথা দেখা দেয়।

আস্টিলেগো ৩x, ৬, ২০০—রজঃ নিবৃত্তিকালে অতিরিক্ত যে স্রাবে লাল, ঢেলাযুক্ত অথবা কালচে আঠাযুক্ত বহুদিন ব্যাপী হলে অনেক ক্ষেত্রে এতে উপশম হয়।

☐ **বাধার ব্যথা :**—নীচের পেটে অত্যধিক ব্যথা সহ স্বল্প স্রাব হলে পালস ৬ এবং অন্য সময়ে ১০০০ শক্তি অথবা বেশি স্রাব হলে স্যাবাইনা ৬, ৩০ এবং অন্যসময়ে ২০০ শক্তি প্রযোজ্য।

☐ **দ্রষ্টব্য ঃ**— অত্যধিক বমিভাব ও বমিসহ প্রচুর লাল স্রাবে ইপিকাক ৬, ৩০, ঘনঘন বমি, প্রস্রাব ও পায়খানা হলে নাক্স ভোম, ৬, ৩০, ওই সময় উদরাময় বা কলেরার মতো অবস্থা হলে ভেরেট্রাম অ্যালবাম, অথবা এমন কার্ব ৬, ৩০ প্রযোজ্য।

☐ **অনুকল্প রজ :** স্ত্রীলোক বিশেষত কুমারীদের ঋতুস্রাব কোনও কারণে বন্ধ হয়ে নাসিকা মলদ্বার অথবা মুখ দিয়ে (তখন মনে হয় যক্ষা হয়েছে) রক্তস্রাব হলে সবক্ষেত্রে সেনেসিও ৩, ৬ অথবা ফোরামফস ২x (বিচূর্ণ) ৬, ৩০ সবশ্রেষ্ঠ। নাক হকে স্রাব হলে ক্রোটেলাস হরাইডাস ৬, ৩০, ২০০ শক্তি ও অনেকক্ষেত্রে কার্যকরী।

শ্বেতপ্রদর (লিউকোরিয়া)

এটা স্ত্রী জননতন্ত্রীয়ের শ্লেষ্মা বা সর্দি বিশেষ। এটা স্ত্রীলোক বিশেষত কুমারী মেয়েদের

বর্তমান যুগে, বহুক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। এতে শরীর দিন দিন শুকিয়ে যায় এবং ক্রমশ জরায়ুতে ক্ষত উৎপন্ন হয়ে এমনকী ক্যানসার রোগেও পরিণত হতে পারে।

সিপিয়া ৩০, ২০০—প্রায় সবক্ষেত্রে এটার শ্রেষ্ঠ ওষুধ, বিশেষত ঋতুর আগে হলে বা বেশি হলে। শীর্ণ দেহ, বয়স্ক কোষ্ঠবদ্ধতা, জরায়ু নিম্নগামী, যোনিতে চুলকানি ইত্যাদি থাকলে ভালো হয়। শুভ্র বা হলুদ বর্ণের প্রচুর স্রাব জলীয় বা যে কোনো রকমের।

ন্যট্রাম মিউর ২০০, ১০০০—কৃশ স্ত্রীলোকের জলের মতো হাজাকর স্রাবে উৎকৃষ্ট।

ক্রিয়োজোট ৩০, ২০০—দুর্গন্ধযুক্ত হাজা বা ক্ষতকারী ব্যথাযুক্ত বিশেষত ঋতুর পরে হলে বা বেশি হলে। এটা জরায়ু ক্ষতের শ্রেষ্ঠ ওষুধ। যোনিতে অসহ্য চুলকানি মার্কসল দিয়ে না কমলে এটাই প্রযোজ্য।

গ্রাফাইটস ৩০, ২০০, ১০০০—স্থূলদেহী, বয়স্কা স্ত্রীলোকের, প্রচুর জলের মতো বিশেষত ঋতুর আগে এবং পরেও হলে বা বেশি হলে। এতে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে।

পালসেটিলা ৩০, ২০০, ১০০০—অল্পবয়স্কা, নম্র স্বভাব স্বল্প ঋতু ইত্যাদি থাকলে সর্বাগ্রে এটা প্রযোজ্য। হাজাহীন, শুভ্র বা হলুদ বর্ণের প্রচুর স্রাব। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে না ও প্রায় পিপাসাহীন।

মার্কসল ৩০, ২০০—গাঢ়, হলদে স্রাব অসহ্য চুলকানি, যোনিদেশ হেজে যায়, জিহ্বা ভিজা ও মাঝে মাঝে হেজে যায় ও আমাশয়ে ভোগে রাতে বৃদ্ধি বিশেষত স্বামী গনোরিয়া রোগগ্রস্থ হলে।

অ্যালুমিনা ৩০, ২০০—সাদা হলুদ ঋতুর আগে এবং পরে প্রচুর স্রাব এমনকী পা দিয়ে গড়িয়ে পড়ে (গ্রাফাই)। এর ঘর্মহীনতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা লক্ষণীয়।

বোরাক্স ৩০, ২০০—ডিমের লালার মতো, সাদা ও ঘন পেস্ট-এর মতো কিন্তু গরম ও প্রচুর যেন গরম জল পা দিয়ে গড়াচ্ছে, যোনিদ্বার ফুলে যায়। রোগীর উচুস্থানে উঠলে পড়ে যাবার ভয় থাকা বাঞ্ছনীয়।

ক্যালকেরিয়া ৬x (বিচূর্ণ) ৩০, ২০০—শীর্ণ দেহী কুমারীদের ডিমের লালা মতো স্বচ্ছ আঠালো স্রাব (ক্যালকোরিয়া কার্ব, স্থূলদেহীদের দুধের মতো সাদা অথবা ডিমের লালা মত)।

কেলিবাইক্রম ৩০, ২০০, ১০০০—হলদে অত্যন্ত আঠালো, সুতোর মতো ঝুলতে তাকে (হাইড্রাসটিস)।

হেলোনিয়াস ৩০, ২০০—যোনিতে সাদা (যেমন শিশুদের জিভেতে হয়) ক্ষতের উৎপত্তি সহ। এর প্রতিমাসে প্রায় দু'বার প্রচুর ঋতুস্রাব, জরায়ুর নিম্নগমন ও চুলকানিও থাকে।

সিফিলিনাম ২০০, ১০০০—জলের মতো প্রচুর স্রাব, রাতে বৃদ্ধি এবং অন্য কোনও ওষুধে না কমলে এটা প্রযোজ্য।

দ্রষ্টব্য : লাল রঙের মতো হলে নাইট্রিক অ্যাসিড। শিশুদের হলে কলোফাইলাম, পালস প্রস্রাবকালীন বা পরে হলে এমন মিউর, কালো রঙের হলে থ্যালাসপি চায়না প্রযোজ্য। গর্ভাবস্থায় হলে ককুলাস, সেপিয়া।

যোনির অন্যান্য উপসর্গ

যোনি বা জরায়ুতে ক্ষত ও মাঝে মাঝে সুচ ফোটানো যন্ত্রণা হলে এপিস মেল, নাইট্রিক অ্যাসিড। রক্ত পড়লে নাইট্রিক অ্যাসিড, ক্রিয়োজোট, জ্বালা হলে আর্সেনিক, ক্রিয়োজোট। যোনিতে অসহ্য স্পর্শকাতরতা থাকলে (এজন্য কিছুতেই সঙ্গম করতে চায় না) লাইসিন, কাফিয়া। সঙ্গমে যন্ত্রণা হলে লাইসিন, ক্রিয়োজোট। অত্যধিক সঙ্গমেচ্ছায় (পুরুষেরও) অরিগেনাম, স্তনব্যথায় ব্রায়োওনিয়া, ফাইটোলাক্কা, ইত্যাদি প্রযোজ্য।

গর্ভাবস্থায় পীড়া

□ **গর্ভের প্রথমাবস্থা :** এসময়ে বহুক্ষেত্রে অসহ্য বমিভাব, বমি, অম্লরোগ শিরোঘূর্ণন, অতিশয় খিদে না থাকা, দুর্বলতা প্রভৃতি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। গর্ভের ৩/৪ মাস হতে কমে আসে।

ল্যাকটিকঅ্যাসিড ৬, ৩০, ২০০—মুখ সর্বদাই টক। যখন যাই খায় তখনই মুখ টক হয়ে যায়। মুখে টক জল ওঠা ও টক বমি ও বমি ভাব প্রবল থাকলে বিশেষত রক্তাল্পতা (এনিমিক) এবং উদরাময়গ্রস্তদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। (এতে না হলে সোরিনাম, এপোমর্ফিয়া অথবা ট্যাবাকাম)।

ইপিকাক ৬, ৩০—বমি অপেক্ষা বমি ভাব (ওয়াক তোলা) প্রবল এবং নাভিস্থল ব্যথা (এর সঙ্গে মলমূত্র ত্যাগের ইচ্ছা প্রবল থাকলে নাক্স ভোম প্রদেয়) থাকলে, বিশেষত প্রাতঃকালীন বমনে (নাক্স) এটাই শ্রেষ্ঠ। এইরকম রোগীকে সবপ্রথমে ইপিকাক অথবা নাক্স ভোম দেওয়া উচিত। রাত্রিকালীন বমনে এবং ওর সঙ্গে পেটব্যথা ও উদরাময় থাকলে পালসেটিলা ৬, ৩০ দিতে হয়। এতে উপশম না হলে সালফার ২০০ একমাত্র প্রযোজ্য।

এপোমর্ফিয়া ৬, ৩০—অত্যধিক বমি ভাব, মাথাঘোরা, বুকজ্বালা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অনিদ্রা প্রভৃতি থাকলে এবং ল্যাকটিক অ্যাসিডে উপকার না হলে এটা প্রদেয়।

ট্যাবাকাম ৬, ৩০—কোন ওষুধে উপকার না হলে (সোরিনাম), সামান্য নড়াচড়ায় বমির উদ্রেক, মৃতবৎ মূর্ছার ভাব চোখ খুললেই অত্যধিক মাথাঘোরা ইত্যাদি হলে এই ওষুধ প্রয়োগ করবে।

ক্যাডিমিয়াম সালফ ৬, ৩০—খিদে আছে কিন্তু খাবার দেখলেই বমির উদ্রেক অথবা পেটে যন্ত্রণাসহ কষ্টকর বমি হবার ভয়ে কিছুই খেতে পারে না, এইরকম হলে এটা অব্যর্থ।

দ্রষ্টব্য : বমনে ভুক্তদ্রব্য না উঠে কেবলমাত্র জল বমি হলে ক্রিয়োজোট ৩০, পেটে সর্বদা জ্বালা, অত্যন্ত দুর্বলতা ও উদরাময় থাকলে আর্সেনিক, ৩০ প্রদেয়।

□ **গর্ভের মধ্যবস্থায় :** বমি ৩/৪ মাস পরে উপশম হয় কিন্তু কোনও ক্ষেত্রে নিম্নোদরে ব্যথাসহ প্রথমে জলীয় পদার্থ এবং পরে লালচে বা লাল স্রাব হতে থাকলে গর্ভপাতের আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন সম্পূর্ণ বিশ্রামসহ নিম্নোক্ত ওষুধ প্রদেয়।

গর্ভপাতের আশঙ্কাতে

স্যাবাইনা ৬, ৩০, ২০০—প্রথমাবস্থায়, বিশেষত তৃতীয় মাসে নিম্নোদরে অসহ্য ব্যথাসহ

ছোটোবড় ঢেলাযুক্ত জলীয় লাল রক্ত স্রাব প্রচুর পরিমাণে হলে বা ওইরকম হতে আরম্ভ হলে এটাই সবশ্রেষ্ঠ ওষুধ।

ইপিকাক ৬, ৩০—অত্যধিক লাল স্রাবসহ অত্যধিক বমি ভাব বা বমিভাব থাকলে এটাও কার্যকরী ওষুধ (স্যাবাইনাতে বমিভাব নেই)।

ডাইমানাম ও পুলাস ৬, ৩০—ঢেলাহীন ব্যথাযুক্ত প্রচুর লাল স্রাবে এবং গর্ভের তৃতীয় মাসের পরে গর্ভপাতের আশঙ্কায় এর প্রয়োজন হয়।

মিলিফোলিয়াম ৬, ৩০, ২০০—ঢেলাহীন ও ব্যথাহীন, প্রচুর লাল স্রাব হলে এটা কার্যকরী (ফেরাম ফস ৩০)।

ফেরাম ফস ৩০ —রক্তাল্প, ক্ষীণদেহীদের লাল স্রাবে (ব্যথাহীন ও ঢেলাহীন) এতে উপশম হয়েছে (মিলিফোলিয়ামে উপকার না হলে)। এতে জ্বরভাব ও মাথা ব্যথা থাকতে পারে।

বেলেডোনা ৬, ৩০—মাথা ব্যথাসহ জ্বর বা জ্বরভাব, প্রচুর পরিমাণে, লাল, গরম ও দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হলে, রক্তাধিক্য স্বাস্থ্যবতী রোগিনীদের পক্ষে উপযোগী।

দ্রষ্টব্য : গর্ভপাতগ্রস্ত (যাদের এইরকম হয়) রোগিনীদের সিফিলিনাম সি, এম শক্তি ২/১ মাস অন্তর ১ বার করে ২/৩ মাত্রা দিলে ওই দোষ নষ্ট হয়।

গর্ভাবস্থায় বিবিধ উপসর্গ

কাশি হলে কোনিয়াম ৩০, ২০০—শূলে বৃদ্ধি (হাইওসায়েমাস)। এর সঙ্গে মাথাঘোরা থাকলে এটাই শ্রেষ্ঠ। অত্যধিক হলে ড্রসেরা ৬, গর্ভস্থ সন্তানের অত্যধিক নাড়াচাড়া—সোরিনাম ২০০, ক্রোকাস, যুজা। একটু নড়াচড়া না করলে —আইরিস ভার্স, ৩০, ২০০ শ্রেষ্ঠ। প্রস্রাবের সঙ্গে অ্যালবুমেন থাকলে এপিস আর্স, কুপ্রাম আর্স হেলোনিয়াস।

❑ **সুপ্রসবের উপায়** : একটিয়া রসিমোসা (সিমিসিফিউগা) ৩০। প্রসবের আগে নবম বা দশম মাস হতে একদিন অন্তর একমাত্রা। প্রয়োগ করলে সহজে প্রসব হবে। কেলি ফস ৩x, বিচূর্ণ, দশম মাস হতে রোজ একবার উষ্ণজলসহ সেবন করলেও সুপ্রসব হবে।

❑ **প্রসব বেদনা উঠলে** : একটুও না থাকলে যদিও অল্পবিস্তর স্রাব হচ্ছে পালসেটিলা ৬, ৩০, ১৫ মিনিট অন্তর ২/৩ মাত্রা অথবা কেলিফস ৪x (বিচূর্ণ), উষ্ণ জলসহ ওইরকম ভাবে প্রয়োগ করলে অতিশীঘ্র ব্যথা এসে, সুপ্রসব হবে। জরায়ুর সন্তান মৃত হলে ৭/৮ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে।

❑ **অত্যল্প অনিয়মিত ব্যথা** : জরায়ুর দুর্বলতার কারণে অথবা জরায়ুর দ্বার (বড়) না খুললে (তখন পালসে, কাজ হয় না) অথবা শিশুর অস্বাভাবিক অবস্থানের কারণে প্রসবে বিলম্ব হলে —কলোফাইলাম ৩x, ৬, ৩ অথবা জেলসিমিয়াম ৩x, ৬, ৩, ৩০, ১৫ মিঃ অন্তর ৩/৪ বার প্রয়োগ করলে সুপ্রসব হবে।

দ্রষ্টব্য — সিকেলিকর— অত্যধিক ব্যথা অথচ প্রসবে বিলম্ব হলে এটাই শ্রেষ্ঠ ওষুধ। প্রসবের কষ্টে সবক্ষেত্রেই এটা কার্যকরী ওষুধ।

www.fb.com/shifakhana

প্রসবান্তিক (প্রসূতির) নানাবিধ রোগ

আর্নিকা ৬, ৩০—প্রসবের পরে পেট ও সারাশরীরে ব্যথা হয়। তখন এটা ৩ ঘণ্টা অন্তর ৪/৫ মাত্রা প্রদেয়। এর পরে চায়না ৬, ৩০ প্রয়োগ করলে দুর্বলতা দূর হবে।

সিকেলি কর ৬, ৩০—প্রসবের পরে ফুল পড়তে দেরি হলে অথবা লোকিয়া বা রক্তস্রাবে (গর্ভপাতের পরেও রক্ত বন্ধ না হলে এবং স্যাবাইনাতে উপকার না হলে)। এটাই শ্রেষ্ঠ ওষুধ।

সুতিকাজ্বর, উদরাময়, একালমেসিয়া ইত্যাদি

লোকিয়া স্রাব বন্ধ হয়ে জ্বর হলে বেলেডোনা শ্রেষ্ঠ। উদরাময়ের ওষুধ আগে বর্ণিত হয়েছে। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় (এক্লামেসিয়া) বেলেডোনা অথবা পাইরোজেন, ৩০, ২০০ শ্রেষ্ঠ।

❑ **স্তনে** : প্রদাহ হয়ে শক্ত হলে ব্রায়োনিয়া, ৩০, ২০০ অথবা ফাইটোলাক্কা ৩০, ২০০। দুধ অত্যধিক হয়ে কষ্ট হলে, ল্যাক ক্যানাইনাম ৩০, ২০০। দুধ অতিশয় অল্প হলে ল্যাকডিফ্লোরেটাম ৩০, ২০০। বোঁটায় ক্ষত ও ফেটে গেলে আর্সেনিক ৩০, ২০০ অথবা গ্রাফাইটিস ২০০, ১০০০ অধিকক্ষেত্রে উপশমকারী।

❑ **অন্যান্য স্ত্রীরোগ** : ওভেরী (ডিম্বাশয়) বা নিম্নোদরের ডাইনে বা বাঁয়ে, দুটি অবস্থিত ফুলে যন্ত্রণা হলে ডাইনের জন্য এপিস ৩০, ২০০ এবং বাঁয়ে হলে, লিলিয়াম টাই ২০০ অথবা ল্যাকেসিস এবং থুজা অধিকক্ষেত্রে উপযোগী।

❑ **সঙ্গমেচ্ছা** : প্রবল হলে অরিগেনাস ৩০, যোনিতে স্পর্শকাতরতার কারণে কিছুতেই সঙ্গম করতে না চাইলে—লাইসিন ২০০ কার্যকরী হয়েছে কোন ক্ষেত্রে কফিয়া ৩০, ২০০ কার্যকরী হতে পারে। সঙ্গমকালীন জরায়ুদ্বারে বা ভিতরে অন্য কোথাও যন্ত্রণা ও সঙ্গমের পরে রক্তস্রাবও হতে পারে, এরকম হলে ক্রিয়োজোট ৩০, ২০০ কার্যকরী হয়েছে। জননেন্দ্রিয়ের কোথাও ক্ষত, এমনকী ক্যানসার (প্রথমাবস্থায়) হয়েও জ্বালাসহ মাঝে মাঝে সুচবিদ্ধ, চিড়িকমারা যন্ত্রণা হলে এপিস ২০০ দ্বারা উপশম হয়েছে (ক্রিয়োজোটও অন্যক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়)। যোনি দ্বারে বা যোনিপথে অসহ্য চুলকানি হয়ে ক্ষত বা হেজে গেলে —মার্কসল ২০০, ১০০০ সর্বশ্রেষ্ঠ। এতে না কমলে ক্রিয়োজোট ২০০ লাগতে পারে।

❑ **বন্ধ্যত্ব** : প্রথমেই স্বামীর শুক্র পরীক্ষা করাবে। শুক্রকীট সুস্থ থাকলে। স্ত্রীকে নিম্নোক্ত ওষুধ দেবে।

❑ **মেডোরিনাম** ১০০০ সি এম—প্রায় সবক্ষেত্রে এটাই প্রদেয় বিশেষত অত্যধিক মেদ ও চর্বিযুক্ত (বাইরে ও জননেন্দ্রিয় ও অন্য যন্ত্রে) বাতগ্রস্থ স্ত্রীলোকদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এতে বাইরের এবং অন্তঃস্থ মেদ ও চর্বি কমে শরীর হালকা হবে। (ক্যালকেরিয়া কার্ব) এবং ৫/৬ মাসের মধ্যে অন্তঃস্বত্ত্বা হবে।

কোনিয়াম ৩০, ২০০—জরায়ুদ্বার (০১) সরু, ছোট ও সঙ্কীর্ণ হওয়া (ওই স্থানে ফুলে থাকলে বা ক্ষত থাকলে তখন চিড়িকমারা ব্যথা হয়) এবং শিরোঘূর্ণন থাকলে এবং গোড়াতে উপকার না হলে প্রযোজ্য। ওই স্থানে ক্যানসারে এটা উৎকৃষ্ট।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

কলোফাইলাম ২০০, ১০০০—অনেকক্ষেত্রে জরায়ুর দুর্বলতার কারণে সন্তান হয় না এবং হলে ২/৩ মাসের ভিতর গর্ভপাত হয়ে যায় (এ ক্ষেত্রে সিফিলিনাম সি, এম ২/১ মাত্রা দিতে হয়)। এইরকম ক্ষেত্রে এটা কার্যকরী। এরাম মিউর নেট্রোনেটাম ২০০, ১০০০— জটিল শ্বেতপ্রদরের কারণে (বোরাক্স) অথবা সঙ্গমকালে যোনিপথের সঙ্কোচনের কারণে অথবা জরায়ুদ্বার ফুললে বা জননেন্দ্রিয়ে টিউমারের কারণে (মেডো, কোনিয়াম) হলে এর প্রয়োজন হয়।

❑ **স্তন শুকিয়ে যায় :** অতিরিক্ত শ্বেতপ্রদরে বহুদিন ভুগলে নারী বিশেষত বয়স্কা কুমারীদের সারা শরীর ও স্তন শুকিয়ে যায় তখন সিপিয়া, অ্যালুমিনা, ক্যালকেরিয়া ফস, প্রভৃতি ওষুধে ওই স্রাব বন্ধ হলে স্তন স্বাভাবিক হতে থাকে।

❑ **অন্যান্য ওষুধ :**চিমাফিলা, ৩০, ২০০—লালাযুক্ত বা ঘোলাটে প্রস্রাব সহ স্তন শীঘ্র শুকিয়ে গেলে ওটা উপযোগী।

স্যাবাল ৩০, ২০০ : ওভেরী বা ডিম্বাশয় ফোলাসহ হলে (আয়োডিন, ২০০ অন্যান্য গ্ল্যান্ডফোলাসহ হলে) প্রযোজ্য।

❑ **জরায়ুর নিম্নগমন (প্রলাপ্স) :**—অধিক সন্তান প্রসব কারণে অথবা শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি নানারোগে জরায়ুদ্বার যোনিমুখ দিয়ে নীচের দিকে বের হয়ে আসে। তখন উবু হয়ে বসা বা বেশি হাঁটাচলায় দারুণ কষ্ট হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যে এটা আরও বৃদ্ধি হয়। এর জন্য কার্যকরী কয়েকটি ওষুধ দেওয়া হল। লিলিয়াস, টাইগ্রিনাম, ৩০, ২০০-এতে বহুক্ষেত্রে দ্রুত উপকার হয় শ্বেতপ্রদর ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকলে সিপিয়া ৩০, ২০০। ওর নিম্নগমনের কারণে প্রস্রাব হতে বাঁধা ও কষ্ট হলে—স্ট্যাফিসাগ্রিয়া ৩০, ২০০। যাদের অতিরিক্ত শ্বেত প্রদর এবং প্রতিমাসেই প্রায় দু'বার ঋতু স্রাব হয় তাদের হেলোনিয়াস কার্যকরী।

শিশুরোগ

শিশুদের (ভূমিষ্ঠ হবার পর পাঁচ বছর পর্যন্ত) বহুবিধ রোগ (যা সাধারণত দেখা যায়) ও ওদের অতি সংক্ষিপ্ত ও বহু পরীক্ষিত ২/১ করে ওষুধ দেওয়া হল। এতে উপকার না বুঝলে যথাস্থানে আরও ওষুধ প্রয়োগের জন্য দেখতে হবে।

❑ **শিশুর—(১) শ্বাসরোধ :** সাধারণত শ্বাসনালিতে শ্লেষ্মা ঢুকে বা আটকে বা কোনও খাদ্য দ্রব্য আটকে শিশু দমবন্ধ হয়ে ধনুকের মতো বেঁকে যায় বা নিশ্চল হয়ে পড়ে। দাঁত লেগে যায়। তখন এন্টিম টার্ট, ৬, ৩০, শ্রেষ্ঠ ওষুধ। গলায় ঘড় ঘড় শব্দও হতে পারে। হাতটি অণুবটিকা ঠোঁটের ভিতর ঘষে দিলে তৎক্ষণাৎ শ্বাসনালি হতে ওটা বের হয়ে যাবে। অঙ্গুলের কাপড় জড়িয়ে ওটা বের করবে। জ্বর বা যে কোনও অবস্থায় ওইরকমভাবে শ্বাসরোধ বুঝলে এন্টিমটার্টই শ্রেষ্ঠ।

একোনাইট ৬, ৩০—জ্বর বা যে কোনও রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ঘর্মহীন দেহে অত্যন্ত অস্থিরতা বা ছটফটানি দেখলে এই ওষুধ প্রযোজ্য।

www.fb.com/shifakhana

www.shifakhana.com

বেলেডোনা ৬, ৩০ —মাথা গরম ঘাম ঘাম ভাব এবং রোগী একটুও নড়াচড়া না করে (থেকে থেকে খেঁচুনি, ইত্যাদি হতে পারে) নিশ্চল দেখলে এতে ওই ব্যাধি বা অন্য কারও যে কোনও হঠাৎ রোগ উপশম হবে (ছটফট করলে বা অস্থির হলে—একোনাইট, ৬, ৩০)।

(২) **প্রস্রাব বন্ধ :** এটা ক্যান্থারিস ৬, ৩০ দ্বারা উপশম হবে।

(৩) **পেট ফাঁপা :** নাক্স ভোম ৬, ৩০ —অল্প পরিমাণে জলীয় মলত্যাগসহ শিশু কান্নাকাটি করলে এবং মাঝে মাঝে বমি ও খিদে না থাকা হলে।

ক্যামোমিলা ১২ : অত্যন্ত অস্থিরতা ও কান্নাকাটি কিন্তু কোলে নিয়ে বেড়ালে চুপ করে এরকম হলে এটাই শ্রেষ্ঠ।

চায়না, ৬, ৩x, ৬ : অত্যন্ত পেট ফাঁপা তবুও খুব খায় ও প্রচুর পরিমাণে হলুদ বর্ণের মল তবুও সম্পূর্ণ পেট ফাঁপলে (কার্বোভেজ পেটের উপরিভাগ ফাঁপলে)।

(৪) **নাভিক্ষত না শুকালে :** সাইলিশিয়া ৩০ ক্ষত বা পুজ হলেও শুকিয়ে দেবে। নাভি হতে রক্ত বের হলে, হেমামেলিস, ৩x, ৬ অথবা ইপিকাক, ৬, ৩০ (বমিভাব বা বমিসহ খিদে না থাকা হলে)।

(৫) **ক্রন্দন :** কান বা পেটে ব্যথার জন্য শিশু সাধারণত ক্রন্দন করে। যাই হোক না কেন ওকে কেবলমাত্র কোলে করলে বা কোলে করে বেড়ালে যদি চুপ করে তবে কেমমিলা, ১২ দ্বারা উপশম হবে।

বেলেডোনা ৬, ৩০—থেকে থেকে উৎকট চিৎকার করলে এবং জ্বর ভাব বা জ্বর থাকলে ইপিকাক ৬, ৩০ বমিভাব বা বমিসহ পেট ব্যথা (নাক্স ভোম)।

জ্যালাপা ৬, ৩০—শিশু দিনে ঘুমোয় কিন্তু রাতে কাঁদে; এরকম হলে এটাই শ্রেষ্ঠ।

(৬) **বমি বা দুধতোলা, হিক্কা :**

ফসফরাস ৬, ৩০—পিপাসা থাকে খায় কিন্তু একটু পরেই সব বমি হয়, একটুও পেটে থাকে না। যে কোনও রোগের সঙ্গে এইরকম হলে, এটা প্রযোজ্য। জিহ্বা অপরিষ্কার ও অস্থিরতা থাকে।

ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩০, ২০০—মাথায় প্রচুর ঘাম ও মোটাসোটা শিশুদের পক্ষে উপযোগী। বৃহৎ ছানা এবং টকগন্ধযুক্ত মল ও বমি হলে মেঝেতে প্রস্রাব বা পায়খানা করলে সাদা দাগ হলে এর প্রয়োজন।

ইথুজা ৬, ৩০—কিছুতেই দুধ সহ্য হয় না। বৃহৎ ছানা বা দধির মতো চাপ চাপ বমি, নাক মুখ দিয়ে বমি হলে এটা প্রযোজ্য। বমিতে টকগন্ধ কিন্তু মলে টক গন্ধ বা মাথায় ক্যালকেরিয়ার মতো ঘাম থাকে না।

ইপিকাক ৬, ৩০—বমিভাব বেশি প্রায়ই ওয়াক পাড়ে, কিন্তু বমি কম হলে এবং জিহ্বা পরিষ্কার থাকলে এর প্রয়োগ হয়।

এন্টিক ৬, ৩০—সম্পূর্ণ জিহ্বাতে সাদা দুধের সরের মতো পুরু প্রলেপ থাকলে যে কোনও রোগে এটা প্রযোজ্য। সাধারণত গ্রীষ্মকালে বা অত্যাধিক গরমে শিশুদের এইরকম বমি হয়

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

এবং বমিতে ইথুজা বা ক্যালকেরিয়ার মতো বড় চাপছানা থাকে না।

নাক্স ভোমিকা ৬, ৩০—হিক্কাতে এটাই প্রযোজ্য। পাকস্থলি গরম হলে সাধারণত এটা দেখা যায়। তখন একটু ঠান্ডা জল খাওয়াবে।

(৭) মস্তিষ্ক প্রদাহ (মেনিঞ্জাইটিস) : মাথায় জল সঞ্চয় (হাইড্রোসেফেলাস) মাথা যন্ত্রণা শিশুদের প্রবল জ্বরসহ তড়কা হতে পারে। জল সঞ্চয়ে মাথার আকৃতি বড় হয়। প্রায় সংজ্ঞাহীন ও মাথায় ব্যথাসহ বিকার অবস্থা ও আসতে পরে।

বেলেডোনা ৬, ৩০—প্রবল জ্বল চুপচাপ থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করে কাঁদে। এর সঙ্গে তড়কাও হতে পারে। পাদদেশ অপেক্ষা মাথা অত্যন্ত গরম। কোষ্ঠবদ্ধতা ও পিপাসা থাকে না, জিহ্বা পরিষ্কার, চোখ মুখ লাল এবং আবৃত স্থানে ঘাম ঘাম ভাব। রোগের প্রথমাবস্থায় এটা প্রয়োগ করলে অল্পেই উপশম হয়। (অস্থিরতা পিপাসাও ঘর্মহীন হলে প্রথমাবস্থায় একোনাইট প্রযোজ্য)। এতে ভালো হলে ক্যালকেরিয়া কার্ব ২০০ দিলে ওই দোষ নষ্ট হয়।

এপিস মেল ৩০, ২০০—মাথা স্ফীত হয়েছে বুঝলে, অজ্ঞান অবস্থার মধ্যে মধ্যে জোরে চিৎকার করে কেঁদে উঠলে এটাই প্রযোজ্য। রোগের জটিল অবস্থায় এর প্রয়োজন হয়।

হেলেবোরাস ৩০, ২০০—রোগের সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাথা এপাশ ওপাশ করতে থাকলে এর প্রয়োজন হয়।

সালফার ৩০, ২০০—শিশুর চর্মপীড়াসহ বা বসে গিয়ে এইরকম হলে বা অন্য কোনও ওষুধে উপকার না বুঝলে রোগের কঠিন অবস্থায় এটাই অমোঘ ওষুধ। এরপর ক্যালকেরিয়া কার্ব ২০০ প্রযোজ্য (আগে নয়)।

(৮) লালাপড়া মুখে ঘা : এতে মার্কসল, ৩০, ২০০ প্রযোজ্য। জিহ্বা ও ঠোঁটের মধ্যে কোথাও দগবৎ সাদা ফোড়া দেখলে—বোরাক্স ৬, ৩০ দ্বারা উপশম হবে। এতেও উপশম না হয়ে সাংঘাতিক অবস্থা হলে, কেলিকোল রিকাম ৩০, ২০০ শ্রেষ্ঠ।

(৯) সর্দি কাশি, নাকবন্ধ, হুপিং কাশি :

ডাল্কামারা ৬, ৩০—পাথার বা খোলা হাওয়ায় সর্দি-কাশি জ্বরভাব (জ্বর হলেও) বিশেষত ঋতু পরিবর্তনের সময় (যখন দিনে গরম রাতে ঠান্ডা) এটাই শ্রেষ্ঠ। এতে নাক হতে জলীয় সর্দি, কাশি, অস্থিরতা ইত্যাদি আছে। (শীতকালে প্রাথমিক অবস্থায় একোনাইট এবং জলে ভিজে, বর্ষাকালে রাসটাক্স প্রযোজ্য)।

ব্রায়োওনিয়া ৬, ৩০--এই রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় তরল সর্দি হঠাৎ শুকিয়ে কাশি কোষ্ঠবদ্ধতা, সম্পূর্ণ জিহ্বা শুভ্রলেপাবৃত এবং রোগী নড়াচড়া না করলে, এর প্রয়োগ হয়। এর সঙ্গে জ্বর থাকলেও উপশম হবে।

এন্টিমটার্ট ৬, ৩০—সর্দি কাশি কিছুটা শুকিয়ে গলা ও বুকে ঘড়ঘড় শব্দ এবং শিশু টেনে স্তনপান করতে পারে না। জিভে সাদা লেপ, চোখ মুখ ফোলাভাব ও নিশ্চল অবস্থা হলে এটাই মহৌষধ। এমনকী ব্রোঙ্কোনিউমোনিয়া বা হাঁপানির মতো শ্বাসকষ্ট হলেও এর দ্বারা

www.fb.com/shifakhana

www.shifakhana.com

শম হয়। এটা বুকের সর্দি তুলে শ্বাসকষ্ট ও জ্বর দূরীভূত করে।

ষ্টব্য : শিশু বা কারও নাকের জল ছড়ায় না এবং প্রচুর হাঁচি, এরকম হলে নেট্রাম রা ২০০, ২/১ মাত্রা। আঠার মতো জলীয় সর্দিতে নাকে ক্ষত হবার উপক্রম হলে এলিয়াম পা ৩০, ২০০ এবং নাক হতে সাদাটে পাকা সর্দি ও সরল পাকা কাশি পুরোনো হলে হিপার লফার ২০০, ৪/৭ দিন অন্তর প্রদেয় এবং এতে সর্দি কাশি হবার প্রবণতা উপশম হবে।

□ **হুপিং কাশি** : এটা অত্যন্ত ছোঁয়াচে। এতে কাশির পর কাশি এসে বমি হয়ে যায় ং শিশুর অত্যধিক কষ্ট হয়। এতে, ড্রসেরা ৬, রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় রোজ দু'বার করে /৮ দিন প্রয়োগ করলে ওই কাশি রোজ কমে যাবে। তখন সকালে একবার করে আরও ০/১২ দিন দিলে ওই কাশি ধীরে ধীরে উপশম হবে।

□ **নাকবন্ধ** : সর্দি কাশি শুকিয়ে শিশু বা কারও নাক বন্ধ হলে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে য়, গলদেশ শুকিয়ে যায়, এইরকম অবস্থায় জটিল সর্দি কাশিতে শিশুদের পক্ষে স্যাম্বাকাস ০ এবং অন্যদের এমন কার্ব ৩০ প্রযোজ্য (কেলিবাইক্রম ৬, ৩০)।

(১০) জ্বর : শিশুজ্বরে বেলেডোনা, ৬, ৩০ প্রায়ই প্রয়োজন, যদি পাদদেশ অপেক্ষা মাথা তিশয় উত্তপ্ত হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধতা না থাকে এমনকী জ্বরের সঙ্গে উদরাময় অথবা আমাশয় াকলেও ওটাই উপশমকারী ওষুধ। গলদেশ ও বুকে ঘড়ঘড় শব্দসহ কাশি ও জ্বর, যা শিশুদের ায়ই হয়ে থাকে অথবা কাশি শুকিয়ে হাঁপানি টানের মতো শুষ্ক শব্দসহ জ্বর (ব্রায়োনিয়া রুণ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকলে) এতেও এন্টিমটার্ট ৬, ৩০ বহু পরীক্ষিত ওষুধ। কেলিবাই ৬, ০ দিলেও ওই টান কমে যায়। সিনা ৩০, ২০০ শিশুদের অত্যধিক জ্বর বেলেডোনা যেমন প্রয়োজন, তেমনি কখনও এটা দ্বারা অনিয়মিত এবং অত্যধিক জ্বর উপশম হয়।

(১১) ক্রিমি (অতিখিদে) এবং খিদেহীনতা : ক্রিমি সকলেরই থাকে এবং থাকার প্রয়োজন কিন্তু অত্যাধিক হলে শিশু (বা সকলেরই) ঘুমের ভিতর দাঁত কাটে, কথা বলে এবং কী যেন খেতে ও ঢোক গেলে, মিষ্টিদ্রব্য অত্যাধিক খেতে চায়, নাক খোঁটে, চোখের নীচে কালি পড়ে, সে যায়। খুব রাগী মেজাজ, জিহ্বা লাল বা পরিষ্কার থাকে এবং অনবরত খেতে চায় (আয়োড) কিন্তু দিন দিন (অনেক ক্ষেত্রে) শুকিয়ে যায়। সিনা ৩০, ২০০ সবরকম ক্রিমিরোগে প্রযোজ্য। (সবই উপরোক্ত সিনার মতো কিন্তু জিহ্বা অপরিষ্কার থাকলে স্যান্টোনিন ৩০, ২০০ প্রদেয়)।

সালফার ২০০ – সিনার পর প্রযোজ্য। সাত বা পনেরো দিন অন্তর পর্যায়ক্রমে সিনা ১০০০ এবং সালফার ১০০০ দিলে ক্রিমিদোষ ৩/৪ মাসের মধ্যে নষ্ট হয় এবং ওটা মরে মলের সঙ্গে বের হয়।

লাইকোপোডিয়াম ২০০– কুচো বা ছোট ক্রিমি বিকেলে বা সন্ধ্যায় মলদ্বার চুলকিয়ে অস্থির করলে এটাদ্বারা প্রশমিত হয়।

□ **অক্ষুধা** : যকৃৎ (লিভার) দোষে এটা দেখা দেয়। শিশু বা বালক মুখরোচক খাবার (অল্প পরিমাণ) চায়, কিন্তু ভাত, রুটি প্রভৃতি খাবে না– এইরকম, হলে ক্যালকেরিয়া আর্স,

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

৩০ রোজ দু'বার ৭ দিন প্রয়োগ করলে খিদের উদ্রেক হবে এবং আরও সাত দিন ওই ও প্রয়োগে খিদে স্বাভাবিক হবে। এতেও উপকার না হলে সালফার ২০০, সাত দিন অ একবার প্রয়োজ্য।

(১২) দন্তোদগমন : এই সময় অনেক শিশু জ্বর, উদরাময়, প্রভৃতি নানাবিধ রোগে আক্র হয়। এ সময় প্রায় সবরোগে ক্যামোমিলা ১২ উপকার দর্শে। এতে উপকার না হলে অ ওষুধেরও প্রয়োজন হতে পারে। ক্যালকেরিয়া কার্ব, ২০০ (সপ্তাহে ২/১ বার) অথ ক্যালকেরিয়া ফস ৬x (বিচূর্ণ) উষ্ণ জলসহ রোজ দু'বার দিলে সহজে ও শীঘ্র দন্তোদগম হ এবং কোনও অসুখ হবে না।

(১৩) দাঁতে পোকা ও দন্তক্ষয় : দাঁতে পোকা ধরলে এবং পোকা ধরে মাড়ি ফুল ক্রিয়োজোট ২০০ সপ্তাহে একবার করে দিলে ওটা উপশম হয়, দন্তক্ষয়, মাড়ি ফোলা, দাঁ নড়া ইত্যাদি রোগে ক্যালকেরিয়া ফ্লোর, ২০০ সাত দিন অন্তর একবার দিলে সকলেরই ও সেরে যায়।

(১৪) কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরাময় বা আমাশয় : শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধতায় অ্যালুমিনা ৩০, ২০ শ্রেষ্ঠ। ছাগলের মলের মতো বড়ি বড়ি খুব শক্ত হলে ম্যাগমিউর ৩০, ২০০ উপকারী। কোন ওষুধের উপকার না হলে – সালফার ৩০ ফলপ্রদ। শিশুদের দাঁত উঠবার সময় উদরাম হলে ক্যামোমিলা ১২ দ্বারা অনেকক্ষেত্রে উপকার হয়। অন্যক্ষেত্রে সাধারণত ম্যাগকা প্রয়োজন যদি মল হতে জল পৃথক হয়ে আসে এবং টকগন্ধ যুক্ত সবুজাভ রং-এর হয়। সা বা সাদাটে বর্ণের আঁশ দুর্গন্ধ যুক্ত (আঁশটে) হলে সালফার ৩০ অনেকক্ষেত্রে প্রয়োজন,সাদাটে বা হলুদ বর্ণের প্রচুর মল হলে পোডোফাইলাম ৩০ এবং ক্যালকেরিয়া কার্ব ২০০ য টকগন্ধযুক্ত (ছানাকাটা) সাদা মল হয় ও মাথায় প্রচুর ঘাম হয়। শিশুদের প্রধানত উপরো ওষুধ কয়টিরই প্রয়োজন হয়।

□ **আমাশয় :** এতে মার্ককার ৩০ প্রদেয় এবং মলে রক্ত দেখলেই মার্ককার ৩০ দেবে ঘনঘন পাছাগলার মতো হলুদ মল হলে এলোজ ৩০ দ্বারা উপশম হয়।

(১৫) ন্যাবা বা জন্ডিস :– অত্যন্ত ঠান্ডায় বা গরমে এই রোগের প্রথমাবস্থায় একোনাইট ৩০, ২/১ দিন খাওয়ালে এটা উপশম হয়। বর্ধিত অবস্থায় মল সবুজ ও আমমিশ্রিত হলে মার্কসল, ৩০ অথবা নাক্স ভোম ৩০, প্রযোজ্য। অত্যন্ত দুর্বল শিশুকে চায়না ৩০ দিতে হয়, মল সাদা ও প্রস্রাব হলুদ বর্ণের হলে প্রথমাবস্থায় চেলিডোনিয়াম ৩, ৩, সকলের পক্ষেই (ধীরে ধীরে) উপশমকারী ওষুধ।

(১৬) শিশুর অনিদ্রা :শিশু বিছানায় এপাশ ওপাশ করে ছটফট করলে একোনাইট ৩০, কোলে অথবা কোলে নিয়ে ঘুরলে ঘুমায় কিন্তু বিছানায় শোয়ালে চিৎকার করে কাঁদলে ক্যামোমিলা ১২।

বেলেডোনা ৬, ৩০– যদি শিশু মাতৃস্তন্য পান করলে ঘুমায়, কিন্তু ছাড়ালেই কেঁদে ওঠে, মাথা গরম, একটু ঘুম আসলেই চমকিয়ে ওঠে অথবা ঘুমাতে ঘুমাতে মধ্যে মধ্যে চিৎকার

www.fb.com/shifakhana

www.shifakhana.com

করে ওঠে, তবে ওটাই শ্রেষ্ঠ ওষুধ।

কাফিয়া ৬, ৩০– শিশু প্রফুল্লতাসহ যদি সারারাত্রি খেলা করে, কিছুতেই ঘুমাতে চায়না, এটা প্রযোজ্য।

(১৭) হাম ও ন্যারেজ্যা :– চোখমুখ ফোলাভাব, সর্দিকাশি, জ্বর প্রভৃতি হামের লক্ষণ দেখলে–এন্টিমাটার্ট ৬, ৩০ প্রয়োগে ওটা বের হবে, কিন্তু প্রচুর বের হয়েও জ্বর না কমলে বা ছাড়লে মবিলিনাম ২০০ দেবে। উদরাময় বুঝলে পালসেলি এবং হামের পর খুব কাশিতে স্টিকটা ৩০, অথবা রিভামেক্স ৬, ৩০ দ্বারা প্রায় সবক্ষেত্রে উপশম হয়। কিন্তু অত্যধিক জ্বালা জ্বালে–আর্সেনিক ২০০ একমাত্র প্রযোজ্য।

(১৮) চোখ ওঠা ও কান পাকা :-চক্ষু রোগে সকালে যদি চোখ জুড়ে যায় এবং প্রচুর জল পড়ে তবে ইউফ্রেসিয়া ৬, ৩০, ২০০ উপশম করে। মোটা পিচুটি হলে কোনও ক্ষেত্রে আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম ৩০, ২০০ উপযোগী এবং সামান্য ক্ষেত্রে পালসেটিলা প্রযোজ্য।

কানপাকার সাইলিশিয়া, ২০০, শ্রেষ্ঠ, তবে এর পরে থুজা, ২০০ প্রযোজ্য। এইরকম প্রায় সবক্ষেত্রে ওই রোগ উপশম হয়। মুলেন অয়েল বাহ্য প্রয়োগ ২/১ ফোঁটা। রোজ দু'বার দিলে দ্রুত উপশম হয়।

(১৯) মাথার একজিমা : অনেক শিশুদের এটা দেখা দেয়। ওই ফোড়া হতে জলীয় আঠার মতো রস নির্গত হলে ও খুব চুলকালে, গ্রাফাইটিস ২০০, ১০০০ দেবে এরকম ক্ষেত্রে ভিনকা মাইনর, ২০০, ১০০০ দ্বারা ওই রোগ উপশম হয়।

(২০) নাকদিয়ে রক্ত পড়া : শিশু বা কারও এরকম হলে ব্রায়োনিয়া ৩০, ২০০ অথবা ক্রোটেলাস, হরাইডাস ৩০, ২০০ নিশ্চয় উপশম করবে।

দ্রষ্টব্য : শিশুদের জন্য আর্নিকা, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া এন্টিমটার্ট, ডাল্কামারা, মার্কসল এবং একোনাইট ৬ বা ৩০ শক্তি সর্বদা ঘরে রাখবে।

সাবধানতা : বেলেডোনার আগে বা পরে ডাল্কামারা এবং ক্যালকেরিয়া কার্ব্বো পরে সালফার (আগে দেওয়া ভালো) দেবে না।

চক্ষুরোগ

(১) চক্ষুপ্রদাহ (চোখ ওঠা) একোনাইট ৩০– চোখ চুলকানি কর্‌কর্‌ করা জ্বালা ব্যথা, জলপড়া ইত্যাদি চোখ উঠছে বা উঠবে এইরকম মনে হলেই অতি প্রথমাবস্থায় এটি প্রযোজ্য। কিন্তু চোখ বেশ লালবর্ণ, ব্যথা ও আলো অসহ্য মাথা ব্যথা হলে বেলেডোনা ৬, ৩০ প্রয়োগ বিধেয়।

ইউফ্রেসিয়া, ৬, ৩০– চক্ষু জ্বালায় এটাই বেশি ক্ষেত্রে উপকার হয়, যদি চোখ হতে জলপড়া থাকে বা বেশি দেখা দেয়, তবে পিচুটি বা পুজ জমে সকালে চোখ জুড়ে যাওয়া, ব্যথা প্রভৃতিও এতে থাকে। এক সঙ্গে, Q মূল অরিষ্ট ৪/৫ ফোঁটা একআউন্স জলে মিশিয়ে বাহ্য প্রয়োগ করলে তাড়াতাড়ি উপকার হবে।

আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম ৩০, ২০০– চোখ থেকে জলপড়া অধিক নয় কিন্তু পুরু পিচুটিতে

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

সকালে চোখ আটকালে এবং যারা মিষ্টি বেশি খায়, তাদের ক্ষেত্রে অধিক উপকারী। জ্বালা বা কষ্ট কম হলে এবং অল্প পরিমাণ পিচুটি হলে, পালসেটিলা ৩০, ২০০ প্রযোজ্য।

দ্রষ্টব্য : অত্যধিক জ্বালা ও দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ হলে– আর্সেনিক ৩০, ২০০, অত্যধিক লালাস্রব, পুঁজ ও চোখে ক্ষত হলে মার্কসল ৩০, ২০০ এবং পুরোনো সর্দিকাশি সহ ব্যথা ও অত্যধিক পুঁজের মতো পিচুটি হলে হিপার সালফার ২০০ দিতে হয়।

(২) নেত্রনালি : সাইলিশিয়া ৩০, ২০০ চোখের কোণে ব্যথাসহ পুঁজবৎ স্রাব নির্গত হলে এটাই শ্রেষ্ঠ ওষুধ। সম্পূর্ণ না সারলে সালফার ২০০, দুই একমাত্রা দিতে হয়। প্রয়োজন হলে পুনরায় সাইলিশিয়া ২০০ বা ১০০০ শক্তি প্রয়োগ উপশম হবে। এতেও সম্পূর্ণ উপশম না হলে দুই একমাত্র থুজা ২০০ দিতে হয়।

(৩) চক্ষুপাতার পীড়া (আঞ্জনি) : স্ট্যাফিসাগ্রিয়া, ৩০, ২০০ নতুন বা পুরোনো রোগে এটাই শ্রেষ্ঠ। এতে চোখের পাতার ধারে শক্ত টিবলি বা ফোড়ার মতো হয়। এতে না সারলে সাইলিশিয়া ২০০, ১০০০ প্রযোজ্য কিন্তু এতে উক্ত টিবলি বড় হবে এবং তারপর ফেটে গিয়ে উপশম হবে।

(৪) চক্ষু পাতার আব (টিউমার) :এতে স্ট্যাফিয়াসাগ্রিয়া, থুজা, সিপিয়া ২০০, চোখের পাতার ধারগুলি ফোলা ওই স্থানের চুলগুলি একে বেঁকে ও জড়িয়ে কিছু পড়তে লাগলে– বোরাক্স ২০০। কিনারা না ফুলে ওই স্থানের (ভ্রু, মাথা প্রভৃতিরও) চুলগুলির পচনে সেলিনিয়াম ২০০, ওই স্থানে খুব চুলকালে পেট্রোলিয়াম ২০০ প্রযোজ্য। সম্পূর্ণ উপশম না হলে– থুজা ২০০ প্রয়োগ করতে হয় **চোখের পাতার পতন** : চোখের পাতার (স্থানীয়) পক্ষাঘাতের কারণে ওটা দেখা দেয়।

কষ্টিকাম ৩০, ২০০– ব্যথাস্থানে টেনে ধরে এরকম বাতগ্রস্তদের ওই স্থানে পক্ষাঘাতের কারণে হলে এতে উপশম হবে। বৃদ্ধদের পক্ষে শির ঘূর্ণন থাকলে– কোনায়াম ২০০ প্রযোজ্য।

জেলসিমিয়াম ৩০, ২০০– অলস ভাবাপন্ন হলে এটা প্রযোজ্য। সিপিয়া ৩০, ২০০ অনিয়মিত ঋতুগ্রস্ত স্ত্রীলোকেদের পক্ষে প্রযোজ্য।

দ্রষ্টব্য : স্থূলদেহ লোকদের পক্ষে– গ্রাফাইটিস। অনেকক্ষেত্রে জিঙ্কাম মেট উপকার দর্শে, কিন্তু সিপিয়া, জেলস এবং কষ্টিকাম পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ বিধি লক্ষণীয়।

(৫) চোখে রক্ত জমা : বথ্রপস ৬, ৩০–চোখের মণিসংলগ্ন (সাদাস্তানে) অঞ্চলের শিরায় বা কোথাও রক্ত জমে (থ্রম্বোসিস) লালবর্ণ হলে এটাই শ্রেষ্ঠ ওষুধ। চোখের ভিতরে (মাথায়, হৃৎপিণ্ডে বা অন্যকোথাও রক্ত জমাট বেঁধে অন্ধত্য বাকরোধ, অর্দ্ধাঙ্গে পক্ষাঘাত, প্রভৃতি রোগেও) রক্ত জমে যে কোনও চক্ষুরোগ হলে এটা প্রযোজ্য।

হ্যামামেলিস ৩০ ২০০– চোখে আঘাত লেগে রক্ত জমলে এতেও উপশম হয়।

বেলেডোনা ৬, ৩০–চোখ লালবর্ণ হলে এটাই প্রচলিত প্রাথমিক ওষুধ। চোখে ক্ষত, লিডাম ৬, ৩০ কোনও সুচাল বস্তুতে (সুচ, আলপিন, ছুরি) ফুটো হওয়া আঘাতের কারণে

www.fb.com/shifakhana

www.shifakhana.com

কান ফুলে যন্ত্রণা হলে এটাই শ্রেষ্ঠ ওষুধ।

মার্কসল ৩০ ২০০– চোখে অন্যরকম ক্ষতে অনেক ক্ষেত্রে এতে উপশম হয়।

কেলিবাইক্রম ২০০, ১০০০– জটিল, কাশি ও শিরব্যথাসহ চোখে গর্ত বা ফুটো হওয়ার ক্ষতে (আঘাত জনিত ঘায়) এটা রোগীকে উপশম করে।

৬) চোখে ছানি : ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ৬x, (বড়ি) ঈষদুষ্ণ জলসহ ৪টি বড়ি রোজ দুই বা তিনবার সেবনে এবং সিনেবেরিয়া মেরিটিমা রোজ দুই বা তিনবার বাহ্য প্রয়োগে তিনমাসে উপকার এবং ছয়মাসে প্রাথমিক অবস্থায় উপশম হবে।

দ্রষ্টব্য : চোখের রাজা (মনির মধ্যস্থল বা পিউপিল) দুধের মতো সাদা হলে ইউফোর্বিয়াম, ৬, ৩০ বৃদ্ধদের শিরোঘূর্ণন থাকলে কোনিয়াম ৩০, ২০০ ফসফরাস ৩০, ২০০ (ডাঃ ফেরিংটনের অভিজ্ঞতা) ইত্যাদিও প্রয়োগ হতে পারে। চোখে মাংসবৎ অনুপক্ষ, (টেরিজিয়াম), ইত্যাদির উৎপত্তি এই রকম অপ্রয়োজনীয় উৎপত্তিতে, টেলুরিয়াম, ৩০,২০০ শ্রেষ্ঠ। অনুপক্ষে (চোখের বহিকোণ হতে একরকম পর্দার উৎপত্তি) র‍্যাটানিয়া, জিঙ্কাম, (উপশম করেছে) অথবা সালফারও প্রযোজ্য।

(৭) রাত বা দিন কানা : রাতকানা রোগে, ফাইসোস্টিগমা ও লাইকোপডিয়াম শ্রেষ্ঠ। দিনকানা হলে, বথ্রপস দিতে হয়।

অন্যান্য ঃ– গ্লুকোমা হলে চোখের শিরা ক্রমশ শুকিয়ে অন্ধতা দেখা দেয়। এতে রাতে আলোর চারদিকে গোলাকার নানাবিধ রং দেখা যায়। তখন আসমিয়াম ৩০, ২০০ প্রযোজ্য। এটা ছাড়া ফসফরাস, জিঙ্কাম, সাইলিশিয়া অতি উত্তম ওষুধ যে কোনও রোগে চোখের উপরপাতা ফোলা দেখলে, কোলিকার্ব ২০০ এবং নীচের পাতায় দেখলে এপিস মেল ২০০ দেবে।

(৭) চক্ষু হতে জলপড়া : জটিল হলে, নেট্রাম মিউর ২০০ অথবা ইউফ্রোসিয়া (নতুন রোগে) প্রযোজ্য। বহুবিধ জটিল রোগে চোখে প্রচুর জল আসা দেখলে, নেট্রাম মিউর দিতে হয়।

কর্ণরোগ

□ **কান পাকা** :– এতে, সাইলিশিয়া ২০০, ১০০০ সাত বা পনেরো দিন অন্তর একবার করে দুইমাসে উপশম হয়। না হলে, থুজা, ২০০ ওই রকমভাবে প্রয়োগ করলে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই উপশম হবে। হলদে স্রাব হলে এবং পচা গন্ধ না থাকলে পালসেটিলা দ্বারা উপশম হয়। কানে পচা গন্ধে সোরিনাম ২০০, ১০০০ দিতে হয়।

□ **কানে ফোড়া** : অতি প্রথমাবস্থায় বেলেডোনা ৩০ প্রয়োগে উপকার হবে, কিন্তু প্রায় সবক্ষেত্রেই ক্যালকেরিয়া পিক্রিকাম ২০০ দুই একবার প্রয়োগে অতি সত্ত্বর ওটা উপশম হবে। কান হতে জলীয় পুজ নির্গত হলে সাইলিশিয়া, ২০০, ১০০০ দিতে হয়।

□ **কানে খোল** : এতে কষ্টিকাম, ২০০ শ্রেষ্ঠ ওষুধ।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

❑ **কানে কম শোনা বা বধিরতা** : কষ্টিকাম, ২০০– বধিরতা কিন্তু কানে নানাবিধ শব্দ শোনা যায় এইরকম হলে এটাই শ্রেষ্ঠ ওষুধ।

সালফার ৩০, ২০০– কষ্টিকামে না সারলে জটিল রোগে এটা প্রযোজ্য। ক্যালকেরিয়া কার্ব, ২০০, ১০০০ পুরোনো রোগে, কানে মট্ বা চড়াৎ করে শব্দ হলে (কষ্টিকাম নানাবিধ শব্দ) অনেকক্ষেত্রে এতে উপকার হবে।

❑ **কানে ব্যথা** : কোনও কারণে (বিশেষত শিশুদের) কানে (বা পেটে) অসহ্য যন্ত্রণা হলে ক্যামোমিলা, ১২, শ্রেষ্ঠ ওষুধ। (ফোড়া হয়েছে বুঝলে উপরোক্ত ওষুধ দেবে)।

❑ **কানে চর্মপীড়া** :– ওই স্থানে যেকোনও রকম চর্মপীড়ার আঠার মতো রস নির্গত হলে গ্রাফাইটিস ২০০, ১০০০, শ্রেষ্ঠ ওষুধ।

নাসিকা পীড়া

❑ **নাকে সর্দি** : নতুন সর্দিতে একোনাইট ৬, ৩০ কিন্তু নাক টাকরা জ্বালা থাকলে আর্সেনিক ৩০ অথবা স্যাঙ্গুইনেরিয়া, ৩০, ২০০ প্রযোজ্য। বৃষ্টি বা জলে ভিজে হলে, রাসটক্স ৩০, দুই বা তিন মাত্রা এবং নাক অপেক্ষা চোখ দিয়ে বেশি জল পড়লে ইউফ্রেসিয়া ৬,৩০ প্রয়োগ করতে হয়।

❑ **পুরোনো সর্দিতে** : কেলিবাইক্রম শ্রেষ্ঠ। সর্দি শুকিয়ে নাকে চটা বেধে ওই স্থানে ক্ষত (রক্তও পড়তে পারে) হলেও এতে উপশম হয়। পাকা সর্দিতে হিপার সালফার ২০০ শ্রেষ্ঠ, এটা ঠান্ডা বা সর্দি লাগার প্রবণতা দূর করে।

❑ **নাক বন্ধ** : নাক্স ভোম ৩০, ২০০ দিনে নাক হতে তরল সর্দি থাকে কিন্তু রাতে শুকিয়ে নাক বন্ধ হয়ে যায়।

এমন কার্ব :– পুরোনো বা নতুন সর্দিতে নাক বন্ধ (বিশেষত) রাত্রিতে বুঝলে এতে সবরকম সর্দি উপশম হয়। শিশুদের স্যাম্বুকাস ৩০ বেশি উপকারী কেলিবাইক্রম ৩০ দ্বারাও নাক বন্ধ নাকে ও গলায় আঠার মতো সর্দি (এজন্য প্রায়ই গলা টানে ও গয়ার ফেলিতে হয়) দূরীভূত হয়।

❑ **নাক দিয়ে রক্ত পড়া** : ব্রায়োনিয়া ৩০, ২০০ অত্যধিক ঘোরাঘুরি, রাত জাগা, রোদে পোড়া, প্রভৃতিতে শরীর কষে রক্ত পড়লে এটা প্রযোজ্য।

ক্রোটেলাস হরাইডাস ৩০, ২০০– এটাই শ্রেষ্ঠ। জলীয় (জমাট হয় না), লাল বা কালচে স্রাবে (জরায়ু, কর্ণ, চোখ হতেও) এতে উপশম হবে।

কেলিবাইক্রম ৩০, ২০০– নাকে শক্ত সর্দি জমে ক্ষত হতে রক্ত পড়লে, এত ওইরকম সর্দি, ক্ষত ও রক্তপড়া উপশম হয়।

❑ **নাকে পলিপাস ফোড়া বা অস্থিবৃদ্ধি, পলিপাস** : এতে টিউক্রিয়াম, ৩০, ২০০ শ্রেষ্ঠ। অনেকক্ষেত্রে ফার্মিকা রুফা ৩০, ২০০ কার্যকরী।

❑ **ফোড়া** : নাকের ভিতরে হলে, ক্যালকেরিয়া পিক্রিকাম ২০০ এবং বাইরে হলে প্রথমাবস্থায় বেলেডোনা।

www.fb.com/shifakhana

www.shifakhana.com

❑ **অস্থিবৃদ্ধি** : টনসিল বৃদ্ধির সঙ্গে এটা প্রায়ই দেখা যায়। এইরকম ক্ষেত্রে এগ্রাফিস ও উভয় রোগেরই উপশমকারী ওষুধ। এটা ছাড়া ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ২০০ সাইলিশিয়ারও প্রয়োজন হতে পারে।

❑ **নাক খোটা** : সিনা ২০০– ক্রিমির কারণে এটা সাধারণত হয়ে থাকে এবং এতে দূরীভূত হয়। এতে না সারলে এরাম ট্রাইফিলিয়াম ৩০, ২০০ প্রযোজ্য।

❑ **নাকে গন্ধ** : নাকে পচা গন্ধ হলে কেলিবাইক্রম, ২০০ এবং না সারলে সোরিনাম, ২০০, ১০০০ দিতে হয়। নাকে কোনও রকম গন্ধ না পেলেও কেলিবাই প্রযোজ্য। কোনও রোগের সঙ্গে তীব্র ঘ্রাণশক্তি থাকলে, কলচিকাম, কফিয়া ৩০, ২০০ প্রযোজ্য।

দন্তরোগ

মার্কসল ৩০, ২০০– মাড়ি ফোলা, জিহ্বা ও মুখে ঘা প্রচুর লালাস্রাব, মুখে দুর্গন্ধ, দাঁতের ক্ষত এবং গোড়া হতে পুজ (সাইলিশিয়া) ও রক্তস্রাব (পাইওরিয়া) এবং মাঝে মাঝে আমাশায় রোগ হলে এটাই প্রাথমিক ওষুধ।

ক্রিয়োজোট ৩০, ২০০– পোকায় খাওয়া (ওই স্থানে কালো হয়) দাঁতের এটাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ওষুধ। ওতে যন্ত্রণা, ওই স্থানে মাড়ি ফোলা, এজন্য জ্বর হলেও এটা অমোঘ ওষুধ। মাড়ি হতে রক্ত পড়লেও এতে উপশম হয়।

ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ৩০, ২০০–দন্তক্ষয়, মাড়িক্ষয়ের কারণে গোড়া আলগা হয়ে প্রায় সব দাঁতেই নড়ে পড়বার মতো হলেও এর প্রয়োগে মাড়ি ও দাঁত পুনরায় শক্ত হয়ে ওই দাঁত আর পড়বে না।

ফাইটোল্যাক্কা ৩০, ২০০– জটিল ভাবে (বাতজনিত) মাড়ি ফোলা এতে উপশম হয়।

নাইট্রিক অ্যাসিড ৩০, ২০০– জিহ্বা, মাড়ি বা মুখে ক্ষত ফোলা ইত্যাদির সঙ্গে রক্তপড়া এবং চোয়ালের নীচের গ্রন্থি বা গ্লান্ড ফোলা থাকলে এতে উপশম হয়।

দ্রষ্টব্য : দাঁতে ব্যথায় বের হতে ওই স্থান চেপে ধরলে যদি কিছু আরাম বোধ হয় তবে ব্রাইয়োনিয়া ২০০। মুখে ঠান্ডা জলে আরাম হলে, কফিয়া, ৬ দাঁত হতে চুইয়ে অল্পপরিমাণ রক্ত আসলে অথবা মাড়িতে জমলে হ্যামামেলিস ৬ এবং কেবলমাত্র ঘুমের মধ্যে মাড়ি হতে রক্ত বের হলে ল্যাকেসিস ২০০, শ্রেষ্ঠ ওষুধ।

দাঁত তুলবার পরে রক্তপড়া বন্ধ না হলে হ্যামামেলিস অথবা কালেন্ডুলা "Q" জলের সঙ্গে ১ : ৩ ভাগে মিশিয়ে ওই স্থানে চেপে রাখবে এবং ৬ শক্তি খেতে দেবে।

❑ **আক্কেল মাড়ি**– ওই স্থানে দাঁত উঠবার সময় বা কোনও কারণে ওই স্থান ফুলে যন্ত্রণা হলে, গ্রাফাইটিস ২০০, ১০০০ দুই একমাত্রাতে উপশম হবে।

❑ **দন্তক্ষয়** : দাঁতের অগ্রভাগ হতে ক্ষয় হচ্ছে বুঝলে (এজন্য শিশুদের দাঁত বড় হতে না পারলে) ক্রিয়োজোট ২০০ অথবা স্ট্যাফিসাগ্রিয়া ২০০ দেবে। এবং দাঁতের গোড়া হতে ক্ষয় হলে মেজোরিয়াম অথবা থুজা ২০০ প্রযোজ্য।

❑ **দাঁতের দাগ** : সবুজ বা কালচে দাঁত, মাজলেও না উঠলে, স্ট্যাফিসাগ্রিয়া ২০০।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

❑ **জিহ্বা বা মুখে ক্ষত** :– মার্কসল ৩০, ২০০– এটাই প্রাথমিক প্রচলিত ওষুধ সঙ্গে চোয়ালের নীচে গ্লান্ড ফুললে, নাইট্রিক অ্যাসিড ২০০। কেলিকোলরিকাম ২০০ মুখ ভিতরে অতিরিক্ত ক্ষত যেখানে হোক এত নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি উপশম হবে।

বোরাক্স ৬, ৩– শিশুদের বা কারও ক্ষতস্থানে দুগ্ধবৎ সাদা পদার্থ হলে এটা প্রযো

ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ২০০– মাড়িতে ফোলা অথবা ফোঁড়া দাঁত নড়া অথবা জিহ্বা (বেদনাযুক্ত অথবা বেদনাহীন) অথবা ওতে বা মুখে টিউমার বা টিবলি মতো, যাই হো এতে উপশম হবে।

❑ **ঠোঁটে ক্ষত** : ঠোঁটে বা কোণে ক্ষত বা কাটা হলে নাইট্রিক অ্যাসিড ২০০ জো ডানকোন ফাটলে কনডুরেঙ্গো, এতে এন্টিমক্রুড দিলেও উপশম হয় (গ্রাফাইটিস)। জ ফোসকা হলে নেট্রাম মিউর শ্রেষ্ঠ।

গলদেশে পীড়া

❑ **গলদেশে পীড়াসমূহ** : টনসিল এটা অপারেশন দ্বারা উৎপাটন করলে শারীরিক মানসিক কোনও ক্ষতি (কম বা বেশি) হবে। তখন কোনও চিকিৎসাতে ওটা উপশম হ না, হোমিও চিকিৎসায় এটা নিশ্চয়ই সেরে যাবে। সেপটিক, টনসিলে ক্ষত বা গর্ত দেখা দে সবক্ষেত্রেই হোমিয়ো মতে উপশম হয়।

মার্কপ্রোটো বা বিন আয়োড ৩০, ২০০, ১০০০– টনসিল ডানদিকে বাঁদিকে অপেক্ষ বেশি ফুললে ও ব্যথা হলে অথবা প্রথমে ডানদিকে হয়ে পরে বাঁদিকে হলে মার্ক প্রোটো আয়োড ৩০,২০০ বা ক্রমশ আরও উচ্চশক্তির ওষুধ প্রয়োগ করলে এর সঙ্গে জ্ব (বেলেডোনা প্রথমে দিয়ে পরে ওটা প্রদেয়) কাশি প্রভৃতি থাকলেও এতে সেরে যাবে। কি বাঁদিকে এরকম হলে, মার্কবিন আয়োড দিতে হয়। ঠিকমত বা তাড়াতাড়ি না সারলে বা পুনরা হলে দুই একমাত্রা সালফার ২০০, ১০০০ দিয়ে প্রয়োজন হলে পুনঃ উক্ত ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। টনসিল উভয় দিকে একসঙ্গে একই সময়ে সমভাবে ফুললে বা ব্যথা হলে মার্ক আয়োড প্রযোজ্য।

ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ২০০, ১০০০ – উপরোক্ত ওষুধে ব্যথা, জ্বর প্রভৃতি সারবে, কিন্তু কোনও ক্ষেত্রে টনসিল ছোট হয়ে স্বাভাবিক না হলে এর প্রয়োজন হয়।

হিপার সালফার ২০০– টনসিলের উপর সাদা ছোট ফোড়ার ক্ষত হলে এর দ্বারা উপশম হয়।

ব্যারাইটা কার্ব ২০০, ১০০০– এর দ্বার বৃহৎ টনসিল (বিশেষত বোকা প্রভৃতির লোকদের) ক্রমশ ছোট হয়ে স্বাভাবিক হবে (কোনও ক্ষেত্রে থুজাও প্রযোজ্য)

মামস বা পোরাটাইটিস : বেলেডোনা, ৬, ৩০– গলদেশে এবং ওর উপরিভাগে যেকোনও রকম ব্যথা ফোলা (এর সঙ্গে জ্বরও হতে পারে), প্রভৃতির অতি প্রথমাবস্থায় এটা প্রয়োগ গরলে ওই রোগ আর বৃদ্ধি না হয়ে অনেকক্ষেত্রে সেরে যায়।

মার্কোপ্রোটো বা বিন আয়োড : উপরোক্ত টনসিল অধ্যয় বর্ণিত নিয়মে প্রযোজ্য এবং

www.fb.com/shifakhana

www.shifakhana.com

এটাই এই রোগের শ্রেষ্ঠ এবং প্রায় সবক্ষেত্রেই উপশমকারী ওষুধ।

ক্যাপসিকাম ৩x,,৬, ৩০– কর্ণমূলে (কানের পিছনে) হাড়ের ভিতরে ম্যাসটয়েড প্রসেস, ব্যথা জ্বালা প্রভৃতি হলে ফুলে উঠলে এটাই উপশমকারী ওষুধ।

❑ **গ্রন্থি বা গ্ল্যান্ড ফোলা** :– গলদেশে বগলে কুচকিতে বা অন্য কোথাও গ্লান্ড ফুললে উপরোক্ত মার্ক প্রোটো বা বিন আয়োড উপরোক্ত নিয়মে প্রয়োগ করলে উপশম হবে (প্রথমাবস্থায় বেলেডোনা দিতে হয়)

আর্স আয়োড : চোয়ালের নীচের গ্ল্যান্ডগুলি দু'দিকে প্রায় সমভাবে ফুললে (এর সঙ্গে জ্বর হলেও) অনেকক্ষেত্রেই এতে উপশম হয়।

কোনায়াম ২০০, ১০০০–ঘাড়ে বা গলায়, গ্ল্যান্ড বা তদ্রূপ টিবলি, ফুলে শক্ত হলে ক্যানসার বা ওইরকম মনে করলে এবং কম বা বেশি মাথাঘোরা থাকলে (বিশেষত বৃদ্ধদের) এরদ্বারা উপশম হয়।

❑ **স্বরভঙ্গ** :– কষ্টিকাম ৩০, ২০০– যে কোনও রকম স্বরভঙ্গে এতে উপকার হবে, তবে সকালে বেশি হলে এটাই শ্রেষ্ঠ এবং এতে উপশম হবে (বাকশক্তি লোপ হলে) বথ্রপস ৩০ এবং স্মৃতিশক্তি লোপে এনাকার্ডিয়াম দিতে হয়।

ফসফরাস ৩০, ২০০– সন্ধ্যাবেলা, স্বরভঙ্গ বেশি হলে এতে উপশম হয়।

আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম ৩০, ২০০– সবক্ষণ একই রকম স্বরভঙ্গে এটা প্রযোজ্য।

❑ **গলগণ্ড আয়োডিন** ২০০, ১০০০– (কারও মতে পূর্ণিমার পরে লক্ষশক্তি পরপর চার রাতে প্রযোজ্য) এটাই শ্রেষ্ঠ এবং বহুক্ষেত্রে উপশম হয়েছে। এদের পেটে বায়ু জন্মে, হজম হয় না, কিন্তু কোনও রকম খাদ্যে অরুচি হয় না।

দ্রষ্টব্য– এটা ছাড়া গলগণ্ড খুব শক্ত মনে হলে ক্যালকেরিয়া ফ্লোর খুব নরম হলে লেপিস আলবা এবং ঘুমের ভিতর শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম (ল্যাকেসিস) স্পঞ্জিয়া, (উচ্চশক্তি) প্রযোজ্য। কোনও ওষুধে উপকার না হলে, থাইরয়োডিনাম ২০০, ১০০০ দিতে হবে।

❑ **গায়কদের গলদোষ** : জিপার সালফার ২০০ সর্দিকাশিতে প্রায়ই গলাব্যথা, ঢোক গিলতে ব্যথা, কখনও পাকা কফ বের হয় খুব শীত কাতুরে এরকম হলে এটা প্রযোজ্য।

কেলিবাইক্রম ৩০, ২০০– গলা আটকা ভাব, মাঝে মাঝে শ্লেষ্মা বা কিছু এসে যেন ওইরকম হয়, এজন্য প্রায়ই গলা খাঁকারি দিতে হয়, তবে শব্দ বা গান পরিষ্কার হয়। সর্দি জমে কপালে বা মাথা ব্যথা হলে এতে উপশম হয়। খুব আঠার মতো হরিদ্রাভ গয়ের নির্গত হয়।

আর্স আয়োড ৩০, ২০০– জটিল বা চাপা সর্দি কাশির জন্য ফুসফুসে অধিক শ্বাস বা বায়ু নিতে না পারায়, সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা বা দ্রুত চলাফেরার সময় যদি হাঁপ ধরে বা শ্বাস কষ্ট হয়, এজন্য গানের সময় দম রাখা বা গলা চড়াতে না পারলে, এটা প্রযোজ্য।

কেলি আয়োড ৩০, ২০০– জটিল সর্দি কাশিতে বা কোনও কারণে স্বরযন্ত্রের পর্দা পুরু হলে অথবা ওর ওপর ছোট ডিম্বাকৃতি পদার্থ জন্মালে স্বর বা গলা মোটা বা ভারী হয় এবং

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

গান পরিষ্কার বা স্পষ্ট হয় না। এইরকম ক্ষেত্রে এতে ওইরকম গলা বা গান পরিষ্কার হবে (ক্যালকেরিয়া ফ্লোর)।

এরাম ট্রাইফিলিয়াম ৩০, ২০০–উঁচুতে গলা চড়াতে পারে না, ওতে স্বর অন্যরকম হয়। বিভিন্ন রকম শব্দ বের হয়, যেন নিজের আয়ত্তে থাকে না। কানে স্বর ভঙ্গ হলে, ২০০ শক্তি একমাত্রাতে দ্রুত ওটা সেরে যায়। ঠোঁট ও নাক চুলকায় এবং গলায় চুলকানির জন্য কাশি হয়।

আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম ৩০, ২০০– গলায় পশ্চাৎ দেওয়ানে ছোট ডিম্বাকৃতি পদার্থের উৎপত্তিসহ কাশি জ্বালাভাব (ফেরিঞ্জাইটিস) ও স্বরভঙ্গ, গরম পানীয় বা কেশে গলা পরিষ্কার করলে সাময়িক উন্নিত হলে এটা প্রযোজ্য।

❑ **বিষম লাগা** : শ্বাসনালিতে কিছু প্রবেশ করলেই সাময়িক বিষম লাগে। ঘুমের ভিতর শ্লেষ্মা ঢুকে অথবা কোনও কঠিন খাবারবস্তু শ্বাসনালিতে ঢুকে বের না হলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুও হতে পারে। এইরকম বুঝলে তৎক্ষণাৎ এন্টিম টার্ট ৫, ৩০ ঠোঁটের ভিতর দিলে ওটা বের হয়ে জ্ঞান ফিরবে। তারপরে ল্যাকেসিস ২০০ দিলে ঘুমের ভিতর আর ওইরকম হবে না।

❑ **গলায় কাঁটা বোধ** : এতে সাইলিশিয়া ২/১ মাত্রা দিলে নিশ্চয়ই পরবর্তী দিনের ভিতরে ওটা বের হয়ে যাবে।

ডিপথিরিয়া

এতে প্রথমে গলদেশে অত্যধিক ব্যথা, ঢোক গিলতে বা কিছু খেতে কষ্ট, জ্বর এবং মুখে লালাস্রাব দেখা দেয়। গলদেশে ব্যথাযুক্ত একরকম পর্দা জমে দ্রুত বিস্তারিত হয়, শ্বাসনালি রুদ্ধ করে দেয়, শ্বাসকষ্ট ক্রমশ অধিক হয়ে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়। সেপটিক টনসিলে একরকম পর্দা বেড়ে বা ক্ষত হয়ে, জ্বর ও গলাব্যথা হলে, ডিপথিরিয়া হয়েছে বলে অনেকেই মনে করে থাকেন, কিন্তু ওটা মার্ক প্রোটো বা বিন আয়োড দিলেই সাধারণত কমে যায়।

মার্ক সায়েনেটাস ৬, ৩০– এই রোগের প্রথম হতেই এটা শ্রেষ্ঠ ওষুধ। বায়োকেমিক মতে কেলি মিউর ৬x, শ্রেষ্ঠ। এজন্য পর্যায়ক্রমে এই দুটি ওষুধ এক ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এইভাবে উপশম হবে।

কেলিবাইক্রম ৬, ৩০– উপরোক্ত ওষুধে বা কোনও কারণে গলার সর্দি বা লালা অত্যধিক আঠাল হয়ে ফেলতে গেলে সুতোর মতো ঝুলতে থাকে এবং হরিদ্রাভ হলে এবং জিভের পশ্চাতাগত হলুদ বর্ণ দেখায়, তখন এটা প্রযোজ্য।

ফাইটোল্যাক্কা ৬, ৩০ : অত্যধিক জ্বালাময়ী ব্যথা যদি কান পর্যন্ত বিসৃত হয়, গলায় জাম রং এর পর্দা পড়ে এবং ওতে সাদা বিন্দু বিন্দু ফোড়ার মতো দেখালে এর প্রয়োগ বিধেয়।

❑ **তোতলামি** : গলদেশ অথবা ঘুমে আয়ত্তহীন আক্ষেপ বা খেচুনি অথবা টেনে ধরাবার জন্য কোনও শব্দ উচ্চারণ করতে বা কথা বলবার সময় এইরকম হয়ে যায়।

স্পাইজিলিয়া ৩০, ২০০– শব্দের প্রথম অক্ষর মধ্যে মধ্যে আটকালে (এজন্য ওটা ৩/৪ বার উচ্চারণ করে) এবং তারপর খানিকটা ঠিক বলে কিন্তু আবার ওইরূপ আটকায়-এ অবস্থায় এটা প্রযোজ্য। এতে উপকার না হলে স্ট্র্যামোনিয়াম দিতে হয়।

www.shifakhana.com

স্ট্র্যামোনিয়াম ৩০, ২০০ – কোনও শব্দের প্রথম অক্ষর উচ্চারণ করতে খুব কষ্ট হয়, এজন্য চোয়াল ও ঘুমের খুব বিকৃতিও হতে পারে। তারপর খানিকটা ঠিক বলে কিন্তু পুনরায় ওইরকম হলে এটাই প্রদেয়।

সিকিউটা ৩০, ২০০– প্রথম অক্ষর বা শব্দ না আটকে পরে আটকালে এটা প্রযোজ্য।

হাইওসায়েমাস ৩০, ২০০– কথা আটকানোর সঙ্গে অস্পষ্ট শব্দ বের হলে এটার প্রযোজ্য হয়।

হিপার সালফার ২০০, ১০০০– পুরোনো সর্দি কাশির জন্য এরকম বা বহুদিন সর্দিকাশিতে ভুগবার পরে এরকম হলে এটা উপশমকারী।

বোভিষ্টা ২০০ : দদ্রু বা দাদরোগের সঙ্গে বা ওটা চাপা পড়ে হলে এটা প্রযোজ্য।

কষ্টিকাম ২০০, ১০০০– গলদেশে আংশিক পক্ষাঘাত কারণে অথবা টেনে ধরবার জন্য তোৎলামি হয় এজন্য প্রথমেই এটা প্রযোজ্য। এতে উপকার না হলে উপরোক্ত ওষুধের প্রয়োজন হয়।

❑ **মুখ বেঁকে যাওয়া** : এটাও উপরোক্ত কারণে ঠোঁটের একদিক বেঁকে যায়।

কষ্টিকাম ৩০, ২০০, ১০০০– বহুক্ষেত্রেই এতে উপশম হয়। শীতকালে শ্লেষ্মা প্রধান লোকের অতিশয় ঠান্ডালাগার কারণে হতে পারে। তখন কষ্টিকাম উপকার না হলে হিপার সালফার ২০০ দ্বারা উপশম হয়।

নাক, চোখ মুখের নর্তন রোগ

আয়ত্তহীন বা অনৈচ্ছিক কম্পন বা নর্তন রোগে সমস্ত শরীর বা যে কোনও অংশ কাঁপলে বা মধ্যে মধ্যে টানলে (বিশেষত চোখ) এগারিকাস ২০০ সবপ্রথমে প্রদেয়, যদি ঘুমালে ওইরকম না হয়। (কেবলমাত্র ঘুমের মধ্যে ওইরকম হলে ল্যাকেসিস, জিঙ্কাম মেট, জিজিয়া)।

ইগনেশিয় ৩০, ২০০– কোনওরকম ভয় বা শোকের কারণে মুখের কোনও অংশ অথবা সারা শরীর কাঁপা হলে এটা প্রযোজ্য। (কেবলমাত্র হাতের হলে ল্যাকটুয়া ভিরোসা)।

মিগেলি ৩০, ২০০– অত্যধিক কম্পনে (বিশেষত মুখমণ্ডলে) যদি ঘুমলে নিবৃতি হয়, তবে এতে উপশম হবে। অনেকক্ষেত্রে হয়েছে।

কোনিয়াম ৩০, ২০০– বৃদ্ধদের পক্ষে উপযোগী। যে কোনও রোগের সঙ্গে মাথা ঘোরা থাকলে এটা প্রযোজ্য।

টরেন্টুলা হিসপেনিয়া ৩০, ২০০– মাথা, হাত পা বা কোথাও অনবরত, (ঘুমলে নয়) কাঁপলে, এবং এতে কোনও কার্য করতে না পারলে বা খুব অসুবিধা হলে এটাই শ্রেষ্ঠ।

মাথা যন্ত্রণা (সর্বাধিক)

❑ **মাথাধরা** : বেলেডোনা ৬, ৩০– চোখমুখ লাল, মাথায় দপদপানি যন্ত্রণা, মাথা আবৃত

www.shifakhana.com

করলে, পিছনের দিকে হেলালে, চোখ বুজে হেলান দিয়ে (অর্দ্ধশায়িত) শুলে আরাম বোধ, কিন্তু চেপে ধরলে, শুলে অথবা ঠান্ডা জলে ধুলে আরামবোধ হয় না। শরীর অপেক্ষা মাথা বেশি উত্তপ্ত থাকে।

গ্লোনয়েন ৬, ৩০– মাথা তীব্র যন্ত্রণাসহ ভারীবোধ হলে শ্রেষ্ঠ, যদি তালুতে চেপে ধরলে এই যন্ত্রণা ভারীবোধ কম মনে হয় পিছনে হেলালে কোনও আরাম না হয়। (আরাম হলে বেলেডোনা) খোলা বাতাস বা ঠান্ডা জলে ধুলে আরামবোধ। ব্লাডপ্রেসার রোগীর এরকম হলে এটা প্রথমেই প্রযোজ্য। (কমলে ল্যাকেসিস, ২০০ দিলে পুনরায় এরকম হবে না)

ব্রায়োনিয়া ৩০, ২০০– কাশি শুষ্ক হলে এবং প্রতি কাশিতে মাথায়, বুকে বা পেটে যন্ত্রণার বৃদ্ধি এবং ওই স্থান চেপে ধরে কাশলে কিছু আরামবোধ কোষ্ঠবদ্ধতা এবং জিভের অগ্রভাগ পর্যন্ত সাদা লেপাবৃত হলে, এটা প্রযোজ্য।

ম্যাঙ্গুনেরিয়া ৩০, ২০০– মাথায় ডানদিকে ডান কপাল এবং ডান চোখ আক্রান্ত হলে এবং সকাল থেকে শুরু হয়ে বেলা ১২টায় সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হয়ে কমতে থাকে এবং সন্ধ্যায় নিবৃত্তি বা সর্বাপেক্ষা কম হলে এটা প্রদেয়। (ওইরকম বাঁদিকে হলে স্পাইজিলিয়া ২০০ এবং কেবলমাত্র রাত্রিবেলায় মাথা ধরলে সিফিলিনাম ২০০)।

জেলসিমিয়াম ৩০, ২০০– মাথায় খুব ভারী বোধ (বিশেষত পিছনের দিকে) অত্যধিক দুর্বলতা কোনওরকম নড়াচড়া করতে অনিচ্ছা এবং চোখ বুঝে ঝিম ধরে থাকতে চায়, কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে না, পিপাসা নেই, নড়াচড়ায় শরীরে কম্পন বোধ, এরকম অবস্থায় এতে আরোগ্য হবে। সাধারণত সর্দিজ্বরের পরে এইরকম দেখা যায়। এর প্রয়োগে ওই দুর্বলতা তাড়াতাড়ি উপশম হবে।

কেলিবাইক্রম ৩০, ২০০, ১০০০– জটিল এবং বহু পুরোনো সর্দিতে মাথায় বিশেষত কপালে (কারণ, কপালে গর্তময় স্পঞ্জি অস্থি থাকে, ওর ভিতরে সর্দি শুকিয়ে বের হতে পারে না, আঠার মতো আটকায় ও যন্ত্রণা হয়) অত্যধিক কামড়ায় এবং হলুদ বর্ণের কফ অতি কষ্টে নির্গত হয় এবং মুখ বা নাক হতে সহজে পড়তে চায় না, সুতার মতো ঝুলতে থাকে। এরকম ক্ষেত্রে এটাই প্রশস্ত।

ইগ্নেশিয়া ৩০, ২০০– চাপা দুঃখ কষ্টে এবং মানসিক উত্তেজনায় এটা হলে বা ওর বৃদ্ধি হলে এর প্রয়োজন হয়।

মাথাঘোরা

কোনিয়াম ৩০, ২০০– যে কারণেই হোক এতে সর্বাধিক মাথাঘোরা কমে যায় এবং এর সঙ্গে অন্যরোগ (যত কঠিনই হোক) ক্রমশ কমে যায়। রাস্তায় চলাকালীন হঠাৎ ডান বা বাঁয়ে তাকালে অথবা কিছু সময় বসবার পরে উঠে দাঁড়ালে মাথাঘোরা এতে কমে যায়।

ককুলাস ৩০, ২০০– চলন্ত বাস, ট্রাম বা কোনওরকম গাড়িতে উঠলে মাথাঘোরা বমি প্রভৃতি হলে এটাই অব্যর্থ ওষুধ।

www.fb.com/shifakhana

www.shifakhana.com

দ্রষ্টব্য : চোখ খুললেই মাথা ঘুরলে– ট্যাবাকাস, চোখ বুজলেই মাথাঘোরায় মেরিডিয়ান, বুক ধড়পড়ানিসহ মাথাঘোরায় ফসফরাস ৩০ প্রযোজ্য।

মূর্ছা এবং মৃগীরোগ

বেলেডোনা ৬, ৩০– ব্লাড প্রেশারের কারণে বা কোনও কারণে মাথায় হৃৎপিণ্ডে বা অন্যকোথাও রক্ত জমে বা অন্য কারণে রোগী নিশ্চল, নিশ্চুপ, (দাঁত কপাটী ও লাগতে পারে) হয়ে থাকলে এতে ভালো হবে, উক্তরূপ কারণে রোগী ছটফট করলে, একোনাইট ৬, ৩০ দ্বারা উপশম হয়।

ইগ্নেশিয়া ৩০– চাপা দুঃখকষ্ট বা ঝগড়ার কারণে বুকে চাপাবোধ হলে এটা প্রযোজ্য।

মক্কাস ৩০, ২০০– এতেও বুকে চাপবোধ ও আসন্ন শ্বাসরোধ দেখা দেয়, এজন্য মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস নেয় (গ্রিন্ডেলিয়া) ক্ষণিক মূর্ছা, মৃগীরোগ, হাত পা ছোড়ে খেচুনি ইত্যাদি মানসিক উত্তেজনা (ঝগড়া, শোক, দুঃখ প্রভৃতি) কারণে দেখা দিলে (ইগ্নেশিয়ার মত) এর প্রয়োজন। (ইগ্নেশিয়ায় উপকার না হলে এটা প্রদেয়)।

ভেলিরিয়েনা ৬, ৩০– শরীরে খুব হালকা বোধ, যেন হাওয়ায় উড়ছে, মাথার শীতলতা এবং কি যেন গরম পদার্থ গলায় উঠে এসে শ্বাসরোধ করছে এবং ফিট হওয়া (বা কোনও রোগ) সামান্য শব্দে উপস্থিত হলে বা বেশি হলে এর প্রয়োজন হয়। জিঙ্ক ডেলিরিয়েন্ট, ২x, বহু মৃগীরোগী উপশম করেছে।

সিনা ৩০, ২০০: মূর্ছা, ফিট হওয়া বা মৃগীরোগ ক্রিমির করাণে হতে পারে। সুতরাং রোগী বদমেজাজি, সামান্য কারণে চিৎকার করে চোখের নিচে কালিমা পড়ে ইত্যাদি ক্রিমি লক্ষণ থাকলে এতে ওইসব উপশম হবে।

ক্যাক্টাস ৬, ৩০– হৃৎপিণ্ডে (বুকের বাঁদিকে) সংকোচন বোধ (কেউ যেন চেপে ধরেছে) সহ মূর্ছায় এটাই শ্রেষ্ঠ।

❑ **মস্তিষ্কে রক্ত জমা, রক্তক্ষরণ (সন্ন্যাস রোগ)**:– ব্লাড প্রেসার বা কোনও কারণে মাথার ভিতরে কোথাও রক্ত জমাট বেধে থাকলে, ডান দিকে থাকলে বা অঙ্গ সমূহের পক্ষাঘাত হয় এবং বাঁদিকে থাকলে ডান অঙ্গের ওইরূপ হয়। এতে প্রথম থেকেই বথ্রপস ৬, ৩০ প্রয়োগ করলে ওইরূপ পক্ষাঘাত হতে পারে না বা হলে ক্রমশ উপশম হয়।

❑ **রক্তক্ষরণ হওয়া** : আরও বা খুবই বিপজ্জনক। কোনও ওষুধ বা আপনা হতে ওটা রোধ না হলে রোগী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে এবং ৩/৪ দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়।

❑ **চিকিৎসা** : অতি প্রথমে বেলেডোনা ৬, ৩০–৫/১০/২০ মিঃ অন্তর কমলে ১/২/৩ ঘণ্টা অন্তর প্রদেয়। এতে উপকার না হলে, অনেকক্ষেত্রে রোগীর নাক ডেকে শ্বাস প্রশ্বাস হতে থাকে এবং খুব ঘাম হয়। তখনই ওপিয়াম ৬, ৩০, উপরোক্ত ভাবে প্রয়োগ করলে ক্রমশ ওই রোগের উন্নতি হতে পারে। (অস্থিরতা থাকলে, ফসফরাস ৬ দ্বারাও ওই রক্তক্ষরণ বন্ধ হতে পারে)।

❑ **মস্তিষ্কে টিউমার**: **কেলি আয়োড** ২০০– এতে উপশম হয়েছে। এটা হলে

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

অনেকক্ষেত্রে দারুণ বমি দেখা দেয়, যা এপোমফিয়া ৬, দ্বারা নিবারিত হয়। (এটা শরীরে নানাস্থানে টিউমারের মতো টিবলি হলেও উপশম করে)।

❑ **অন্যান্য ওষুধ** : ব্যারাইটা কার্ব, প্লাম্বম মেট, কোর্মিয়াস।

বক্ষদেশের পীড়াসমূহ

❑ **শুষ্ককাশি একোনাইট** ৬, ৩০: কোনও কারণে হঠাৎ কাশি শুরু হলে (বিশেষত শীতকালে) অতি প্রথমাবস্থায় এতে উপশম হবে।

ব্রায়োনিয়া ৬, ৩০, ২০০ : এর দ্বিতীয়বস্থায় অবিরত শুষ্ক কাশিতে এটাই শ্রেষ্ঠ ও প্রথমেই প্রযোজ্য। এতে কাশলেই বুকে ব্যথা লাগে, কিন্তু বুক চেপে ধরে কাশলে কিছুটা আরামবোধ কোষ্ঠবদ্ধতা ও জিভের অগ্রভাগ পর্যন্ত সাদাটে ময়লা এবং অনেকক্ষণ অন্তর বেশি পরিমাণে জলপিপাসা থাকে। রোগী নড়াচড়া করে না।

কেলিবাইক্রম ৩০, ২০০– যে কাশি অতিশয় শুষ্ক, একটু না উঠলে নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু আঠার মতো, মুখ হতে পড়তে চায় না, সুতোর মতো ঝুলতে থাকে, হলদেটে গয়ারের সঙ্গে রক্তদাগও থাকতে পারে, তাতে এটা প্রযোজ্য।

স্পঞ্জিয়া ৩০, ২০০–অত্যধিক শুষ্ক কাশি, কাশলে ঘড়ঘড় শব্দে বিকট আওয়াজ হয় (করাত দ্বারা পাতলা কাঠ কাটাবার সময় যেমন শব্দ হয়)। একটুও গয়ার নির্গত হয় না। ড্রসেরা–কিছুতেই অবিরত কাশি না কমলে ড্রসেরা ৬, ৩০ দ্বারা নিশ্চয় কমবে।

কস্টিকাম ৩০, ২০০– কাশতে কাশতে স্বরভঙ্গ হলে এটা প্রযোজ্য। কাশির চাপে প্রস্রাব নির্গত হলে এটাই প্রাথমিক শ্রেষ্ঠ ওষুধ (কোনিয়াম, পালসেটিলা, রিউমেক্স সাইলি।)

রিউমেক্স ৬, ৩০– অবিরত শুষ্ক কাশিতে এটা অতি প্রয়োজনীয় যদি ওই কাশি শীতলতায় বৃদ্ধি হয় এবং রোগী শীতকাতুরে হয়।

হয়োসায়েমাস ৩০, ২০০–আলজিভ বেড়ে গলায় শুড়শুড়ি লাগার কারণে অবিরত শুষ্ককাশি, শুলে বৃদ্ধি (কোনিয়াম বৃদ্ধদের পক্ষে) স্টিকটা ২০০ দ্বারাও ওই কাশির নিবৃত্তি হয়।

পালসেটিলা ৬, ৩০– রাতে শুষ্ক কাশি কিন্তু সকালে গয়ার ওঠে, যদি পিপাসা না থাকে, খোলা হাওয়ায় কাশি কমে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা না থাকে। কাশলে অসাড়ে মুত্রত্যাগ।

কেলিকার্ব ৩০, ২০০– কাশি বা কোনও উপসর্গ রাতে প্রায় তিনটে (২-৪টের) ভিতরে দেখা দেয় বা বেশি হয়, তবে ওটা এবং ওটার সঙ্গে অন্য রোগ থাকলেও উপশম হবে। (৪টে থেকে ৬টার মধ্যে হলে, কেলি আয়োড)।

স্ট্যানাম মেট ৩০, ২০০– এর গয়ারে বা মুখে মিষ্ট স্বাদ থাকে (নোনতা বা ফেনাযুক্ত গয়ার মুখে নোনতা স্বাদ কেলি আয়োড)। দিনে গয়ার নির্গত হয় কিন্তু রাতে শুকিয়ে যায়।

❑ **সরল কাশি হিপার সালফার** : প্রচুর পাতা গয়ার হলে সর্বপ্রথমে প্রযোজ্য।

নেট্রাম সালফ ৩০, ২০০– বুকে শ্লেষ্মা ঘড়ঘড় করে বিশেষত সকালে ৪-৫টার সময়। একটুও ঠান্ডা জল বা জলীয় হাওয়া সহ্য হয় না, আঠার মতো প্রচুর গয়ার ওঠে।

www.fb.com/shifakhana

www.shifakhana.com

এন্টিম টার্ট ৬, ৩০– বুকে গলায় উক্তরূপ ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যায় ও কাশলে প্রচুর গয়ার ওঠে। (জ্বর ও সরল কাশির সঙ্গে বমি থাকলে ফসফরাস ৬, শ্রেষ্ঠ)।

দ্রষ্টব্য: এটা ছাড়া ইপিকাক, চেলিডোনিয়াম, সালফার, কেলি মিউর, প্রভৃতি, ঢিলা কাশিতে প্রয়োজন হতে পারে। শিশুরোগ অধ্যায়ও দ্রষ্টব্য। মুখে ও গলায় অত্যন্ত শুকনা–ব্রাইও, কেলিবাই অথবা নাক্সমস্ক্যাটায় না সারলে কেলি মিউর ৬x (বিচুর্ণ) দ্বারা উপশম হয়।

হাঁপানি কাশি

সর্দিকাশির চাপা চিকিৎসা বারবার করলে জটিল ব্রঙ্কাইটিস রোগের উৎপত্তি হয় এবং ক্রমশ শ্বাসকষ্ট দেখা যায়। এইরকম জটিল ব্রঙ্কাইটিস জনিত হাঁপানি রোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

চিকিৎসা : আর্স আয়োড ৬, ৩০, ২০০– প্রায় সবক্ষেত্রেই এতে উপকার হয়, যদি কোষ্ঠবদ্ধতা না থাকে। রোজ মলত্যাগ হয় এবং সারা শরীরে জ্বালা থাকে যা গরমে আরাম হয়।

আর্সেনিক অ্যালবাম ৩০, ২০০– রাত্রিতে ১২টার মধ্যে হাঁপানির টান আরম্ভ হলে বা বেশি হলে, এটা প্রযোজ্য। (২-৪টের মধ্যে ওইরূপ হলে ক্যালি কার্ব এবং ৪-৬টার মধ্যে হলে কেলি আয়োড প্রয়োজন হতে পারে। ঘুমের ভিতর বা পরে হলে ল্যাকেসিস, ৩০)

এন্টিম টার্ট : ঢিলা কাশি গলায় ও বুকে ঘড়ঘড় শব্দসহ সর্দি বসে গিয়ে শুকনো টান হলেও) এতে আরাম হবে। এতে প্রচুর গয়ার ওঠে (পালসে, কক্কাস)।

কেলিবাইক্রম ৩০, ২০০– কতকটা শুকনো কাশি, কিছুটা না ওঠা পর্যন্ত ওর নিবৃত্তি হয় না, খুব আঠার মতো যেন গলায় জড়িয়ে থাকে, মুখ হতে পড়তে চায় না, সুতোর মতো ঝুলতে থাকে, ওর সঙ্গে রক্ত থাকতে পারে।

স্পঞ্জিয়া ৬, ৩০– গলায় ও বুকে সাঁই সাঁই শব্দসহ শুকনো টান হলে এতে অনেক ক্ষেত্রে উপকার হয়। কাশলে ঘড়ঘড় শব্দে যেন করাত দিয়ে পাতলা কাঠ কাটবার শব্দ হচ্ছে।

ড্রসেরা ৬, ৩০ : শুকনো দমকা কাশি অনেকক্ষণ ধরে (হুপিং কাশির মতো), যেন দম বের হয়ে যাবে। কেলিবাই বা কোনও ওষুধে উপকার না হলে, এতেই কমে যায়।

ব্লাটা ওরিয়েন্টালিস Q– মূল অরিষ্ট– জলের সঙ্গে দুই ফোঁটা করে রোজ দু'বার প্রয়োগ করলে অনেকক্ষেত্রে হাঁপানির টান কমে যায়। সালফার ৩০, ২০০– যাদের চর্মপীড়া বর্তমান অথবা বসে গিয়েছে তাদের পক্ষে প্রযোজ্য। পেটে জ্বালা বা গরম বোধ, হাত পা-র তালুতে ওইরূপ ইত্যাদি এর লক্ষ্মণ। অত্যন্ত হাওয়াতে আরাম হলে –কার্বোভেজ ৩০।

দ্রষ্টব্য : (১) উপরোক্ত ওষুধ দ্বারা হাঁপানির টান কম থাকলে, এই রোগ সমূলে বিনষ্ট করতে, প্রায় সবক্ষেত্রেই মেডোরিনাম ১০০০ সি, এস প্রয়োগ করতে হয়। কোনও ক্ষেত্রে নেট্রাম সালফ, সিফিলিনাম, থুজা, ক্যালকেরিয়া কার্ব, সাইলিশিয়া, ব্যসিলিনাম প্রভৃতির উচ্চশক্তি প্রয়োগ করতে হয়।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

(২) হাঁপানির টান আসবার শুরুতেই কুপ্রাম মেট ৬, ৩০ এবং ম্যাগফস ৬x পৃথক বা পর্যায়ক্রমে ১০/১৫ মিঃ অন্তর প্রয়োগে ওটা নিবারিত হয়। ওটা বেশি হলে আর্সেনিক ৬, ৩০ এবং হাইড্রোসিয়াটিক অ্যাসিড ৬ পর্যায়ক্রমে ১০/১৫ মিঃ অন্তর প্রদেয়। এতেও না কমলে ল্যাকেসিস ৩০ একমাত্র অব্যর্থ।

প্লুরিসি : ফুসফুসের উপরিভাগ দুটি পর্দার দ্বারা আবৃত থাকে। ওই পর্দা দুটির অভ্যন্তর কোথাও জল জমে অথবা শুকনোভাবে প্রদাহ হলে এই রোগের উৎপত্তি হয়। এর সঙ্গে ঘুসঘুসে জ্বর ও সুচিবিদ্ধবৎ বুকেও ব্যথা থাকে। অবহেল করলে ওটা ফুসফুসের অভ্যন্তরে গিয়ে যক্ষারোগ হতে পারে। এর ব্যথা একই স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে, (প্লুরোডাইনিয়া হলে ব্যথা ২/৩ ইঞ্চি চলাফেরা করে)।

একোনাইট ৬, ৩০– অতি প্রথমাবস্থায় এটা প্রয়োগ করলে ৩/৪ দিনের মধ্যে ওটা উপশম হবে। মৃত্যু ভয়, অস্থিরতা, ঘর্মহীনতা পিপাসা প্রভৃতি এর লক্ষ্মণ থাকলে প্রদেয়।

ব্রাইয়োনিয়া – এই রোগের দ্বিতীয়বস্থায় অথবা একোনাইটে উপকার না হলে এটা প্রযোজ্য। সূচ ফোটান ব্যথা, ওই স্থানে চেপে শুলে আরাম, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, শুষ্ক কাশি, পিপাসা, কোষ্ঠবদ্ধতা, ময়লাযুক্ত জিহ্বা প্রভৃতি লক্ষণ থাকলে প্রদেয়।

ক্যালিকার্ব ৩০, ২০০– এতেও ব্রায়োনিয়ার মতো মধ্যে মধ্যে সুচ ফোটান ব্যথা হয়, তবে ওই স্থানে চেপে শুতে পারে না এবং বিশ্রামে আরাম হয় না বরং চলাফেরায় কিছু উপশম হয়। চোখের উপরপাতা ফোলা ভাব থাকে এবং পেটে অত্যন্ত বায়ুর প্রকোপ হয়। যে কোনও খাদ্যবস্তু পেটে গেলেই যেন বায়ুতে পরিণত হয়। রাত্রি ২-৪টের রোগের বৃদ্ধি।

এপিস মেল ৩০, ২০০—এতে ওই স্থানে মধ্যে মধ্যে তীব্র সুচ ফোটান ব্যথা আছে তবে ওর সঙ্গে জ্বালা থাকে। পিপাসাহীনতা, স্বল্পমূত্র এবং চোখের নীচের পাতার ফোলাভাব থাকে। এটা ওই স্থানের জলীয় পদার্থ শুকিয়ে দেয় (ওই স্থানে সুচ ফোটান ব্যথার সঙ্গে অত্যন্ত কাশি এবং পিপাসাহীন, বহুমূত্র রোগ থাকলে, স্কুইলা প্রযোজ্য।

এপিস ফুসফুসে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা কমাতে পারে (সালফার, এতে না কমলে)

প্লুরোডাইনিয়া : এটা বক্ষ পাঁজরার মাংস পেশিতে বাত এবং প্লুলিসির ব্যথার মতো কষ্টদায়ক, তবে এই ব্যথা একস্থানে থাকে না। মধ্যে মধ্যে ২/৩ ইঞ্চি সরে যায়। ওই রোগের ব্যনান কুলাস বম্বোসাস ৩০, ২০০ শ্রেষ্ঠ। এর ব্যথায় জ্বালা থাকে, চাপলে বা নড়াচড়ায় বৃদ্ধি।

দ্রষ্টব্য : এই রোগে সালফারেও প্রয়োজনীয় যখন নির্দিষ্ট ওষুধে উপকার না হয়।

নিউমোনিয়া

এক বা দুই (ডাবল নিউমোনিয়া) ফুসফুসে প্রদাহকে নিউমোনিয়া বলে। ফুসফুসের অভ্যন্তর ফুলে ওঠে ব্যথা হয় এবং ওর ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আসে, এজন্য শ্বাসকষ্ট হয় এবং যন্ত্রণাদায়ক কাশি ও অত্যন্ত জ্বর দেখা দেয়।

www.fb.com/shifakhana

www.shifakhana.com

একোনাইট ৬, ৩০– অতি প্রথমাবস্থায় এটা প্রয়োগ করলে ৩/৪ দিনের মধ্যে ওটা
আরোগ্য হবে। মৃত্যু ভয়, অস্থিরতা; ঘর্মহীনতা পিপাসা প্রভৃতি এর লক্ষণ থাকলে প্রদেয়।
বাইয়োনিয়া : এই রোগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। মৃত্যুভয় অস্থিরতা (ছটফটকরে)। ঘর্মহীনতা
পিপাসা প্রভৃতি এর প্রধান লক্ষণ। চোখমুখ লাল, অস্থিরতা নেই, চুপচাপ থাকে, পিপাসা ও
কোষ্ঠবদ্ধতা নেই মাথা শরীরের অপরাংশ হতে অত্যধিক গরম ইত্যাদি হলে, বেলেডোনা
৬, ৩০ প্রযোজ্য। বমিভাব ও বমি থাকলে ইপিকাক শ্রেষ্ঠ।
ব্রায়োনিয়া এবং কোলিকার্ব :– এই রোগের দ্বিতীয়বস্থায় প্রযোজ্য। এদের লক্ষণ প্লুরিসি
অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এন্টিম টার্ট : এই রোগের পরবর্তী অবস্থায় যখন কাশি ঢিলা হয় বুকে ও গলায় ঘড়ঘড়
শব্দ হয় কিন্তু বিশেষ কিছু ওঠে না, তখন এটা প্রয়োগ করলে ওই ঢিলা কাশি উঠে বুক ক্রমশ
পরিষ্কার হবে।

ফসফরাস ৬, ৩০– বুক ভারী ও ভর্তি মনে হলে, ঠান্ডা জলের পিপাসা কিন্তু যাই খাবে
সম্পূর্ণ বমি হয়ে যায়, অস্থিরতা, জিহ্বা ময়লা প্রভৃতি লক্ষণে এটা প্রযোজ্য।
দ্রষ্টব্য : বর্দ্ধিত অবস্থায় দুর্গন্ধযুক্ত গয়ার উঠলে কর্বোভেজ (যদি মাথায় খুব হাওয়া
চায়), অথবা ঠোঁট, নাক ও আঙ্গুলের ডগা প্রভৃতি নীলবর্ণ, অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট হলে ল্যাকেসিস,
৩০ প্রদেয়।

যক্ষারোগ

এটা শরীরের নানা স্থানে হতে পারে, যেমন : ফুসফুসে, অস্থি, গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থি, পেট, (অন্ত্রে), স্বরযন্ত্রে, চর্ম ইত্যাদি। ফুসফুসে হলে শীঘ্র মারাত্মক হয়। বর্তমানে অ্যালোপ্যাথিতে নির্দিষ্ট সহজ পদ্ধতি আছে। এজন্য ঐমতে চিকিৎসা করা বিধেয়। তবে হোমিও মতেও এর চিকিৎসা হয়। এজন্য প্রাথমিক ক্ষেত্রে এর কিছু পদ্ধতি দেওয়া হল। এর লক্ষণ— ঘুসঘুসে জ্বর ও কাশি বিশেষত রাতে ও সকালে বুকে ব্যথা, নৈশঘর্ম, খিদেহীনতা, দুর্বলতা, রক্ত বমি প্রথমাবস্থায় সামান্য বা কাশির সঙ্গে।

ফেরাস ফস ৩x, ৬x (বিচূর্ণ)– রক্ত লাল হলে প্রদেয় এতে না কমলে একালিফা দন্তিকা
৩x রোজ ২/৩ বার কিন্তু রক্ত কালচে হলে হ্যামাসেলিস ১x শ্রেষ্ঠ এটা প্রায় সবক্ষেত্রেই
প্রযোজ্য।

টিউবারকিউলিয়াম ১০০০– উপরোক্ত ওষুধে রক্তপড়া বন্ধ হলে প্রদেয়। এর পরে আবার
রক্ত পড়লে ওলিয়াম জেকোরিস এসির ১x, প্রযোজ্য।
দ্রষ্টব্য : এর সঙ্গে প্লুরিসি সংযুক্ত হলে বুকে সুচ ফোটানো ব্যথা অনুভব হয়। সেই
ক্ষেত্রে, ব্রায়োনিয়া, কেলিকার্ব, এপিস প্রভৃতি লক্ষাণুসারে প্রযোজ্য। সর্দিকাশি বা আমাশয়
রোগে কেলিমিউর ৬x, পর্যায়ক্রমে প্রযোজ্য।
ইপিকাক ৩x – হঠাৎ অতিরিক্ত লালবর্ণের রক্তবমি ও সর্বদা বমিভাব থাকলে, পিপাসা খুব
কম বা থাকে না, জিহ্বা সাধারণত পরিষ্কার কিন্তু লালাযুক্ত, নাভিদেশে ব্যথা প্রভৃতি এর লক্ষণ।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

ফসফরাস ৬, ৩০– এটা রক্তবমি বা রক্তক্ষরণের প্রধান ওষুধ, যদি কিছু খেলেই সর্ব বমি হয় (বমিভাব কম থাকে), অত্যন্ত ঠান্ডা জলের পিপাসা (কিন্তু বমি হয়ে যায়) জিভ লাল বা সাদালেপাবৃত (অল্প) অস্থিরতা, গলায় শুষ্কতা ও জ্বালাভাব থাকে। এইরোগে না কমলে ক্রিয়োজোট ৬, ৩০ প্রদেয়।

আর্স আয়োড ৬x (বিচূর্ণ)– এই রোগে উদরাময় থাকলে এর প্রয়োজন হয়।

চিনিনাম আর্স ৩x, ৬, ৩০, ২০০–যক্ষা, রোগের ৩য় বা বর্দ্ধিত অবস্থায় ৩x এব অন্যান্য ঘুসঘুসে জ্বরে (যক্ষা হতে পারে, এইরূপ মনে হলে) ২০০ শক্তি প্রয়োগে ওই জ্ব উপশম হবে।

গ্যালিক অ্যাসিড ১x (বিচূর্ণ) – যক্ষারোগে অতিরিক্ত পুঁজযুক্ত শ্লেষ্মা কমাতে এবং খি বৃদ্ধি করতে এটা প্রযোজ্য। (এর সঙ্গে ক্যালকেরিয়া, সালফ ৬x (বাইও) পর্যায়ক্রমে প্রয়ো বিধেয়)।

দ্রষ্টব্য : (১) যক্ষারোগগ্রস্থ বাবা-মা সন্তানদের, টিউবারকিউলিয়াম সি এম শক্তি ২/১ মাস অন্তর ২/৩ মাস পরে সিফিলিনাম সি এম, একমাত্রা দিলে ওই দোষ নষ্ট হয়। ২) অত্যন্ত কাশির সঙ্গে গলা চিরে বা নাকের ক্ষত হতে দড়ির মতো আঠাল গয়ারের লাল রক্ত আসতে পারে, ওটা যক্ষা নয়। ওটা কেলিবাইক্রম ২০০, ১০০০ দিলে ভালো হবে। অনেকেই এটাকে যক্ষা হয়েছে মনে করে ভুল করেন।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া

□ **বুকে বেদনা** : হৃৎপিণ্ড পাকস্থলির উপরিভাগে বাঁ বুকে অবস্থিত, এজন্য পাকস্থলিতে অত্যধিক বায়ু জন্মালে ওটা প্রধানত বাঁ বুকের উপরিভাগে চাপ দেয়। এজন্য হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যাঘাতের কারণে ওই স্থানে ব্যথা অনুভব হয়। ওটা উপশম না হলে ক্রমশ হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব রোগ, ব্লাড প্রেসার, প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হয়। ওইরকম বায়ুজনিত ব্যথা একই স্থানে থাকে না। বুকের নানা স্থানে, পিঠে এবং পেটে সরে যায় বা ঘুরে বেড়ায়। কোনরকম বায়ু নিঃসরণে ওটা সাময়িক কমে যায় এইরকম বায়ু জনিত ব্যথায় :-

কার্বোভেজ ৩০, ২০০– শ্রেষ্ঠ। এর প্রয়োগ কালে ২/১ মাত্রা লাইকোপডিয়াম ৩০, ২০০– প্রয়োগ করলে আরও উপকার হবে। কেলিকার্ব ৩০, ২০০ উপরোক্ত ওষুধে উপকার না হলে এবং যা খায় তাই যেন বায়ুতে পরিণত হয়ে চারদিকে ব্যথার উৎপত্তি হয়, এইরকম হলে এটা প্রযোজ্য।

র‍্যানানকুলাস বাল্বোসাস ৩০, ২০০ বুক বা পিঠের মাংস পেশিতে বাতজনিত ব্যথা (জ্বালাও হতে পারে) যা কিছুটা চলাফেরা করে, এই রকম ব্যথা হলে এটাই শ্রেষ্ঠ ওষুধ।

কেলিবাইক্রম ২০০, ১০০০– বুকে বা অন্য কোথাও, একমাত্র কোনও বিন্দুতে ব্যথা হলে এটাই প্রযোজ্য।

□ **হৃৎশূল** : হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব যান্ত্রিক রোগ হতে হঠাৎ বা ক্রমশ হৃৎপিণ্ডে অসহ্য যন্ত্রণা (এনজিনা পেকটোরিস) হয় এবং জ্ঞানলোপও হতে পারে।

www.fb.com/shifakhana

www.shifakhana.com

একোনাইট ৬, ৩০– হঠাৎ অসহ্য যন্ত্রণা, যদি ছটফট করে, ঘর্মহীনতা ও মৃত্যুভয় থাকে।

বেলেডোনা ৬, ৩০– হঠাৎ অসহ্য যন্ত্রণা যদি চুপ করে থাকে এবং মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা বং সামান্য ঘাম থাকে– (গ্লোনয়েন ৬, ৩০) যদি মাথাতেও অসহ্য যন্ত্রণা, খুব ভারী বোধ ন্তু মাথার তালুতে চেপে ধরলে ওই ভারীভাব ও ব্যথা কম মনে হলে, যা বেলেডোনায় না এবং ব্লাড প্রেসার থাকলে প্রযোজ্য।

অক্সালিক অ্যাসিড ৩০– হৃৎপিণ্ডে অসহ্য সুচ ফোটান যন্ত্রণা যদি নিম্নগামী হয়, বাঁ কাঁধে চুর ঘাম এবং হাতপা ঠান্ডা হয়ে আসে। অসহ্য যন্ত্রণাই এতে প্রবল।

ক্যাকটাস ৬, ৩০, ২০০– হৃৎপিণ্ডে কোনও লৌহহস্ত বা সাঁড়াশি দ্বারা কেউ চেপে ধরেছে ই বোধসহ ক্রমশ জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লে এটাই শ্রেষ্ঠ। তখন বাঁদিকে শুতে পারে না, নাড়ি ুত ও ক্ষীণ হয় এবং ঘাম হতে থাকে।

□ **বুকধড়ফড়ানি (দ্রুতনাড়ি)** :– হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক ক্রিয়া (সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন) াভাবিক হতে দ্রুত হলে (জ্বর ব্যতীত) অনেক সময় এটা হয়ে থাকে। বয়স অনুসারে নাড়ির গতি ১ বছরে, ১২০-১৩০, ২ বছরে ৯০-১১৫, ৩ বছরে, ৮০-১০০, ৭ বছরে, ৭২-৯০ যৌবনোদ্গম, ৮০-৮৫, পরিণত বয়সে ৭০-৭৫, বৃদ্ধ বয়সে, ৬০-৬৫, হওয়া স্বাভাবিক, এটা প্রতি ১ ডিগ্রি ফাঃ জ্বরে ১০ বার বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক।

ফসফরাস ৩০– প্রায় সবক্ষেত্রেই এতে কমে যায়, তবে বাঁদিকে শুলে যদি আরও বৃদ্ধি হয়, সেক্ষেত্রে আরও উপকার হবে (ডানদিকে শয়নে আরও বৃদ্ধি হলে আর্জেন্টাম নাই। জরায়ুর নিম্নগণ রোগ অথবা বাঁ ওভারিতে ব্যথাসহ হলে লিলিয়াম টাই প্রযোজ্য)। সামান্য নড়চড়ায় এটা হলে ডিসিটেলিস, ৬, ৩০ শ্রেষ্ঠ।

স্পাইজিলিয়া ৩০, ২০০– অত্যন্ত ধড়ফড়ানিতে বুকে ব্যথা হয়ে যায় এবং ওই ব্যথা যদি বাঁ হাত ও বাঁ মাথায় প্রসারিত হয় তবে আরও উপকার হবে।

লাইকোপাস ৬, ৩০– এতেও বুকধড়ফড়ানি কমে যায়, তবে অর্শ রোগসহ রক্তের উচ্চচাপ থাকলে এটাই শ্রেষ্ঠ।

গ্লোনয়েন ৬, ৩০– অত্যন্ত ধড়ফড়ানি, মনে হয় যেন বুক ফেটে যাবে, সিঁড়ি দিয়ে, পাহাড়ে প্রভৃতি উচ্চস্থানে উঠলে আরও বৃদ্ধি শ্বাসকষ্ট হয় যেমন মূর্ছা যাবে। এর সাথে রক্তের উচ্চচাপ ও মাথায় যন্ত্রণা থাকতে পারে, যা, এর দ্বারা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই কমে যায়। রজঃনিবৃত্তিকালে হলে ল্যাকেসিস ৩০, ২০০ শ্রেষ্ঠ।

দ্রষ্টব্য : ধড়ফড়ানি সামান্য কারণেই হলে, আর্স, যারা লবণ বেশি খায় এবং সকালে ৯-১১টা বৃদ্ধ তাদের নেট্রাম মিউর ২০০, পেটে বায়ু হলে যদি বৃদ্ধি হয় তবে কার্বোভেজ এবং লাইকো প্রযোজ্য। নাড়ির গতি স্বাভাবিক হতে কম হলে ক্রাটিগাস Q, মুল আরিস্ট ৫/৭ ফোঁটা জলের সঙ্গে রোজ দু'বার কিছু খাবার পরে অনেকদিন ব্যবহারে নিশ্চয় উপশম হবে।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

থ্রম্বোসিস (হৃৎপিণ্ডে রক্ত জমাট বাঁধা)

প্রথমাবস্থায়, হৃৎপিণ্ডে (বাঁ বুকে) মাঝে মাঝে সামান্য ব্যথা, ভার অরশভাব অনুভ হয় এবং কখনও এটা বাঁহাতে প্রসারিত হয়, যা এই রোগে মৃত্যুর সঙ্কেত। এইরূপ ক্ষেত্রে ক্যালাজিয়া, ৬, ৩০, ২০০ শ্রেষ্ঠ ওষুধ। এই রোগ বৃদ্ধি হলে অন্যান্য অঙ্গ (অগ্রভাগ) ওই (বাঁ হাতের মত) হবে এবং গলায় আটকাভাব হবে। মধ্যে মধ্যে এইরূপ অবস্থাও এই ওষুধে উপশম হয়। এটা উপশম না হলে হঠাৎ সারাশরীর অবশ এবং সংজ্ঞাহীন হয়ে রোগীর মৃত্যু হবে। (তখন হৃৎপিণ্ডের রক্ত শক্ত জমাট হয়ে যায়) এইরকম ক্ষেত্রেও ক্যালমিয়া ৬, ৩০ ১০/১৫ মিঃ অন্তর প্রযোজ্য।

বথ্রপস ৩০– শরীরে যে কোনও স্থানে থ্রম্বোসিস, রোগের এটাও শ্রেষ্ঠ ওষুধ (ঘুমের মধ্যে অথবা নিদ্রাভঙ্গের ঠিক পরে হলে ল্যাকোসিস, ৩০, ২০০ শ্রেষ্ঠ।

হার্টটনিক : ক্রাটিগ্যাস, Q– (মূল অরিষ্ঠ), ৫-১০ ফোঁটা, জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে কিছু ভোজনের পরে বহুদিন ব্যবহারে, হৃৎপিণ্ড সবল ও সতেজ হয়।

☐ **হৃৎপিণ্ডে বাত :** বাতগ্রস্থ রোগীর বাতের ব্যথা চাপা হয়ে ওই বাতব্যথা হৃৎপিণ্ডে উপস্থিত হয়ে হৃৎশূল বা থ্রম্বোসিসের মতো কষ্টদায়ক ও ঘর্মাক্ত হলে এব্রোটেনাম শ্রেষ্ঠ ওষুধ ক্যালমিয়া দ্বারাও উপশম হয় যদি এর লক্ষণগুলি পরিদর্শিত হয় কালচিকাম, ব্রাইও পালস প্রভৃতি হৃৎপিণ্ডে ব্যথার অন্যান্য ওষুধ ও দ্রষ্টব্য।

☐ **হার্টব্লক :** স্টোথোদ্বারা হৃৎপিণ্ডের (লাব-ড্রপ) শব্দ অতিশয় ক্ষীণ অথবা না পেলে অথচ রোগীর মৃত্যু বা বিশেষ ব্যথা নেই, এইরকম হলে বুঝবে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া প্রায় অচল হয়েছে বা হচ্ছে। এতে স্বজ্ঞান অবস্থায় সালফার কার্যকারী। প্রায় জ্ঞানশূন্য বা অজ্ঞান হলে থ্রম্বোসিস অধ্যায়ের ওষুধ প্রযোজ্য।

মূত্রাশয় ও মূত্ররোগ

☐ **মুত্রত্যাগে জ্বালা :** রাত জাগা, অত্যাধিক পরিশ্রম (বিশেষত রৌদ্রের তাপে) অত্যল্প পানীয় গ্রহণ প্রভৃতি কারণে এই জ্বালা অত্যধিক হয়। নাক্স ভোম, ব্রায়োনিয়া সালফার প্রভৃতি ওষুধে সহজেই উপশম হয়। কিন্তু, কোনও কারণে মুত্রনালি ফুলে ব্যথা হলে মূত্রত্যাগে অসহ্য যন্ত্রণা ও জ্বালা হয় এবং ঘনঘন স্বল্প পরিমাণ (কয়েক ফোঁটা মাত্রও) মূত্রত্যাগ হয়। এইরূপ অবস্থায় ক্যান্থারিস ৬, ৩০, ২০০ প্রযোজ্য। এতে প্রস্রাবের পরিমাণও বৃদ্ধি হবে। এতে একটুও না কমলে কোনও ক্ষেত্রে নাইট্রিক অ্যাসিড ৩০, ২০০ লাগতে পারে। কয়েকদিন পরে সম্পূর্ণ না সারলে বা কোনও ওষুধে উপকার না হলে সালফার ৩০, ২০০ প্রযোজ্য।

দ্রষ্টব্য : সংক্রামক অথবা পৈত্রিক গনোরিয়া রোগের কারণে সাধারণত উপরোক্ত জ্বালা যন্ত্রণা হয়ে থাকে। এজন্য গনোরিয়া অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

☐ **স্বল্প মূত্র :** এতে এপিস মেল ৩০, ২০০ শ্রেষ্ঠ। মূত্রত্যাগ অল্প হওয়ায় অনেকক্ষেত্রে হাত, পা, চোখ, মুখ প্রভৃতি ফুলে যায় সেক্ষেত্রেও এতে মূত্রের পরিমাণ ক্রমশ বেশি হয়ে

www.fb.com/shifakhana

www.shifakhana.com

া উপশম হয়, তবে এপিসের ক্রিয়া ধীরে ধীরে হয়।

☐ **মূত্ররোগ :** কলেরায় ভেদবমি বন্ধ হবার পর অথবা কোনও কারণে মূত্রস্থলীতে রোধ অথবা কিডনিতে মূত্র তৈরি না হলে, ২/৩ মাত্রা ক্যান্থারিস ৬, ৩০ দেবার পরে লিবাইক্রেম ৩০ কয়েকমাত্রা প্রযোজ্য। বৃদ্ধদের প্রসেস্ট গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধির কারণে হলে স্যাবাল ৩০ অথবা বেলেডোনা দ্বারা যন্ত্রণা কমলে ব্যারইট কার্ব প্রযোজ্য। এটা উক্ত গ্ল্যান্ড ও উপশম াবে, বালকদের লিঙ্গাগ্রভাগের চর্মবৃদ্ধি হলে (ফাইমোসিস) কোনক্ষেত্রে প্রস্রাব করতে কষ্ট হলে সিনা ২০০, ১০০০ দ্বারা ক্রমশ উপশম হয়।

☐ **প্রস্রাবে দুর্গন্ধ :** এতে সোরিনাম ২০০, ১০০০ শ্রেষ্ঠ। কোনও কারণে সারা শরীরে র্গন্ধ বা পচা গন্ধ হলে অথবা অন্য রোগের সঙ্গে হলে এতে তার সর্বাধিক উপকার হবে। াইট্রিক অ্যাসিড ২০০–পচা দুর্গন্ধ যুক্ত প্রস্রাবে প্রথমে এটাই প্রদেয় (না কমলে সোরিনাম যোজ্য)

বেনজয়িক অ্যাসিড ৩০, ২০০– প্রস্রাবে ঝাঁঝালো (অ্যামোনিয়া গ্যাসের মত) গন্ধ াকলে এটাই প্রদেয়। এত রোগীর শয্যামূত্র কিডনিরোগ প্রভৃতি হলেও উপশম হবে।

☐ **শয্যামূত্র এবং অসাড়ে মূত্রস্খলন :** কষ্টিকাম ৩০, ২০০ শিশু বা কারও ঘুমের ভিতর অসাড়ে মূত্র, হাসলে বা কাশলে ওটা সামলাতে না পারলে এটাই প্রাথমিক ও শ্রেষ্ঠ। (প্রস্রাবে দুর্গন্ধ বা ঝাঁঝাল গন্ধ থাকলে উপরোক্ত ওষুধ প্রযোজ্য)। এতে না সারলে মেডোরিনাম ২০০, ১০০০ প্রযোজ্য (স্কুইল্য অথবা পালসেটিলা দ্বারাও বেসামাল মূত্রত্যাগ উপশম হয়)।

ক্যালকেরিয়া কার্ব : ৩০, ২০০ অনেকক্ষেত্রে এতে শয্যামূত্র উপশম হয়েছে (৩০, শক্তি) বিশেষত ঘর্মবহুল, স্থূলাকার শিশুদের, যাদের প্রস্রাবে মেজেতে সাদা দাগ হয়।

সিনা ২০০– অতিরিক্ত ক্রিমি লক্ষণ যেমন– মুখের মধ্যে মুখ নাড়ে, কি যেন খায়, দাঁত কাটে, উপুড় হয়ে শয়ন করে, রুক্ষ মেজাজ, চোখের নীচে কালিমা পড়ে, বারে বারে একটু করে প্রস্রাব অনেকক্ষেত্রে সাদা বা ঘোলাটে ইত্যাদি হলে এটা প্রযোজ্য।

☐ **মূত্রপাথুরী :**– সবনিম্ন ও সবকনিষ্ঠ পঞ্জরাস্থি এবং মেরুদণ্ডের সংযোগস্থলে (পেছনে কোমরের সন্নিকটে কয়েক ইঞ্চি উপরে) দু'দিকে দুটি কিডনি অবস্থিত। ওই স্থান থেকে মূত্রনালির অগ্রভাগ পর্যন্ত কোথাও প্রস্রাব কালীন অথবা অন্য সময়ে ব্যথা বা জ্বালা করলে অনেকক্ষেত্রে এই রোগের প্রথমাবস্থা জানবে। তবে পাথরি বালির মতে ক্ষুদ্র থাকে। ওটা উপশম না হলে ক্রমশ কিডনিতে অথবা মূত্রস্থলীতে ওটা জমে বড় হয়ে সুরু মূত্রনালি দিয়ে মূত্রের বহির্গমনের সময় তীব্র যন্ত্রণা হয়, কখনও মূত্র রোধ হয় অথবা মূত্রনালিতে চিরে রক্ত মূত্রও হতে পারে।

ব্যবারিস ২x, ৬, ৩০– এই রোগের (উপরে বর্ণিত) প্রথমাবস্থায় এটা দ্বারা এইরোগ অঙ্কুরেই উপশম হয়। তবে বাঁ কিডনি থেকে হলে এটা প্রযোজ্য। (ডান কিডনি থেকে হলে লাইকোপডিয়াম শ্রেষ্ঠ)। এই রোগের সূচনায় কোনও ক্ষেত্রে কিডনি স্থানে ব্যথা হয়, তখন মনে হয় কোমরে ব্যথা হয়েছে অথবা লাফালে কোনও রকমে ঝাকুনিতে কিডনি স্থানে ব্যথা

www.youtube.com/shifakhana

অনুভব হয়। এক্ষেত্রে রাসট্রক্স ওষুধে উপকার হয় না, কিন্তু এর প্রয়োগে এই রোগ শুরুতে উপশম হবে। উপরে বর্ণিত বর্দ্ধিত অবস্থা, কখন বড় পাথরি মূত্রনালিতে এসে মূত্ররোধ ও তীব্র যন্ত্রণা হবে ঠিক নেই, কারণ প্রস্রাবকালীন সব সময়ে পাথরি আটকায় না ও এইরকম তীব্র যন্ত্রণাদায়ক অবস্থাতেও বার্বারিস ২x, ২/১ ফোঁটা জলের সঙ্গে ১৫/২০ মিনিট অন্তর প্রয়োগে ওই পাথরি মূত্রদ্বার হতে বের হয়ে যাবে (ক্যান্থরিস ১x, ওইভাবে প্রয়োগে ওইরকম উপকার হয়। বেলেডোনা ২০০ দ্বারাও অনেকক্ষেত্রে ওই যন্ত্রণায় উপশম হয়)।

দ্রষ্টব্য : মূত্রপাথরি রোগে প্রস্রাব সাদা স্বচ্ছ পাত্রে রাখলে নীচে লালচে বা সাদা ময়দা গোলার মতো তলানি পড়ে। উপরোক্ত পিঠে (জ্বালাও হতে পারে) কিডনি ব্যথায় কেলিকার্ব ৩০, ২০০ শ্রেষ্ঠ যদি পেটে অত্যধিক বায়ুর প্রকোপ থাকে।

সার্সাপেরিলা ৬, ৩০, ২০০– এর ব্যথা ডান কিডনি থেকে নিম্নগামী হয় লোইকো, কিন্তু বার্বারিসে বা কিডনি থেকে এবং রোগী বাতগ্রস্থ হলে এটা আরও কার্যকারী ওষুধ। অন্য সময়ে, প্রস্রাবান্তে জ্বালা, বসে প্রস্রাব করতে কষ্ট কিন্তু দাঁড়িয়ে মূত্রত্যাগে বিশেষ অসুবিধা হয় না ইত্যাদি এর প্রধান লক্ষণ। এতেও মূত্রে শ্লেষ্মা এবং তলানি পড়ে, লাইকোতে লাল কালি বা ইটের গুঁড়োর মতো।

দ্রষ্টব্য :এটা ৩০, ২০০ প্রয়োগ করলে বাতের গুটি অথবা মূত্রপাথরি গলে বালির আকারে বিনা যন্ত্রণায় প্রস্রাবের সঙ্গে বের হয়ে যায়। তারপরে উচ্চশক্তি প্রয়োগ করলে পুনরায় পাথরি আর জন্মায় না।

থ্যালাসপি Q, ৩x, ৬– এটাও (Q, দশ ফোঁটা, জলের সঙ্গে) মূত্র পাথরির যন্ত্রণা নিবারণ করে। কিডনি যন্ত্রণাতেও এটা কার্যকারী।

☐ **রক্তমূত্র** : কিডনি মূত্রস্থলি অথবা মূত্রনালিতে কোথাও ক্ষত হওয়ায় এটা হতে পারে।

ক্যান্থারিস ৩x, ৬, ৩০– অনবরত মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু খুব অল্প পরিমাণ রক্ত ও শ্লেষ্মামিশ্রিত, অত্যন্ত কোথানি, তীব্র জ্বালা ও যন্ত্রণাসহ। মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গোদ্রেক।

নাইট্রিক অ্যাসিড ৬, ৩০, ২০০– রক্তমূত্র বা রক্তমিশ্রিত মূত্র, তবে পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত এবং মধ্যে মধ্যে জ্বালাযুক্ত সুচ ফোটান যন্ত্রণা (এপিস মেল কোথাও শোর্থসহ মূত্র কৃচ্ছতায় প্রযোজ্য) এর বিশেষত্ব।

টেরেবিস্থিনি ৬, ৩০: অত্যধিক বায়ুজনিত উদরস্ফীতি অবসন্ন বা ঝিমভাব ও জ্বালাসহ কিডনি অন্ত্র জরায়ু ফুসফুসে, পাকস্থলি প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ যন্ত্র হতে রক্তস্রাবে প্রযোজ্য, যদি অস্থিরতা ও জলপিপাসা না থাকে, (ওটা থাকলে, আর্সেনিক ফসফরাস, প্রযোজ্য হতে পারে)। এতে নাইট্রিক অ্যাসিডের মতো মূত্রে পচা দুর্গন্ধ নেই।

মিলিফোনিয়াম ৬, ৩০, ২০০– ব্যথাহীন লাল রক্তমূত্রে প্রযোজ্য। এর সঙ্গে ফেরাস ফস, ১x, ৩x (বিচূর্ণ) উষ্ম জলসহ পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ শ্রেষ্ঠ। (লাল রক্তস্রাবে) আরও দ্রুত উপকার হবে। কালচে রক্তস্রাবে। হেমামেলিস ১x, ৩x শ্রেষ্ঠ।

থলাসপি বার্সা Q, ৩x, ৬– খুব সরু নালে অতি কষ্টে মূত্রত্যাগ। মূত্রস্থলিতে মূত্র অবরোধ

লে এটাই শ্রেষ্ঠ। (ক্যাথিটারের প্রয়োজন হয় না)। রক্তমূত্র অন্যকোনও স্থান থেকে রক্তস্রাবে অথবা অন্যকোনও যন্ত্রের মধ্যে আভ্যন্তরীণ রক্তস্রাব, Q, পাঁচ ফোঁটা জলসহ মোট তিনবার দেয়।

ফসফরাস ৬, ৩০– ফুটোপাত্র থেকে জল যেভাবে গড়িয়ে পড়ে, ওইভাবে রক্তমূত্র বা কোনও স্রাব এটাই শ্রেষ্ঠ।

বহুমূত্র (ডায়বেটিস)

এটা দু'প্রকার। যেমন ১) **শর্করাযুক্ত বহুমূত্র (ডায়বেটিস মেলিটাস) লক্ষণ** : বারে বারে প্রচুর পরিমাণ জলপিপাসা এবং বারে বারে প্রচুর পরিমাণ পরিষ্কার এবং মিষ্ট অস্বাদ যুক্ত মূত্রত্যাগ হয়। মূত্র কোথাও জমে থাকলে পিঁপড়ে উপস্থিত হয়ে মূত্রের শর্করা খেতে থাকে। পিঠে ব্যথা (কিডনিতে যন্ত্রণার কারণে) কখনও জ্বালাসহ অনেকক্ষেত্রে হয়ে থাকে। মূত্রের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ১০২৫ ডিগ্রি হতে ১০৫০ ডিগ্রি পর্যন্ত হয়ে থাকে। শরীর ক্রমশ বা দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে শুকিয়ে যায়। চর্ম শুষ্ক এবং মুখমণ্ডল লাবণ্যহীন স্ফূর্তিহীন ও কষ্টবোধক দেখায়। সবাঙ্গে জ্বালাও হতে পারে। অত্যধিক খিদে বা অক্ষুধা অম্লরোগসহ পাকাশয়ে গোলযোগ উদরাময় বা কোষ্ঠকাঠিন্য অনিদ্রা প্রভৃতি হয়ে অতিশয় দুর্বলতা দেখা দেয়। শরীরে কোনও ক্ষত হলে সহজে শুকোয় না, প্রায়ও ফোঁটা, কার্বঙ্কেল প্রভৃতি হতে পারে। এই রকম বহুমূত্র উপশম হতে অনেক সময় প্রয়োজন এবং না সারলে এটা হতে যক্ষা রোগও হতে পারে।

২) **শর্করাহীন বহুমূত্র ডায়বেটিস ইনসিপিডাস** : এটা অতি মারাত্মক নয়। অল্প সময়ে এটা উপশম হয়। ফসফরিক অ্যাসিড ৩০, ২০০ এর প্রধান ওষুধ। এটা হলে প্রচুর পিপাসা ও মূত্রত্যাগ হয় তবে মূত্রে চিনি থাকে না এবং মূত্রের পেসিফিক গ্র্যাভিটি কমে ১০১০ বা ১০০৫ হয়, মূত্র সাদা বা ঘোলাটে হতে পারে। বহুমূত্র রোগা প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সে সাধারণত দেখা যায়।

সিজিজিয়াম জাম্বো, Q, (আরিষ্ট)– এটা শর্করাযুক্ত বহুমূত্রের একটি প্রধান ওষুধ। ৪/৫ ফোঁটা ওষুধ আধ ছটাক ঠান্ডা জলের সঙ্গে রোজ ৪ বার সেবন করলে একমাসে অনেক রোগী উপশম হয়।

ফসফরিক অ্যাসিড ৩০, ২০০– শর্করা "যুক্ত বা হীন" উভয়ক্ষেত্রেই অধিক প্রযোজ্য যদি স্নায়বিক দুর্বলতা (উদাসীন, মনে চাপা দুঃখ, কিছুই মনে থাকে ইত্যাদি) কারণে এর উৎপত্তি হয়। প্রচুর প্রস্রাবে, সাদাটে বা ঘোলাটে অথবা কোনও পাত্রে রাখলে ঘোলাটে হয়ে যায়। কিডনি বা পিঠে ব্যথা। খুব খায় এবং উদরাময় হয়। কিন্তু তাতে দুর্বল হয় না। শুক্রতারল্য (স্বপ্নদোষ, মল বা মূত্র ত্যাগের আগে বা পরে তরল শুক্র নির্গমন) হতে ক্রমশ সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ রোগ দেখা দেয়।

ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম ৩০, ২০০– এই রোগ অম্ল বা অজীর্ণ রোগ হতে উৎপন্ন হলে (যা অধিক ক্ষেত্রেই দেখা যায়)। এটাই শ্রেষ্ঠ ওষুধ। অতএব অধিক ক্ষেত্রেই এই ওষুধের

প্রয়োজন হয়। বহুমূত্র রোগীর চর্মের কোথাও পেকে উঠছে এইরকম হলে এরদ্বারা ওটা উপশম হয়েছে। অত্যধিক পিপাসা ও মূত্রত্যাগ প্রস্রাবে আঁসটে গন্ধ ও রোগী শীতকাতুরে হয়।

হেলোনিয়াম ৬, ৩০, ২০০— পৃষ্টদেশে বা কোমরে (অর্থাৎ কিডনি স্থানে ব্যথা ভারী বোধ ও জ্বালা থাকলে পাদদেশে অসাড়, কিন্তু চলাফেরায় কমে যায় এবং এই রোগের পিপাসা ও মূত্রত্যাগ অত্যধিক হলে, এটা প্রযোজ্য।

স্কুইলা ৩০, ২০০— পিপাসা খুব কম বা নেই তবুও প্রস্রাব বেশি হলে বিশেষত রাতে এবং এর সঙ্গে কাশিও হতে পারে এটাই শ্রেষ্ঠ।

অ্যাসিটিক অ্যাসিড : অত্যধিক পিপাসা প্রচুর জলপানে পেট যেন ফেটে যাবে, তবুও জল দেখলেই আরও পান করে এবং প্রস্রাবও প্রচুর হয়।

দ্রষ্টব্য : অত্যধিক কোষ্ঠকাঠিন্য হলে, প্লাম্বাম মেট অথবা ল্যাকডিফ্লোরোটাম এবং শরীরে জ্বালা থাকলে আর্সেনিক অথবা সিকেল কর (শরীর ঠান্ডা কিন্তু গায়ে কাপড় রাখতে পারে না) প্রযোজ্য হতে পারে।

খাদ্যবস্তু : গ্রহণীয় অধিক পরিমাণে মাংস, ডাল, মানকচু, পটল, বার্লিজিল, মাখনতোলা দুধ, রাতে রুটি বা লুচি ইত্যাদি এবং তেল মর্দণ করে ঠান্ডা জলে স্নান বিধেয়।

নিষিদ্ধ : চা, কপি, মিষ্টদ্রব্য, মিষ্টফল, আলু, স্ত্রী সহবাস, রাত জাগা, কঠিন শ্রম ইত্যাদি।

চর্মরোগ

☐ **চুলকানি** : বহু রকম চর্মরোগের সঙ্গে অল্প বা অসহ্য চুলকানি থাকে যা সেই রোগের সঙ্গে নীচে প্রদত্ত হবে। ছোট ফোড়া সহ বা ফোড়াহীন কতিপয় বিষয়ে, এখানে দেওয়া হল।

মার্কসল ৩০, ২০০— যে কোনও রকম শুষ্ক চুলকানিতে এবং পুরুষদের (লিঙ্গ ও অন্ডকোষ) যে কোনওরকম ফোঁড়াসহ অসহ্য চুলকানিতে এটাই প্রাথমিক শ্রেষ্ঠ ওষুধ। চুলকালে খুব আরমবোধ কিন্তু পরে জ্বালা করে (সালফার) বেং বিছানার উত্তাপে বৃদ্ধি মামড়ি পড়ে এবং চুলকালে ওটা প্রচুর পরিমাণে অতি ছোট বা ময়দার মতো বের হয়। এর রোগী প্রচুর ঘর্ম ও আমাশয় রোগপ্রবণ এবং জিহ্বা ভিজা লালাযুক্ত হয় (সালফারে রোগী শুষ্ক বা ঘর্মহীন হয়)

সালফার ৩০, ২০০— শুষ্ক চুলকানিতে চুলকালে অত্যন্ত আরামবোধ কিন্তু তারপরে অসহ্য জ্বালা করে (মার্কসল)। এর রোগীর হাত-পা ও মাথার তালু অত্যন্ত গরম ও জ্বালা বোধ থাকে। শীতলতায় আরামবোধ ও পিপাসা থাকে (মার্কসলের রোগীর বেশি শীত বা গরম সহ্য হয় না)

গ্রাফাইটিস ৩০, ২০০, ১০০০— যে চুলকানি অসহ্য চুলকায় এবং মধুর মতো চটচটে রস বের হয় তাতে এটাই শ্রেষ্ঠ, বিশেষত স্থুলকার দেহীদের।

পেট্রোলিয়াম ২০০, ১০০০— যে চুলকানি বা চর্মরোগ প্রতি শীতকালে দেখা দেয় বা বেশি হয়, তাতে এটাই প্রাথমিক শ্রেষ্ঠ ওষুধ।

রাসটাক্স ৩০, ২০০— ছোট বা বড় জলীয় ফোড়াসহ চুলকানিতে এর প্রয়োজন। এর

রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে না।

ডলিকস ৩০, ২০০— ফোড়াহীন যে কোনস্থানের অসহ্য চুলকানি এর দ্বারা উপশম হয়।

☐ **পাঁচড়া** : হিপার সালফার ৩০, ২০০— সাদা পুজযুক্ত, যন্ত্রণাদায়ক এবং স্পর্শকাতর পাঁচড়ায় এটাই শ্রেষ্ঠ।

মেজোরিনাম ৩০, ২০০— পাঁচড়া বা যে চর্মরোগে পুরু মামড়ি (চুমটি) হয়, ওর নীচে পুজ বা ঘন রস জন্মায় এবং খুব চুলকায়, তাতে এটাই শ্রেষ্ঠ।

সেরিনাম ৬, ২০০, ১০০০— পাঁচড়া বা ওই জাতীয় চর্মরোগ এর নিম্নশক্তি (৬) প্রয়োগে অনেকক্ষেত্রে উপকার দর্শে। দুর্গন্ধযুক্ত পুরোনো এবং জটিল চর্মরোগ, শীতে কাতর রোগী উপশম হয়।

নাইট্রিক অ্যাসিড ৩০, ২০০— পাঁচড়া, চুলকানি প্রভৃতি কোনও চর্ম রোগ চুলকালে যদি সহজেই রক্ত বের হয়, তবে এত উপশম হবে। ফোড়া প্রাথমিক অবস্থা : মুখ হয়ে উঠলে হিপার সালফার ৬ প্রয়োগ (৩ ঘণ্টা অন্তর) সত্বর প্রজোৎপত্তি হয়ে ২/৩ দিনে ফেটে যাবে (২x বিচুর্ণ দ্বারা আরও সত্বর হবে) মুখ না হলে ব্রায়োনিয়া ৬ অথবা হিপার ২x, বিচুর্ণ প্রয়োগে সত্বর মুখ হবে ও পুজ হয়ে ফেটে যাবে (৩ ঘণ্টা অন্তর ২/৩ দিন সময় লাগতে পারে)।

ফসফরাস ৩০, ২০০— ফোড়াস্থানে বিশেষ মুখ না হয়ে মাংসপিণ্ডের মতো শক্ত চাকা বেধে থাকলে এরদ্বারা ওই চাকা মিলে তাড়াতাড়ি উপশম হবে (সাইলিশিয়া ২০০ দ্বারাও চামড়ার নীচে কোথাও পিণ্ডবৎ হয়ে ব্যথা ও পুঁজ হবার আশঙ্কা দুর হয়)।

☐ **ক্ষুদ্র ফোড়া** : সালফার ৩০, ২০০— কোথাও বিশেষত মুখমণ্ডলে অনেকগুলি যন্ত্রণাদায়ক ছোট ছোট ফোড়া শক্ত হয়ে থাকলে (বেশি পুজ হয় না) এর দ্বারা উপশম হয়। অনেকক্ষেত্রে আর্নিকা, ২০০ দ্বারাও উপকার হবে।

দ্বিতীয়বস্থা : ফোড়া হতে পুজ বা কোনও স্রাব নির্গত হতে শুরু হলে, সাইলেশিয়া ২০০, ১০০০ শক্তি প্রয়োগ করবে, এত শীঘ্র নানারকম স্রাব নির্গত হয়ে এস্থান শুকিয়ে উপশম হবে।

টরেন্টুলা কিউবেনিস ৬, ৩০— অত্যন্ত জ্বালা ও যন্ত্রণাদায়ক ছোট বা বিষ ফোড়া (ওর মুখ ভেঙে চারিদিকে ফুলে উঠলে) এর দ্বারা মন্ত্রের মতো ওর স্রাব ও ফোলা দুরীভূত হয়ে ২/১ দিনের মধ্যে উপশম হবে।

এপিস মেল ৬, ৩০, ২০০— শরীরের কোন স্থানে, বিশেষত মুখমণ্ডলের কোথাও চোট স্ফোটক বা ব্রন হল ওর মুখ ভেঙে গেলে ওই স্থান অত্যধিক ফুলে উঠলে এটাই শ্রেষ্ঠ ওষুধ। (টরেন্টুলার যন্ত্রণা বেশি এবং এতে ফোলা বেশি)।

ক্যালকেরিয়া সালফ ৬x (বিচুর্ণ)— অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে এটা পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করলে ফোড়া বা কোনওরকম ক্ষতস্থানে পুঁজোৎপত্তি শীঘ্র কমে ওই স্থান উপশম হয়। ৪ গ্রেন উষ্ণ জলসহ রোজ ২/৩ বার প্রযোজ্য।

দ্রষ্টব্য : কানে বা নাকে ফোড়ায় ক্যালকেরিয়া পিক্রিকা ২০০, বগলে হলে রাসটাক্স ২০০ এবং পিঠে হলে টরেন্টুলা হিসপেনিয়া ২০০– সর্বশ্রেষ্ঠ ওষুধ।

আমবাত

এতে শরীরের নানাস্থানে অসহ্য চুলকায় এবং ওই স্থানে চাক হয়ে ফলে ওঠে কিন্তু কিছু সময় পরে মিলিয়ে যায়। এই ভাবে পুনরায় হতে থাকে।

এপিস মেল ৬, ৩০, ২০০– এই রোগে এটাই প্রাথমিক শ্রেষ্ঠ ওষুধ। এর প্রয়োগে প্রস্রাব ক্রমশ বেশি হবে এবং এটা হলে বুঝবে রোগী উপশম হবে (তার যেকোনও রোগ) এর ক্রিয়া ধীরে ধীরে হয়, এজন্য অন্য ওষুধ বা ওটা পুনরায় দেবে না, এর দ্বারা সম্পূর্ণ না হলে ক্যালকেরিয়া কার্ব, ২০০ প্রযোজ্য।

আর্টিকা ইউরেন্স ৬– বহু পুরোনো রোগে অথবা এপিসে উপকার না হলে এর প্রয়োগ বিধেয়।

□ **হার্পিস :** ছোট বা বিন্দু বিন্দু জলীয় ফোড়া, একত্রে পাশাপাশি, অনেকগুলি শরীরের যে কোনও স্থানে উঠে অত্যন্ত চুলকায় এবং ক্রমশ ওতে অত্যধিক জ্বালা যন্ত্রণা হয়। প্রথমেই ওটা না কমলে শরীরের নানাস্থানে ওইরূপ হতে থাকে।

রাসটাক্স ৩০ : যখন খুব চুলকানি থাকে (প্রাথমিক ক্ষেত্রে) তখনই এর প্রয়োগে ওটা উপশম হয়।

আর্সেনিক, ২০০– অত্যধিক জ্বালা থাকলে এবং গরম সেকে ওই জ্বালা কিছু উপশম বুঝলে এটাই শ্রেষ্ঠ ওষুধ (রাসটাক্সে না কমলে)।

আগুনে পোড়া

ক্যান্থারিস ৬, ৩০– আগুনে পোড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওই স্থানে এর যে কোনও শক্তির জলীয় ওষুধ লাগিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারিত হয় এবং ফোসকা হলে অথবা আরও বিলম্বে ওই ফোসকা ফেটে ক্ষত উৎপন্ন হয়ে চারিদিকে ফুলে জ্বালা যন্ত্রণা হলেও এটাই প্রাথমিক শ্রেষ্ঠ ওষুধ। এর দ্বারা ক্ষতস্থান ৫/৭ দিনের মধ্যে শুকাবে। অন্যথায় ২/১ মাত্রা আর্সেনিক ২০০ প্রযোজ্য।

শ্রেষ্ঠ টোটকা– যে কোনও পোড়ায় তৎক্ষণাৎ ওই স্থানে সরিষার তেলের সঙ্গে হলুদের গুড়া মিশিয়ে প্রয়োগ করলে জ্বালা ও ফোসকা পড়া নিবারিত হয়। এটা প্রমাণিত।

□ **পদ্মকাটা** : হাতপা, কখনও মুখে এমনকী সর্বাঙ্গে পদ্মকাটার মতো ফোড়া হলে মার্কসল ৩০, ২০০ দ্বারা উপশম হয়। ওতে কখনও চুলকানিও থাকে। না কমলে, থুজা ২০০ এবং তারপরে সাইলিশিয়া ২০০, ১০০০ প্রয়োগে উপশম হবে।

□ **দাদ (রিং ওয়ার্ম)** : অত্যধিক চুলকানিযুক্ত গোলাকার ফোড়া যার কেন্দ্রস্থল অনেকক্ষেত্রে ফোড়াহীন এবং মসৃণ থাকে। কিন্তু কিনারায় ছোট ছোট ফোড়া অত্যধিক চুলকিয়ে জলীয় বা ঘামস্রাব নির্গত হয়ে ক্রমশ ওর পরিধি বিস্তারিত হয়। এটা উপশম হতে বহুদিন

প্রয়োজন, কিন্তু মলমদ্বারা বাইরে প্রয়োগে এটা লুপ্ত হলে হাঁপানি, যক্ষা পাকাশয়ে ক্ষত প্রভৃতি রোগ হয়।

রাসটক্স ২০০, ১০০০– চক্রাকার ফোড়ার কিনারায় অতিছোট জলীয়, বিন্দু বিন্দু ফোড়া অত্যধিক চুলকায় এবং পাতলা জলীয় পদার্থ নির্গত হয়, শুকিয়ে মামড়ি (পাতলা) পড়ে যা চুলকানির সময় খুসকির মতো নির্গত হয়। (চুলকালে ঘন মধুর মতো আঠাযুক্ত স্রাব হলে গ্রাফাইটিস ২০০, ১০০০ প্রযোজ্য)। এতে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে না (গ্রাফইডে থাকে)।

পেট্রোলিয়াম ২০০, ১০০০– দাদ বা কোনও চর্মরোগ প্রতি শীতকালে বেশি হলে বা উদয় হলে অত্যধিক আরামপ্রদ চুলকানি, রক্ত বের হয়ে যায় তবুও চুলকায় কিন্তু তারপর ব্যথা বা জ্বালা বিশেষ কিছু হয় না (মার্ক ও সালফারে চুলকালে অত্যন্ত আরমবোধ কিন্তু পরে তীব্র জ্বালা করে, ক্রোটানটিগে ব্যথাযুক্ত চুলকানি যা পর্যায়ক্রমে হাঁপানি অথবা উদরাময়ের সঙ্গে দেখা যায়)। পুরোনো ফোড়াস্থানে ছোট ছোট নতুন ফোড়া উঠে অসহ্য চুলকায় ও মামড়ি পড়ে। অন্য ঋতুতেও এর প্রকোপ হতে পারে। পেটে বায়ু জন্মায়।

সিপিয়া, সালফার ৩ : টেলুরিয়াম ২০০, ১০০০– একটির পরে অন্যটি পরপর ব্যবহার করলে এবং ব্যসিলিনাম অথবা টিউবারকিউলিনাম ১০০০ শক্তি পনের দিন অন্তর ২/১-বার প্রয়োগ করলে বহুক্ষেত্রে উপশম লাভ হয়। এর মধ্যে যে ওষুধ অধিকতর উপকার বুঝবে ২/১ মাস অপেক্ষা করে না সারলে ওর আরও উচ্চশক্তি প্রযোজ্য এবং অন্য ওষুধ দেবে না। উচ্চশক্তির ওষুধের ক্রিয়া ২/৩ মাস পর্যন্ত থাকে। এর ভিতর জটিল চর্মারোগও ধীরে ধীরে উপশম হবে।

□ **একজিমা** : এটা দদ্রু রোগের (দাদ) মতো গোলাকার নয়। তবে ওর মতো দুরারোগ্য অসহ্য চুলকানিযুক্ত এটা নানারকম বিশেষত শুকনো ও পুজ বা স্রাবযুক্ত। কোনওক্ষেত্রে আক্রান্ত চর্ম পুরু বা কালো রং এর হয়ে যায়।

গ্রাফাইটিস ২০০, ১০০০– যে ফোড়া খুব চুলকায় এবং ঘন মধুর মতো চটচটে স্রাব নির্গত হয়, তাতেই এটা প্রযোজ্য। এর ফোড়াস্থানে (আঙ্গুল, কুচকি, প্রভৃতির সংযোগস্থল, স্তনের বোঁটা, কানের পিছনে ইত্যাদি) শক্ত এবং পুরু হয়ে ফেটে ঘন রস গড়ালে এরদ্বারা উপশম হয়। হাত পা ফাটারও এটা শ্রেষ্ঠ ওষুধ। উক্ত ফাটা শীত ও গ্রীষ্মকালে একই রকম থাকলে এর দ্বারা উপশম হয়। (যে কোনও চর্মরোগ শীতকালে বেশি হলে পেট্রোলিয়ামেই শ্রেষ্ঠ)।

মেজোরিয়াম ২০০, ১০০০– চুলকানিসহ একজিমা পাঁচড়া প্রভৃতি এ চর্মরোগে মোট মামড়ি (চুমুটি) পড়লে এবং ওর নীচে ঘন রস বা পুজ জমলে এটাই উপশমকারী ওষুধ। এটাও শীতকালে বেশি হয়।

আর্সেনিক অ্যালবাম ২০০– কয়েক রকম চর্মরোগে এর দ্বারা উপশম হয়। যেমন :– (১) কোনওস্থান ফেটে বা ছড়িয়ে গেলে এর প্রয়োগে সেপটিক হয় না এবং তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। (২) কোনওস্থানে কাটা বা ক্ষত (সেপটিক) হয়ে ফুলে ওই স্থান হতে জলের

www.shifakhana.com

মতো রস গড়ালেও (জ্বর হতে পারে) এটাই প্রযোজ্য। (৩) শুষ্ক একজিমা বা দাদ। চুলকালে প্রচুর পরিমাণে খুসকী (মামড়ি) নির্গত হয়। চুলকানি ও জ্বালা প্রায় সবক্ষেত্রেই থাকে যা শীতলতা এবং খোলা হাওয়ায় (গাত্রবস্ত্র খুললেই) বৃদ্ধি এবং গরম সেঁকে উপশম হয় (রাসটাক্স)।

ভিনকার মাইনর ২০০, ১০০০– মাথার একজিমা (বিশেষত শিশুদের) মুখ চুলকায় এবং আঠার মতো রস বের হয়ে চুলে জট পাকিয়ে যায়। পুজ হয় না। এর দ্বারা শিশুদের ওই রোগ প্রায় সর্বক্ষেত্রে উপশম হয়। কোনওক্ষেত্রে এতে না হলে গ্রাফাইটিস প্রযোজ্য। (রস পুঁজ দুইই থাকলে ভিওলা ট্রাইকলার প্রযোজ্য এবং চুমুটি ও ওর নীচে পুজ থাকলে, মেজোরিয়াম ও লাগতে পারে)।

দ্রষ্টব্য : এলোপেসিয়া এরিএটা মাথায় বা দাড়িতে স্থানে স্থানে মসৃণ টাকপড়া রোগে (কোনক্ষেত্রে ওইস্থানে সাদা চুল গজায়) এর ২০০ অথবা ১০০০ শক্তি প্রয়োগে ২/৩ মাসের মধ্যে প্রায় সবক্ষেত্রেই উপশম হবে।

টেউবারকুলিনাম ২০০, ১০০০ সি : এম– সর্বাঙ্গে শুষ্ক (কোটন, টিগ-দাদ দেখ) টি বি ধাতুগ্রস্তদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

সেলেনিয়াম ২০০, ১০০০ : হাতের তালুতে, আঙ্গুলে, চামড়ার ভাঁজে কোনুই, হাঁটু, কুচকি প্রভৃতি, গোড়ালির সন্ধিস্থলে (অ্যাঙ্কেল) চুলকানিযুক্ত শুষ্ক বা জলীয় ফোড়া, চামড়া উঠে যায়। (হাতের তালু এবং আঙ্গুলের ফুস্কুড়িতে আনাগেলিসও বিশেষ কার্যকারী)। চোখের পাতা ভ্রূ, মাথা প্রভৃতি স্থানে চুল ওঠারও এটা শ্রেষ্ঠ ওষুধ। (ফ্লুরিক অ্যাসিড)। হাতের তালুর পিছনে হলে ক্রিয়োজোট প্রযোজ্য।

বিউফো ২০০, ১০০০– পায়ের তলায় আঙ্গুল, যে কোনও ফোড়া ক্ষত, গর্ত হওয়া, গোড়াশূল বা গুপো প্রভৃতি যে কোনও রোগে এটা উপশমকারী ওষুধ। (খুব শক্ত গোড়াশূলে এন্টিম ক্রড-এর প্রয়োজন হতে পারে)।

লেডাম ২০০, ১০০০– মুখমণ্ডলে, পায়ের পাতা, গোড়ালির সন্ধিস্থলে (অ্যাঙ্কেল) প্রভৃতি স্থানের একজিমা, পদতলে ব্যথা (এন্টিম ক্রড) পায়ের পাতায় বাতের ব্যথা, ইত্যাদিতে এটাই শ্রেষ্ঠ ওষুধ।

❑ আঁচিল : ওটা অনেক রকম, যেমন– শক্ত খসখসে আঁচিল, মসৃণ নয়; শক্ত, উচু শৃঙ্গাবৎ, শক্ত ফুলকপির মত; নরম, উচুনীচু লম্বা, মোরগের মাথার ঝুঁটির মতো ফাটা আঁচিল, থলির মতো খুব নরম চ্যাপটা, মসৃন এবং শক্ত বা নরম রঙিন আঁচিল।

চিকিৎসা : মেডোরিনাম ১০/৫০ হাজার সি, এম– প্রায় সবরকম আঁচিলে প্রথমেই এর প্রয়োগ (রোজ একবার ২/৩ দিন) বিধেয়। এতে প্রায় অনেকক্ষেত্রে একমাসে উপশম হবে। নতুবা থুজা (উচ্চ শক্তি) দ্বারা এটা সাধারণত উপশম হয়।

দ্রষ্টব্য : শরীরের নানাস্থানে ছোট ছোট শক্ত আঁচিল কাষ্টিকাকাম; শক্ত শৃঙ্গের মতো, অথবা মসৃণ, নরম হলে এন্টিম ক্রুড; হাতে বা আঙুলে হলে বিউফো; যে কোনও রকম,

www.fb.com/shifakhana

www.shifakhana.com

রক্তস্রাবী হলে নাইট্রিক অ্যাসিড; দাড়িতে হলে লাইকো; নরম থলির মতো, কোনওক্ষেত্রে চাপলে কিছু বের হয়, এইরকম ক্ষেত্রে সাইলিশিয়া, না সারলে একমাস পরে থুজা প্রযোজ্য। এই ভাবে অনেকক্ষেত্রে উপশম হয়েছে।

লাইকোপোডিয়াম ১/১০/৫০ হাজার সি এম– মোরগের মাথার ঝুঁটির মতো নরম, ফাটা ভাগে ভাগে– যা অনেকক্ষেত্রে মুখে বা দাড়িতে দেখা যায়। (সারা শরীরে মাংসবৎ আঁচিলে নেট্রাম সালফ। ডুমুর বা ফুলকপির মতো, হলে স্ট্যাফিসাগ্রিয়া কার্য্যকারী)।

থুজা ১/১০/৫০ হাজার সি. এম– এর আঁচিল সংকীর্ণ ফাকাবিশিষ্ট, ফুলকপির মতো (মোরগের ঝুঁটির মতো পৃথক ভাগে ভাগে ফাটা নয়) অথবা (নরম থলির মতো। এতে না হলে ক্যালকেরিয়া সালফ, এতে না সারলে ল্যাকেসিম প্রযোজ্য) কাষ্টিকাম উচ্চশক্তি–খুব শক্ত অথবা সৃঙ্গের মতো শক্ত (এন্টিম ক্রড) অথবা শরীরের নানা স্থানে ছোট শক্ত আঁচিল হলে, এতে উপশম হবে।

❑ **টিউমার (আব)** : এটা প্রধানতঃ দুই প্রকার : (১) বিপদহীন, যাতে কোনও রকম ব্যথা হয় না, ক্রমশ বড় হয়। (২) বিপদজ্জনক, যা খুব শক্ত হয়, ব্যথা হয় এবং শেষ পর্যন্ত ফেটে ক্ষত উৎপন্ন হয়, কারণ এটা ক্যানসার জাতীয়, এটা শরীরের বাইরে এবং ভিতরে যে কোনও স্থানে হতে পারে।

চিকিৎসা : শরীরের কোথাও শক্ত মাংসপিণ্ডের মতো টিউমার বা কোনও উৎপত্তি হলে (এইরূপ অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়) ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ২০০, ১০০০ দ্বারা উপশম হবে। (২) চামড়ার নীচে ওইরকম পিণ্ড, চাপলে কিছু চলমান হলে ফ্লোরিক অ্যাসিড উপশমকারী, মাথা বা কোথাও উঁচু হয়ে হাড়ে টিউমার বুঝলে, হেকলা লাভা ৩x, ৬x বিচূর্ণ ৬ গ্রেণ করে, রোজ তিনবার খেলে প্রায় একমাসে উপশম হয়, অথবা ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ১০০০ বা আরও উচ্চশক্তি ওটা উপশম করবে। (৩) শক্ত অথবা মাংসের মতো নরম (ফাইব্রোমা) টিউমার হলেও ক্যালকেরিয়া ফ্লোর প্রযোজ্য, তবে নানাস্থানে মাংসপিণ্ডের মতো জট পাকানো হলে ক্যালি আয়োড শ্রেষ্ঠ এতে সাইলিশিয়া (বিশেষত হাত পায়ে ঘাম হলে বিশেষ কার্যকরী কোনওক্ষেত্রে ক্যালকেরিয়া আয়োড, ক্যালকেরিয়া সালফ অথবা লেপিস অ্যালবা প্রযোজ্য। **(৪) মেদার্বুদ** : এটা মেদ বা চর্বিযুক্ত হওয়ায় নরম বা থলেথলে হয় (লিপোমা)। এত লেপিস অ্যালবাম শ্রেষ্ঠ বিশেষত নাকে বা কানে হলে)। ঘাড়ে বা গলদেশে হলে ব্যারাইটা কার্ব এবং সাধারণত ক্যালকেরিয়া কার্ব এবং থুজা প্রযোজ্য। (৫) জল বা হাওয়া ভর্তি রবার থলি বা ব্লাডারের মতো (সিস্ট্রোমা) ছোট ছোট হলে, ক্যালকেরিয়া ফ্লোর, থুজা এবং বড় হলে এপিস শ্রেষ্ঠ, এইরকম নরম থলি সাইলিশিয়া ১০০০ দ্বারা উপশম হবে, (৬) নাসার্বুদ (পলিপাস): এতে টিউক্রিয়ান, লেপিস অ্যালবা, স্যাঙ্গুনেরিয়া, ফর্মিকা এবং রক্তস্রাবী হলে ফসফরাস অথবা নাইট্রিক অ্যাসিড প্রযোজ্য। (৭) ক্ষতযুক্ত টিউমার কার্বো এনিমেলিস, কিন্তু নানবিধ ওষুধ প্রয়োগে অথবা কোনওক্ষেত্রে বহুপুরানো (পাকা) টিউমারে মুখ হয়ে কিছু নির্গত হলে সাইলিশিয়া (উচ্চশক্তি) প্রয়োগে ওটা হতে ক্রমশ দূষিত পদার্থ নির্গত হয়ে উপশম হবে। (৮)

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

বাতগ্রস্ত রোগীর টিউমার, ইউরিয়া, ৬ উপশমকারী। (৯) কোনও ক্ষত বা ব্রণাদি বসে টিউমারের মতো (যা অনেক সময় মুখে হয়) হলে সাইলিশিয়া ওটা বের করে উপশম করে, (১০) স্তনে হলে, ফাইটোল্যাকা, কার্বো এনিমেলিস, ক্যালকেরিয়া ফ্লোর কোনিয়াম এবং সাইলিশিয়া প্রযোজ্য। (১১) আঘাতের কারণে কোথাও (বাইরে বা ভিতরে) টিউমারের মতো শক্ত হলে, বেলিস, ৩০ দ্বারা উপশম হয়। অন্যথায় সাইলিশিয়া ১০০০ উপশম করে।

দ্রষ্টব্য : কোনও রকম শক্ত উৎপত্তি বা ফোড়া, কিলয়েড, যা শুকনো, ক্ষত স্থানে শক্ত মাংসপিণ্ডের মতো হতে পারে ইত্যাদি, পর্যায়ক্রমে সাইলিশিয়া, ফ্লোরিক অ্যাসিড এবং ক্যালকেরিয়া ফ্লোর, ১০০০ ক্রমাগত প্রয়োগ ২/৩ মাসের মধ্যে উপশম হয়।

☐ **নখকুনি** : নখের কোণে ছোট চামড়া উঠে বা কোনও কারণে ব্যথা, ফোলা, প্রভৃতি সরু হলে, প্রথমাবস্থায় মার্কসল ৩০, ২০০ প্রয়োগে ওটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়ে উপশম হয় (ডায়স্কোরিয়া), ওই স্থানে পেকে উঠলেও এটা ২০০, প্রয়োগে পুজ নির্গত হয়ে উপশম হবে। মার্কসল রোগীদের প্রায়ই নখকুনি হয়।

টরেন্টুলা কিউবেলিস ৬, ৩০– বর্দ্ধিত অবস্থায় এই রোগে তীব্র যন্ত্রণা হয়। রাতে ঘুমাতে পারে না, হাত উঁচু করে রাখতে হয়। তখন এটা অমূল্য সম্পদ, যার প্রয়োগে অতি শীঘ্র যন্ত্রণা দুরীভূত হয় এবং পুজ ইত্যাদি নির্গত হয়ে শীঘ্র উপশম হবে। প্রথমাবস্থায়ও এর প্রয়োগ বিধেয়। কারণ এত যন্ত্রণা দায়ক ব্যাধি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে। যন্ত্রণাদায়ক বিষফোড়া বা ছোট ফোড়াতেও এটা মন্ত্রের মতো কাজ করে।

☐ **আঙ্গুল হাড়া** :– আঙ্গুলের কোথাও ব্যথা হয়ে ফুলে উঠলে উপরোক্ত অবস্থায় মার্কসল এবং টরেন্টুলা প্রযোজ্য। যাদের ডায়বেটিস রোগ আছে তাদের ক্ষেত্রে ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম ২০০ দ্বারাও উপশম হয়েছে (শরীরের অন্য কোথাও ওইরকম হলেও)।

☐ **নখের পীড়া** : এন্টিম ক্রুড ২০০, ১০০০– কোনও নখ মোটা হলে অথবা মোটা হয়ে ওটা শৃঙ্গের মতো আঁচিলবৎ হলে এতে উপশম হয়। অসমান, ভঙ্গুর, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কুৎসিত হলেও এটা প্রযোজ্য। পায়ের তালু এবং পাতায় ব্যথা হওয়া এই ওষুধের বিশেষ লক্ষণ।

গ্রাফাইটিস ২০০, ১০০০– লখ এবং নখের নীচে মোটা হয়ে কালো রঙের হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত, অসমান এবং কুৎসিত হয়ে ভেঙে গেলে এবং যন্ত্রণা হলেও এতে ক্রমশ উপশম হবে। এতে আঙ্গুলের অগ্রভাগ ফেটে যাওয়া একটি লক্ষণ।

এক্সরে ২০০, ১০০০– কোনও নখ মোটা বা পুরু হতে সরু হলে এর প্রয়োগে উপশম হয় (গ্রাফাইটিস)।

সেরিনাম ২০০, ১০০০– নখের চারদিকে ফোড়া জাতীয় ফোড়া হলে এটা প্রযোজ্য।

থুজা ২০০, ১০০০– এটাও নখের পীড়াতে উৎকৃষ্ট।

দ্রষ্টব্য : কোনও রকম ক্ষত বা যন্ত্রণাদায়ক ফোড়ার চারদিকে কালো দাগ হলে, আর্নিকা, রাসটক্স সালফিউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি প্রযোজ্য। কেলট্রিপস ৩x, ৬ চামড়ার নানারকম বিবর্ণতা

www.fb.com/shifakhana

www.shifakhana.com

দূর করে। ভেরিওলিনাম ২০০ বসন্ত বা হামের পরে চর্ম বিবর্ণ হলে প্রযোজ্য।

☐ **শ্বেতিরোগ** : জটিল আমাশয় রোগ (চাপা পড়ে) হতে অথবা পৈত্রিক আমাশয় রোগ হতে সাধারণত শ্বেতিরোগের উৎপত্তি হয়। প্রাথমিক ক্ষেত্রে আর্সসালফ ফ্লেভাম ৩x, বিচুর্ণ, ৬ রোজ ২/৩ বার প্রয়োগ করলে ২/৩ মাসের মধ্যে উপশম হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে আমাশয় হলে মার্কসল ২০০, ১০০০ প্রয়োগ করতে হয়।

☐ **চর্ম শক্ত এবং মোটা হওয়া (ফাইলেরিয়া)** : চামড়ার কোথাও শক্ত পুরু ও অনুভূতিহীন হলে হাইড্রোকোটাইল ২০০, ১০০০ দ্বারা ক্রমশ ওটা উপশম হয়। হাত, পা অন্ডকোষ বা কোথাও চামড়া পুরু এবং ক্রমশ অনুভূতিহীন হলেও (গোদ) এতে ক্রমশ উপশম হবে।

☐ **মৎস্য চর্ম** : রুই কাতলা মাছের চামড়ার আঁশগুলি যেরকম দেখায় ওইরকম, চর্মরোগে, সিফিলিনাম অথবা আর্স আয়োড, উচ্চশক্তি প্রয়োগ করলে অনেকক্ষেত্রে উপশম লাভ হবে।

☐ **কার্বঙ্কেল** : এটা বহুমুখবিশিষ্ট তীব্র জ্বালা ও যন্ত্রণাদায়ক চ্যাপটা ফোড়া বিশেষ। ডায়বেটিস রোগীদের (অনেক ক্ষেত্রে) এটা প্রয়াই হয়ে থাকে, এতে তীব্র জ্বালা ও যন্ত্রণা থাকে এবং সহজে উপশম হতে চায় না।

বেলেডোনা ৬, ৩০– আক্রান্ত স্থানে যখন স্পর্শকাতরতাসহ লাল হয়ে ফুলে ওঠে, অর্থাৎ এই রোগের (অথবা ফোড়া, গ্ল্যান্ড, নাক কান, মাড়ি ইত্যাদি গলায় এবং এর উপরিভাগে) প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ শুরুতেই ওটা উপশম হতে পারে। (মুখহীন, ব্যথাযুক্ত মাংসপিণ্ড, ফোড়া, বা গ্ল্যান্ডের চারদিকে শক্ত হয়ে থাকলে, ফসফরাস ৩০, ২০০ দ্বারা উপশম হয়)।

টরেন্টুলা কিউবেনিস ৬, ৩০– সকল অবস্থাতেই এই রোগে এটাই শ্রেষ্ঠ ওষুধ। তীব্র জ্বালা যন্ত্রণা এবং অস্থিরতায় যখনই রোগী ঘুমাতে পারে না, তখনও এটা মন্ত্রের মতো কাজ করে রোগীকে তাড়াতাড়ি উপশম করে।

আর্সেনিক অ্যালবাম ৩০, ২০০– তীব্র জ্বালা, প্রধান কষ্ট হলে এবং গরম সেঁকে উপশম হলে এর প্রয়োগ বিধেয় (এই অবস্থায়, আর্স এর দ্বারা উপকার না হলে, এনথ্রাসিনাম প্রয়োগ করতে হয়)।

দ্রষ্টব্য : ঘাড়ে অথবা স্কন্ধাস্থির মধ্যস্থলে কার্বঙ্কেল বা ফোড়া হলে, টরেন্টুলা হিপসেনিয়া নির্দেশিত। জ্বালা, যন্ত্রণা প্রভৃতি শীতলতা বা ঠান্ডা জল প্রলেপে উপশম হলে লেডাম শ্রেষ্ঠ।

ল্যাকেসিস ২০০ : যখন বা যে ফোড়া নীলাভ বা কালচে রং এর হয়, ওতে কেবলই পুজোৎপত্তি হতে থাকে এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর, কাউকেও ছুতে দেয় না তখন এটা প্রযোজ্য।

সাইলিশিয়া ২০০, ১০০০– কোনও ফোড়া (বা টিউমার, পাকলে), বিশেষত ওটা হতে কিছু বের হতে আরম্ভ হলে এবং ওর চারদিকে শক্ত হয়ে থাকলে, এই ওষুধ প্রয়োগে দ্রুত ওই রোগ উপশম হবে।

ক্রোটেলাস ৩০, ২০০– অত্যন্ত জ্বালা এবং কালচে রক্ত নির্গমন হলে প্রযোজ্য।

☐ **ক্ষত (নানাপ্রকার) গ্যাংগ্রিণ** : কোনও স্থানে কেটে বা ছড়ে গেলে তখনই

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

প্রথমাবস্থায় আর্নিকা ৬, ৩০, ২/৩ ঘণ্টা অন্তর ৩/৪ মাত্রা এবং কালেন্ডুলা মলম (কেটে গেলে ওর ভিতরে) রোজ ২/৩ বার প্রয়োগ করলে ২/৩ দিনের মধ্যে উপশম হয়।

আর্সেনিক অ্যালবাম ৩০, ২০০– ক্ষতের পরবর্তী অবস্থায় (ওই জায়গায় ফুলে কষানি বের হতে থাকলেও) অথবা প্রথমাবস্থাতেও এর প্রয়োগে শীঘ্র শুকিয়ে যায় এবং সেপটিক হয় না।

লেডাম ৩০, ২০০– ফুটো হওয়া ক্ষতে একমাত্র আর্সেনিক ২০০ দেবার পরে এটা ৩০ শক্তি কয়েকমাত্রা প্রয়োগে সেপটিক বা ধনুষ্টঙ্কার রোগ হয় না এবং যন্ত্রণা না হয়ে তাড়াতাড়ি উপশম হবে। আলপিন, মাছের কাঁটা, কাঁকড়া বিছা, বোলতা, প্রভৃতির ফুটো হওয়া ক্ষতে, প্রথমেই এটা প্রয়োগ করতে হয়।

হাইপারিকাম ৩০, ২০০– আঙ্গুলের অগ্রভাগে আঘাত লাগলে, ক্ষত হলে বা থেতলিয়ে গেলে প্রথমেই এটা প্রয়োগ করলে যন্ত্রণা দূরীভূত হয়ে অতিশীঘ্র ২/৩ দিনের মধ্যে উপশম হবে, কোনও ক্ষতস্থানে ঠিকমাপে চিকিৎসা না হলে ওই স্থান হতে যন্ত্রণা চারদিকে ধাবিত হয়ে ধনুষ্টঙ্কার (টিটেনাস) হবার উপক্রম হয়। তখনও এর প্রয়োগে ওই যন্ত্রণা নিবারিত হয়ে টিটেনাস হতে পারে না।

এপিস মেল ৬, ৩০, ২০০– বিষফোড়া ইরিসিপেলাস বা অন্য কারণে আক্রান্ত স্থানে অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে স্ফীতি প্রবল হলে অথবা এর সঙ্গে জ্বালা এবং হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হলে, এতে উপশম হয়। বিছা, বোলতা, মশা প্রভৃতি কামড়ালে লেডাম এর পরে এপিস প্রয়োগে দ্রুত উপশম হয়।

নাইট্রিক অ্যাসিড ৩০, ২০০– গর্ত হওয়া ক্ষতে, কিনারা অসমান হলে এবং জলীয় অথবা লালচে কষানি নির্গত হলে, এর প্রয়োগে ওটা উপশম হয়।

স্ট্যাফিসাগ্রিয়া ৩০, ২০০– পেটে বা অন্য কোথাও অস্ত্রোপচারের পরে ওই ক্ষত স্থানে জ্বালা এবং হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা থাকলে এটা প্রযোজ্য।

ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম ৩০, ২০০– ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষত না শুকালে অথবা দ্রুত শুকাতে অথবা কোনও স্থান পেকে ক্ষত হবার উপক্রম হলে এটা বিশেষ কার্যকরী।

□ **আঘাতের কারণে কালিমা দাগ** : এতে প্রথমে, আর্নিকা প্রদেয়। না সারলে হ্যামামেলিস উপশম হয়, নতুবা লেডাম এবং তারপরে প্রয়োজন হলে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রযোজ্য।

দ্রষ্টব্য : কোনও শুকনো ক্ষত স্থান শক্ত হয়ে থাকলে সাইলিশিয়া ২০০, ১০০০ দ্বারা ক্রমশ উপশম হয়। এতে না সারলে ফ্লুরিক অ্যাসিড এবং তারপরে প্রয়োজন হলে ক্যালকেরিয়া ফ্লোর, পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করলে ২/৩ মাসের মধ্যে ওটা সেরে যায়, রোগের স্থিতিকাল অনুযায়ী ৬-১০০০ শক্তি সাধারণত প্রযোজ্য।

www.shifakhana.com

www.fb.com/shifakhana
www.youtube.com/shifakhana